Year 10 | Issue 32
06 -12 OCTOBER 2023

বর্ষ ১০ | সংখ্যা ৩২
২১ আশ্বিন ১৪৩০
২১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক
WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

আয় ভালো তাই বিদেশী শিক্ষার্থী টানছে সরকার

লন্ডনে দুর্বিষহ জীবন

- দুই রুমের ফ্ল্যাটে থাকতে হয় ২০ জনের সঙ্গে
- বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই ছারপোকার কামড়
- রুমে থাকে কয়েকস্তরের অনেক বিছানা
- পালাক্রমে দিনরাত শ্রমিকদের যাওয়া-আসা

দেশ ডেস্ক, ৬ অক্টোবর: নাজমুস শাহাদাত যখন লন্ডনে এসে পৌঁছলেন, তখন এখানে তাঁর কোনো থাকার জায়গা ছিল না। আইন বিষয়ে একটি কোর্স করতে যুক্তরাজ্যে আসেন তিনি। তবে যুক্তরাজ্যে আসার পরই তিনি জানতে পারেন, যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়তে এসেছেন, এখানকার আবাসনব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ। কোথায় থাকবেন, সে উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

শাহাদাত জানান, লন্ডনে আসার পরপরই দৃশ্যপট বদলে যায়। পরিস্থিতি হয়ে ওঠে দুঃসহ। পরে অবশেষে দুই কক্ষের একটি ফ্ল্যাটে আরও ২০ জনের সঙ্গে থাকার বন্দোবস্ত হয়। শাহাদাত বলেন, 'এভাবে থাকতে হবে, কখনো কল্পনাও করিনি।

লন্ডনে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থী নাজমুস শাহাদাত

আমার শরীরে এখনো তার দাগ রয়েছে।' শাহাদাত যে কক্ষে ছিলেন, তাতে পাতা ছিল কয়েক স্তরবিশিষ্ট অনেকগুলো বিছানা। বিভিন্ন পালায় কাজ করা শ্রমিকদের যাওয়া-আসা চলত দিনরাত। শাহাদাত বলেন, সব মিলিয়ে এখানে ঘুমানো ছিল অসম্ভব। এর ওপর ছিল ছারপোকার যন্ত্রণা। বিছানায় থাকলেই ছারপোকা কামড়াত।

ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে শাহাদাত বলেন, 'প্রথম কয়েক মাস তো আমি পরিবারের কারও সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতাম না। কারণ, এভাবে এমন একটি পরিবেশে আমাকে যে থাকতে হচ্ছে, তা আমি পরিবারের কাউকে দেখাতে চাইনি। এটা ছিল অত্যন্ত দুঃখের একটি বিষয়।'

শাহাদাত এখন একটি ফ্ল্যাট ভাগাভাগি করে থাকেন। সেখানে তাঁর নিজের একটি কক্ষও আছে। তবে তিনি বললেন, লন্ডনে সাধ্যের মধ্যে বাড়ি খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। কারণ, একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের পক্ষে রেফারেন্স ও পেস্লিপ জোগাড় করা অনেক কঠিন বিষয়।

শাহাদাত বলেন, অনেকেই পরিবারের জমানো অর্থ দিয়ে পড়াশোনা করতে আসেন। তিনি তিন বছরের জন্য যে কোর্স করছেন, সে জন্য তাঁর ৫২ লাখ টাকা লাগছে জানিয়ে শাহাদাত বলেন, 'আমার পরিবারের পুরো সঞ্চয় দিয়ে আমি আমার নিজের ও পরিবারের স্বপ্নপূরণ করতে এখানে এসেছি।'

পৃষ্ঠা ১৮

ইউকে ভিসা ফি বাড়ল

ভিজিটর ১১৫, স্টুডেন্ট ভিসা ৪৯০ পাউন্ড

দেশ ডেস্ক, ০৬ অক্টোবর: সম্প্রতি ভিসা ফি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিল যুক্তরাজ্য। ৪ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হচ্ছে। ৪ অক্টোবর বুধবার বৃটিশ হোম অফিসের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, এখন থেকে এই বর্ধিত ফি স্টুডেন্ট, লেবার, ভিজিটর সবার ওপর কার্যকর হবে।

মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এখন থেকে ৬ মাসের ভিসার জন্য ভিজিটর ও কর্মীদের ফি বাবদ ব্যয় করতে হবে ১১৫ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৫ হাজার ৩৮৩ টাকা) এবং শিক্ষার্থীদের ভিসা ফি বাবদ ব্যয় করতে হবে ৪৯০ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায়

পৃষ্ঠা ১৮

ন্যূনতম মজুরি ১১ পাউন্ডে উন্নীত হচ্ছে

দেশ ডেস্ক, ৬ অক্টোবর: যুক্তরাজ্যে ন্যূনতম মজুরি বাড়ছে। তবে কনজার্ভেটিভ দলের ভেতর থেকে যে করহার হ্রাসের দাবি উঠেছিল, তা সম্ভবত আলোর মুখ দেখছে না।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, গত ২ অক্টোবর সোমবার যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল দল বা কনজারভেটিভ

পৃষ্ঠা ১৮

Send money to Bangladesh in minutes
Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet
Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App
Scan to become a Ria Agent:
ria Money Transfer
Any Bank Payout · সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Southeast Bank Limited · পুবালী ব্যাংক লিমিটেড PUBALI BANK LIMITED · AB Bank · Trust Bank · bKash
020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransferuk
Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

বিএনপি'র রাজনীতি এখন ফেসবুক-ইউটিউবে

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ আসনের এমপি সালমান এফ রহমান বলেছেন, 'বিএনপি'র রাজনীতি এখন ফেসবুক ও ইউটিউবকেন্দ্রিক। তারা এখন রাজনীতির মাঠে এভাবেই প্রচার চালাচ্ছেন।

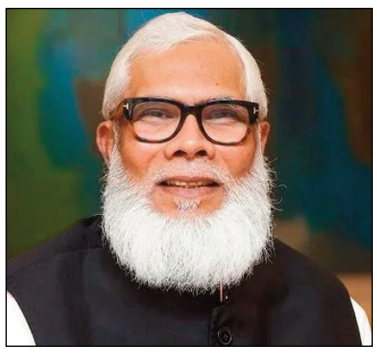

কিন্তু আওয়ামী লীগ দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে একের পর এক কাজ করে চলেছে। তাই আওয়ামী লীগের রাজনীতি সবসময় দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য। তিনি বলেন, আজ আমার খুব ভালো লাগছে। আমি নির্বাচনের আগে এখানে এসেছিলাম, তখন এলাকাবাসী নদীর পাড় রক্ষার দাবি করেছিল। আজ পদ্মার পাড় রক্ষা বাঁধ হয়েছে, আমি আমার কথা রেখেছি।' সোমবার বিকালে ঢাকার দোহার উপজেলার নয়াবাড়িতে বাহ্রা হাবিল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এক ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে জানিয়ে সালমান এফ রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ সহ দোহার-নবাবগঞ্জে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আমি দোহার-নবাবগঞ্জের উন্নয়নের জন্য যখনই প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোনো কিছু চেয়েছি, তিনি কোনো দিনও না করেননি। আগামীতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ইনশাআল্লাহ।' প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, 'বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একদফা দাবি নিয়ে সরকার পতনের চেষ্টা করেছে। তাদের ওই দাবি পুরোপুরি ভেস্তে গেছে। তাদের সঙ্গে জনগণ নেই।

'আপনারা নিশ্চিন্তে থাকেন, আগামী জানুয়ারি মাসেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ মনে রাখবেন, ফেসবুক-ইউটিউবে দাবি জানিয়ে সরকার পতন করা যাবে না।' এর আগে তিনি দোহারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন করেন। নয়াবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান তৈবুর রহমান তরুণের সভাপতিত্বে ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. শহিদ মিয়ার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দোহার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোবাশ্বের আলম, দোহার পৌর মেয়র আলমাছ উদ্দিন, দোহার সার্কেল এএসপি আশরাফুল আলম, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলী আহসান খোকন শিকদার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল হক ব্যাপারী, জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক সুরুজ আলম সুরুজ, বাহ্রা হাবিল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন নান্নু, মহিলা লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনারকলি পুতুল, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বিল্লাল হোসেন, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি জামিলুর রহমানসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রিজার্ভের পতন কেন থামছে না

ঢাকা, ১ অক্টোবর : বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় ধারাবাহিকভাবে কমছে দেশের রিজার্ভ। রিজার্ভের পতন ঠেকাতে বাজারে ডলারের প্রবাহ বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বহুমুখী সিদ্ধান্ত সহ নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করছে। কিন্তু বাস্তবে এর সুফল মিলছে না। উলটো ডলারের সংকটকে আরও প্রকট করে তুলছে। এতে টাকার মান কমে যাচ্ছে। মূল্যস্ফীতিতে চাপ বাড়াচ্ছে।

চলতি অর্থবছরের শুরু থেকেই বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ সামলাতে হচ্ছে সরকারকে। রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে ঋণ শোধ করার ধারা অব্যাহত থাকায় রিজার্ভের ক্ষয় মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ রাখার শর্ত দিয়েছিল। বর্তমানে তারচেয়ে কম রিজার্ভ রয়েছে। বর্তমানে যে গ্রস রিজার্ভ রয়েছে, তা গত ৯ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

রেমিট্যান্স কমে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ।

রেমিট্যান্সের নিম্নমুখী প্রবাহ এ পতনকে আরও বেগবান করেছে। এতে চলতি মাসে ২৬ দিনেই রিজার্ভ কমেছে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। রিজার্ভের পতন শিগগিরই কমার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সূত্র মতে, বাজারে ডলারের প্রবাহ বাড়ে রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বৈদেশিক অনুদান থেকে। এই ৪ খাতেই আয়ের ধারা নিম্নমুখী। দেশে গত বছরের এপ্রিল থেকে ডলারের সংকট শুরু হয়। ফলে ডলারের দাম ৮৮ টাকা থেকে বেড়ে

১১০.৫০ টাকা হয়েছে। ব্যাংকের চেয়ে কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম প্রায় ৭ থেকে ৮ টাকা বেশি। ফলে রেমিট্যান্সের বড় অংশ চলে যাচ্ছে হুন্ডিতে। মানি চেঞ্জার্স ও কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অভিযান পরিচালনা শুরু করলে ওখানে ডলার লেনদেনে স্থবিরতা নেমে আসে। এখন কিছু লেনদেন হলেও দাম ১১৮ থেকে ১১৯ টাকা। এতে ডলারের প্রবাহ তো বাড়েইনি। বরং কমে গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা মনে করেন, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে ডলারের দাম বাড়তে না দিয়ে স্থানীয় মুদ্রা টাকাকে শক্তিশালী করে রাখা হয়েছে, তাতে রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। এই নীতি কোনোভাবেই কার্যকর হচ্ছে না। শীর্ষ কর্মকর্তারা বিষয়টি মানতে চাইছেন না, ফলে রিজার্ভেরও পতন ঠেকানো যাচ্ছে না। ডলারের প্রবাহ বাড়ছে না যে কারণে: ডলারের প্রবাহ বাড়াতে হলে রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে। সেটি সম্ভব হচ্ছে না। রপ্তানি আয় কমছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় বেড়েছিল ৩৪.৩৮ শতাংশ। গত অর্থবছরে বৃদ্ধি ছিল মাত্র ৬.৬৭ শতাংশ। এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি কমেছে প্রায় ২৭ শতাংশ।

গত ৩ মাসের হিসাবে রেমিট্যান্স এসেছে ৫৭৭ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের জুলাই-আগস্টে বেড়েছিল ১২.২৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে বাড়ার পরিবর্তে প্রবৃদ্ধি কমেছে ১৩.৫৬ শতাংশ।

বৈদেশিক অনুদানের গতিও নিম্নমুখী: ২০২১-২২ অর্থবছরে অনুদান বেড়েছিল ৫১.৭৪ শতাংশ। গত অর্থবছরে বাড়ার পরিবর্তে বরং কমেছে সাড়ে ১১ শতাংশ। গত অর্থবছরের জুলাইয়ে বেড়েছিল ৮৪.৩৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে কমেছে ৩৩.১৩ শতাংশ। জুন ও জুলাইয়ে অনুদান এসেছে মাত্র ৩২ কোটি ডলার।

বৈদেশিক বিনিয়োগ ২০২১-২২ অর্থবছরে এসেছিল ১৮৩ কোটি ডলার, গত অর্থবছরে এসেছে ১৬১ কোটি ডলার। তবে জুলাইয়ে বিনিয়োগ কিছুটা বেড়েছে। গত বছরের ওই সময়ে ১৭ কোটি ও চলতি বছরের একই সময়ে এসেছে ১৮ কোটি ডলার। বিপরীতে শেয়ারবাজার থেকে বিদেশি বিনিয়োগ তুলে নেয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

তিন সপ্তাহ বা তার বেশীদিন ধরে কাশি হচ্ছে?

NHS

আপনার জিপির প্র্যাক্টিসের সাথে যোগাযোগ করবেন

আপনার যদি তিন সপ্তাহ বা তার বেশীদিন ধরে কাশি হতে থাকে সেটাকে উপেক্ষা করবেন না। সম্ভবতঃ এটা গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু এটা ক্যান্সারের একটা উপসর্গ হতে পারে।

আপনাকে দেখার জন্য আপনার এন্এইচ্এস এখানে রয়েছে।

nhs.uk/cancersymptoms

Clear on cancer

Help us help you

Sayyada Mawji, GP

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

লন্ডনে খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী

সময় হয়ে গেছে, কান্না করে তো লাভ নেই

দেশ ডেস্ক, ৬ অক্টোবর : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে

কতটা অমানবিক হলে তিনি এ কথা বলতে পারেন: ফখরুল

ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে বের করার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমার বাবা দেশ স্বাধীন করেছিল বলেই তো এই ক্যান্টনমেন্ট। আমি এই ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলে আমার বিরুদ্ধে মামলা! সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওই ক্যান্টনমেন্টে আর

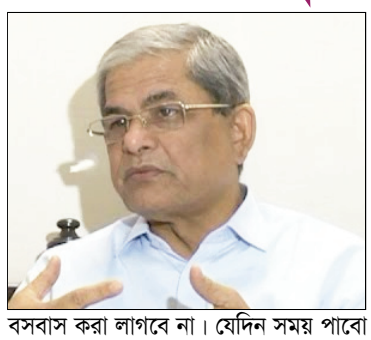

বসবাস করা লাগবে না। যেদিন সময় পাবো এই ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে দেবো। গত ২ অক্টোবর সোমবার লন্ডনে প্রবাসী

পৃষ্ঠা ১৮

টাওয়ার হ্যামলেটস এবং কুইন মেরির যৌথ কর্মসূচি

লাফিং গ্যাস সেবনে তরুণদের সর্বনাশ

"নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাস মেরুদণ্ডের ক্ষতি করতে পারে এবং গুরুতর ও স্থায়ী অক্ষমতার কারণ হতে পারে"- ড্রাগ বা মাদক ব্যবহারের পরিণতি তুলে ধরার একটি কর্মসূচির অংশ হিসাবে টাওয়ার হ্যামলেটসের কিশোর-তরুণদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পৃষ্ঠা ২৩

বিবিসিসিআই'র সাথে একান্ত আলাপকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রবাসীদের ঘামে সমৃদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, এনআরবিদের নানা সমস্যা দূরীকরণ ও সম্ভাবনাকে দেশের কাজে ব্যবহার করতেই সরকার ৩০ ডিসেম্বরকে এনআরবি ডে হিসেবে ঘোষণা

পৃষ্ঠা ১৮

IFIC MT UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ৬৫০+ আইএফআইসি ব্যাংক শাখা/উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

শতকোটি টাকার দুর্নীতি

এবার সপরিবারে ফাঁসছেন বাচ্চু

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : জমি কেনার নামে অবৈধ শতকোটি টাকা বৈধ করার চেষ্টা করেছেন আলোচিত বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চু। এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেছেন অভিজাত হোটেল লা মেরিডিয়ানের মালিক আমিন আহমেদ। পরস্পর যোগসাজশে তারা ফাঁকি দিয়েছেন সরকারের বিপুল অঙ্কের রাজস্ব। এ ঘটনায় আব্দুল হাই বাচ্চু, তার স্ত্রী-সন্তান ও অভিজাত হোটেল লা মেরিডিয়ানের মালিক আমিন আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার সংস্থার ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক নূরুল হুদা বাদী হয়ে মামলাটি করেন। বাচ্চুর অপকর্মের দায়ে প্রথমবারের মতো দুদকের জালে ফাঁসলেন তার স্ত্রী-সন্তানরা। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

মামলার আসামিরা হলেন বেসিক ব্যাংকের আলোচিত সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল হাই ওরফে বাচ্চু, তার স্ত্রী শিরিন আক্তার, তার ভাই শেখ শাহরিয়ার পান্না, বাচ্চুর ছেলে শেখ রাফা হাই, শেখ সাবিদ হাই অনিক ও হোটেল লা মেরিডিয়ানের মালিক আমিন আহমেদ। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ২০১২ সালের ৮ জুলাই আসামি শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট বাজারসংলগ্ন ৬ নম্বর প্লটের ৩০ দশমিক ২৫ কাঠা জমি কেনার চুক্তি করেন আরেক আসামি আমিন আহমেদের সঙ্গে। জমির দাম ঠিক করা হয় ১১০ কোটি টাকা। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের সময় ১০ কোটি টাকা পরিশোধ দেখানো হয়। চুক্তিপত্র অনুযায়ী দুটি দলিলে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। যার মধ্যে ২০১২ সালের ১৬ অক্টোবর প্রথম দলিলে ১৮ কাঠা জমির দাম ৯ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে গ্রহীতা শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু, শেখ শাহরিয়ার পান্না ও শিরিন আক্তার।

একই বছর আরেক দলিলে ১২ দশমিক ২৫ কাঠার দাম ধরা হয়েছে ৬ কোটি ২৫ লাখ টাকা। যেখানে গ্রহীতা শেখ সাবিদ হাই অনিক ও শেখ রাফা হাই। জমির রেজিস্ট্রি মূল্য ধরা হয়েছে ১৫ কোটি ২৫ লাখ

টাকা। অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন মূল্য ৯৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা কম দেখিয়ে অবৈধ আয় গোপন করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া জমির মূল্য কম দেখিয়ে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে ৮ কোটি ৫২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জমি বেচাকেনা ও বাজার মূল্য গোপন করতে বাচ্চুকে সহযোগিতা করেছেন লা মেরিডিয়ানের মালিক আমিন আহমেদ। তিনি ১৩৪টি পে-অর্ডারের মাধ্যমে ৭৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাদের আয়কর নথিতে জমির দাম দেখানো হয়েছে ২৪ কোটি ৬৪ লাখ ৩৮ হাজার ৪৫৪ টাকা। অর্থাৎ শেখ আব্দুল হাই বাচ্চুর আয়-ব্যয় ও প্রকৃত সম্পদের মধ্যে ব্যাপক গরমিল পাওয়া গেছে। তিনি বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া ঋণ দিয়ে কমিশন হিসাবে মোটা অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

আত্মসাৎ করা অর্থ হস্তান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে গোপন করেছেন। তার এই অবৈধ অর্থের বৈধতা প্রদানে সহায়তা করেছেন লা মেরিডিয়ানের মালিক আমিন আহমেদ। যা অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে এই ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নিয়ে একবার সংসদ-সদস্য হয়েছিলেন শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু। এরপর তাকে আর সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যায়নি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ২০০৯ সালে বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পান আব্দুল হাই বাচ্চু। চেয়ারম্যান থাকাকালেই তিনি ২০১২ সালে বেস্ট হোলডিং গ্রুপের চেয়ারম্যান আমিন আহমেদের সঙ্গে বাড়িটি কেনার বায়না চুক্তি করেন। বায়না চুক্তি অনুযায়ী জমির মালিকানা যে ৫ জনের নামে তারা হলেন-শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু (৬ দশমিক ২৫ কাঠা), শেখ শাহরিয়ার পান্না (৬ কাঠা), শেখ শিরিন আক্তার (২ কাঠা), শেখ সাবিদ হাই অনিক (৮ কাঠা) ও শেখ রাফা হাই (৮ কাঠা)। এই প্রথম দুর্নীতির অভিযোগে বাচ্চু ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা করল দুদক।

ভিসানীতি নিয়ে ভাবছে না র‍্যাব

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : ভিসানীতি নিয়ে ভাবছে না র‍্যাব। জানিয়েছেন র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন। তিনি বলেন, ভিসানীতি সুনির্দিষ্ট একটি দেশের। তারা তাদের বিবেচনায় কাজ করছে। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি।

গত ৩ অক্টোবর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। কমান্ডার খন্দকার আল মঈন আরও বলেন, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাবের সাত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যেটা এখনো চলমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে র‍্যাব যেভাবে সন্ত্রাস দমনে কাজ করে যাচ্ছে। এখনো একই গতিতে কাজ করছে। তাই নতুন করে এই বিষয় (ভিসানীতি) নিয়ে ভাবার কিছু নেই।

সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে খন্দকার আল মঈন বলেন, আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অস্ত্রের ঝনঝনানির সুযোগ নেই। র‍্যাবের ম্যান্ডেট হলো অস্ত্র, জঙ্গি, মাদক ও সন্ত্রাস দমন। আমরা শুধু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কাজ করছি, তা না। অবৈধ অস্ত্র বহন, ব্যবহারের তথ্য পেলে আমরা কাজ করি। গত সপ্তাহে যশোর থেকে ৬টা অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কিছু ব্যক্তি বা মহল মনে করে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের জনসমর্থনের পাশাপাশি পেশি শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। তারা সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করা বা সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে অস্ত্রের ব্যবহারের চেষ্টা করে থাকতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে। নির্বাচনের আগে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের জামিন প্রসঙ্গে র‍্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা জামিনে বের হওয়ার সরাসরি তথ্য আমরা পাই না। পাওয়ারও কথা না। তাদের বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে কারাগার থেকে কারা কর্তৃপক্ষ বা কারা পুলিশের কাছ থেকে পুলিশ সদর দফতর তথ্য

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

BARRISTER AHMED A MALIK

ARE YOU WORRIED ABOUT YOUR COURT CASE? LOOK NO FURTHER

Barrister Malik is an expert Court advocate, who will advise and represent you vigorously to achieve the best result in your complex legal matters.

He has over 30 years of experience, is very friendly, reliable and will give you the most appropriate and professional advice at affordable fee.

He and his colleagues are ready to help you in all types of cases, particularly in the following areas:

CIVIL LITIGATION (all types)
PROPERTY, FAMILY/CHILDREN
BUSINESS DISPUTES
IMMIGRATION (any difficult case)

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক ও তাঁর সহকর্মীরা সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার সবধরনের আইনী উপদেশ, বিশেষ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কোর্ট কেইসে (যেকোনো কোর্ট) সাহায্য করতে পারেন। তাঁদের ফি অত্যন্ত রিজোনেবল।

WESTMINSTER LAW CHAMBERS
Direct Access Barristers
Tel: 020 7247 8458 Mob: 0771 347 1905
E: info@westminsterchambers.co.uk

City:
5 Chancery Lane,
London
WC2A 1LG

Whitechapel:
First floor,
214 Whitechapel Road
London E1 1BJ

Leytonstone:
Church Lane Chambers, 11-12 Church Lane,
London E11 1HG (near Leytonstone station)

www.westminsterchambers.com

পড়াইতে চাই
Wanted to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English
Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.
Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons)LL.M (First Class First)
Contact: Phone: 07817 922 277
W 30-35

আদালতে দিন কাটে বিএনপি নেতাদের

এক মামলায় হাজিরা, আরেক মামলায় সাক্ষ্য

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : সুলতান সালাউদিন টুকু। বিএনপির যুব সংগঠন যুবদল সভাপতি। এক মামলায় হাজিরা, আরেক মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ। তার ওপর রয়েছে জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠানোর ভয়। ছুটির দিন ছাড়া এভাবে প্রায় দিনই যেতে হয় আদালতে। ৩২৫ মামলা মাথায় নিয়ে মাসের পর মাস চলছে তার দিন। আবার এরই মধ্যে যুবদলের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছেন। শুধু সুলতান সালাউদ্দিন টুকু নন, তার মতো সকালে ঘুম থেকে উঠেই আদালতে আসেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেল। তার বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ৪৫০। প্রায় একইভাবে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ তৃণমূলের এরকম হাজার হাজার নেতা-কর্মী দিন কাটে এখন আদালতে। নেতাদের অভিযোগ, জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য করার লক্ষ্যেই এ সব মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন নেতারা। এর সঙ্গে রয়েছে আন্দোলনে সক্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় রাখার কৌশল। বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল এ বিষয়ে বলেন, বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো রাজনৈতিক ও ভিত্তিহীন। আদালত যেভাবে এই মামলাগুলো পরিচালনা করছেন মনে হচ্ছে 'সুপারসনিক'। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমনটি হয়নি। কখনো রাতে, কখনো মোমবাতি জ্বালিয়ে সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে। বিচারের নামে হচ্ছে বিচারিক হয়রানি। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক টাইমসের এক নিবন্ধে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের আদালত এখন বিরোধী দল-মত নিয়ন্ত্রণ এবং হয়রানি করার ভয়ংকররূপ ধারণ করেছে।

জানা যায়, বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ৪১ হাজার ৭১টি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় আসামির সংখ্যা ৪২ লাখের ওপরে। ২০০৯ সাল থেকে গত ২৫ জুলাই পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে এসব মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে বিএনপির নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে হাজার হাজার গায়েবি মামলা দিয়েছে। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো আবারও নামমাত্র নির্বাচন করতে আদালতকে ব্যবহার করে নেতা-কর্মীদের সাজা দিতে উঠে-পড়ে লেগেছে সরকার। বিএনপি নেতাদের আইনজীবীরা বলছেন, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে-পরে বিরোধী দলের আন্দোলনের সময় গাড়ি পোড়ানোসহ নাশকতার অভিযোগে করা সাজানো মামলাগুলোর বিচার দ্রুত এগোচ্ছে। এ ছাড়া ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে সারা দেশে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক মামলা দেওয়া হয়। ওইসব মামলার অনেকগুলো এখন বিচারের পর্যায়ে রয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসন ও মহাসচিব থেকে শুরু করে শীর্ষ পর্যায়ের সব নেতাই মামলার আসামি। চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে ৩৫টি মামলা চলমান। চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে কয়েকটি মামলায় আগেই সাজা প্রদান করা হয়েছে। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ৯৮টি। স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও মির্জা আব্বাসের মামলার বিচার শেষ পর্যায়ে। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে করা মামলাটি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬-এ সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ পর্যায়ে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলায় খন্দকার মোশাররফের মামলার সাক্ষ্য গ্রহণও শেষ হয়েছে। সাফাই সাক্ষ্য গ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শেষ হলেই মামলাটি রায়ের পর্যায়ে যাবে। মামলাটি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১-এ বিচারাধীন। স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য বেগম সেলিমা রহমানের বিরুদ্ধে চারটি মামলা রয়েছে। বাস পোড়ানোর একটি মামলায় সম্প্রতি অভিযোগ গঠন হয়েছে। আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলার বিচার চলছে। দলটির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা শেষ পর্যায়ে আছে। স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমান উল্লাহ (আমান) ইতোমধ্যে একটি মামলায় ১৩ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত। ইকবাল হাসান মাহমুদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে সম্প্রতি।

খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী শিমুল বিশ্বাসের ২৫টি মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ দ্রুতগতিতে চলছে। সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনই তাকে আদালতে হাজির হতে হয়। দলের সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর বিরুদ্ধে রয়েছে ১৪৪টি মামলা, এর মধ্যে ১০টি মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ পর্যায়ে। তার স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ছবির বিরুদ্ধে রয়েছে সাতটি মামলা। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক আবদুস সালামের বিরুদ্ধে ৮০টি মামলা চলমান। একই কমিটির ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিনের বিরুদ্ধে মামলা ১২৭টি। তানভীরের বাবা সাবেক সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে আছে ১৫০টি মামলা। এর মধ্যে ৬০টিতে সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে। পিতা-পুত্র দুজনই কারাগারে রয়েছেন। সেখান থেকেই নিয়মিত আদালতে হাজির করা হচ্ছে। মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীদের তথ্য অনুযায়ী, একইভাবে প্রায় প্রতি কর্মদিবসে আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু। তার বিরুদ্ধে রয়েছে ২৫০টি মামলা। এ ছাড়া ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্য সচিব রফিকুল আলম মজনুর বিরুদ্ধে ২২৬টি, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী ১৭০টি, সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান ১৪৬টি, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল ১৫০টি, আকরামুল হাসান ১৪৬টি, হাবিবুর রশীদ হাবিব ১০৩টি, বজলুল করিম চৌধুরী ৯৫টি, মামুন হাসান ২০০টি, কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুল ১১০টি, আনিসুর রহমান তালুকদার ২১১টি, ছাত্রদলের সাইফ মোহাম্মদ জুয়েল ১০৬টি মামলার বিচার কার্যক্রম দ্রুত চলছে বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা

ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রভাব থাকে যুগের পর যুগ

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : মার্কিন ভিসা নীতি কার্যকর হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় রীতিমতো তোলপাড় চলছে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং কূটনৈতিক অঙ্গনে। প্রথম ধাপে কারা এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়েছেন তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসছে নানা তথ্য। মার্কিন দূতাবাস অবশ্য এটা স্পষ্ট করেছে যে, ভিসা সংক্রান্ত তথ্য একান্তই দূতাবাস এবং ভিসা আবেদনকারীর মধ্যে বিনিময় হয়। যুক্তরাষ্ট্র কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষার ওই সবর্জনীন নীতি মেনে চলে। যারা এরইমধ্যে ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছেন তাদের লিখিতভাবে তা অবহিত করা হয়েছে। এখানে তৃতীয় কারও এমনকি সরকারকেও 'ব্যক্তির ভিসা সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য' শেয়ারে বাধ্যবাধকতা নেই দূতাবাসের।

একাধিক ব্যাখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের তরফে জানানো হয়, বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অযাচিত হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তারের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সাপেক্ষে পূর্ব-ঘোষিত ভিসানীতির প্রয়োগ শুরু হয়। ২০১৪ এবং '১৮ এর প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে পরর্বর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবশ্যই অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতির মতো কঠোর ওই নিষেধাজ্ঞা জারি করে গত মে মাসে। সে সময় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের ২১২ (এ) (৩) (সি) ('৩সি') ধারার অধীনে বাংলাদেশের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে (স্বতন্ত্র) ভিসা নীতিটি গ্রহণ করেছে বাইডেন প্রশাসন।

সেই আইনের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষকরা বলছেন, যে 'থ্রি সি' নীতির অধীনে এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ওয়াশিংটন তার প্রভাব রয়েছে প্রজন্মান্তরে। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়া ব্যক্তির সন্তান এবং পরিবারের সদস্যদেরও এর ঘানি টানতে হবে যুগের পর যুগ।

আইনটি এতোটাই শক্ত যে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তি এবং তার পরিবারকে জীবনভর এর মাশুল গুনতে হবে! ওয়াশিংটনের তরফে খোলাসা করেই বলা হয়েছে, ওই ভিসানীতির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে

মনে করা যেকোনো বাংলাদেশি ব্যক্তির জন্য ভিসা প্রদান সীমিত করবে। এর মধ্যে বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং নিরাপত্তা পরিষেবার সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত। গত ৩রা মে বাংলাদেশ সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় বলে পূর্বের ঘোষণায় নিশ্চিত করা হয়। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র সম্প্রতি ভিসানীতির প্রায়োগিক ধারা '৩সি'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ভয়েস অফ আমেরিকার এক প্রশ্নের জবাবে "থ্রি সি" নামক ভিসানীতিটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে ক্ষুণ্ন করে এমন-'যেকোনো ব্যক্তির' ওপর প্রয়োগ হতে পারে বলে জানান মুখপাত্র। দূতাবাসের ব্যাখ্যায় বলা হয় থ্রি সি ধারায় গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হলো 'যেকোন ব্যক্তি'। আইনে বলা হয়, অভিযোগ প্রমাণিত হলে এমন ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে দুর্বল করে এমন কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, জনসাধারণকে সংগঠনের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত রাখার জন্য সহিংস আচরণ এবং রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ বা গণমাধ্যমকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বা তাদের মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখার জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

অতি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গণমাধ্যমসহ যে কোনো সেক্টরে ওই ভিসানীতি প্রয়োগ হতে পারে বলে উল্লেখ করেন। গত ২২শে সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানান, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বাংলাদেশিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

মিলার বলেন, "শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে বাংলাদেশের লক্ষ্যকে সমর্থন করতেই এ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে আগ্রহীদের সমর্থন করতে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত অঙ্গীকারের অংশ এটি।" ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপের মধ্যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা রয়েছেন জানিয়ে মিলার বলেন, "বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র; যাতে এটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।" মুখপাত্র জানান, "নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন ব্যক্তি ও তাদের নিকটতম স্বজনরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এর আগে চলতি বছরের ২৪শে মে এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, "আজ, আমি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের লক্ষ্যকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের ২১২ (এ) (৩) (সি) ('৩সি') ধারার অধীনে একটি নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করছি। এই নীতির অধীনে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে মনে করা যেকোনো বাংলাদেশি ব্যক্তির জন্য ভিসা প্রদান সীমিত করবে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেয়। সাধারণত কোনো দেশ আরেকটি দেশকে বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি দেয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বা অন্য নিষেধাজ্ঞার প্রতি তার বন্ধু দেশগুলো সম্মান দেখায়। তারা তা মানতে বাধ্য নয়, তবে কানাডা, বৃটেন, জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো মিত্ররা যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ করে থাকে। ফলে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলো ভ্রমণে বাধার মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই সব দেশে ওই ব্যক্তির যাতায়াত, বিনিয়োগ বা স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে। নিষিদ্ধ ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ তো নয়ই, ওই দেশের সঙ্গে কোনোরকম লেনদেন বা সম্পর্কও রক্ষা করতে পারেন না। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক রাখতে পারেন না। যুক্তরাষ্ট্রে তাদের অর্থ-সম্পদ সেটি মার্কিন কোনো ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকলেও জব্দ হতে পারে।

হার্ট টু হার্ট

NHS

আসুন হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে কথা বলি এবং জীবন বাঁচান

সুশীলা নিশ্চিত ছিলেন না যে তার বুকে ব্যথা গুরুতর কিছু ছিল, তবে দেখা গেল যে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ভাগ্যক্রমে তিনি সাহায্যের জন্য সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু সবাই তা করে না। সুশীলা চান যে তার অবস্থানে থাকা অন্যরা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলি সম্পর্কে আরও ভালভাবে জানুক, যাতে তারা তাড়াতাড়ি লক্ষণগুলি চিনতে পারে।

NHS দ্বারা পরিচালিত সর্বশেষ ক্যাম্পেইন Help Us, Help You, হার্ট অ্যাটাকের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রিয়জনদের সাথে 'হার্ট টু হার্ট' থাকার জন্য লোকেদের উৎসাহিত করে এবং উপসর্গগুলি সম্পর্কে সচেনতা বাড়ায়, যাতে আপনি বা আপনার সাথে কেউ যদি সেগুলি অনুভব করেন তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি সাহায্য পেতে পারেন।

একদিন রাতে সুশীলার বুকে ব্যথা হয়েছিল কিন্তু তা উপেক্ষা করে তিনি বিছানায় গিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে যখন তিনি ঘুম থেকে উঠলেন, তখন তার বাম হাতে একই রকম ব্যথা ছিল। সুশীলা তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে তার অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো দরকার।

"তাড়াতাড়ি হাসপাতালে না যাওয়ার জন্য আমার পরিবার আমাকে পরে বকাঝকা করেছিল! আমি এখন জানি যে কী ঘটেছে তা দেখার জন্য আমার অপেক্ষা করা উচিৎত ছিল না - আমি যখন ব্যথা অনুভব করি তখনই আমার 999 নম্বরে কল করা উচিৎত ছিল। আমি সময়মতো A&E-তে না পৌঁছালে কী ঘটত কে জানে।"

পরীক্ষা এবং অপারেশনের জন্য সুশীলাকে রাতারাতি হাসপাতালে রাখা হয়েছিল এবং তার ধমনী পুরোপুরি খোলা রাখার জন্য একটি স্টেন্ট ঢোকানো হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে তিনি হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাব্য সমস্ত লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

"টিভিতে অনুষ্ঠানগুলি দেখে আপনার মাথায় একটি ধারণা রয়েছে যে হার্ট অ্যাটাক এর লক্ষণগুলি কী হতে পারে - আপনি একটি অস্হ্য যন্ত্রনা/ব্যথার মতো অনুভব করবেন, বা যন্ত্রনা/ব্যথা র চোটে মেঝেতে পড়ে যাবেন।"

যখন হৃৎপিণ্ডে রক্তের প্রবাহ সীমিত হয় বা কমে যায়, তখন হার্ট অ্যাটাক হয়, তবে হার্ট অ্যাটাক সম্মুখীন ব্যক্তি সাধারণত সচেতন থাকেন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকেন।

হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করা এবং নিশ্চিত হওয়া যে আমরা এবং আমাদের আশেপাশে যারা আছেন, তারা লক্ষণগুলির ব্যাপারে ভালরকম

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ এবং লক্ষণগুলি ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হতে পারে, তবে সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ গুলির মধ্যে বুক জুড়ে চাপা এবং অস্বস্তির অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

লক্ষণগুলি সর্বদা গুরুতর মনে হয় না এবং কিছু লোকের অন্যান্য উপসর্গ থাকতে পারে :

- যেমন শ্বাসকষ্ট অনুভব করা
- বমি পাওয়া কিংবা বমি করা
- বুকের ব্যথা ছাড়াই পিঠ বা চোয়াল এর ব্যথা

হার্ট অ্যাটাক একটি কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের মতো নয় - যা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ করে দিলে ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়ে, যদিও এটি প্রায় টিভি এবং চলচ্চিত্রে চিত্রিত হয়। কিন্তু এটা ঠিক যে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা না করালে হার্ট অ্যাটাক কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এ পরিণত হতে পারে।

সতর্ক এবং সচেতন থাকলে, প্রত্যেকের জন্য জীবন রক্ষাকারী হতে পারে।তাড়াতাড়ি সাহায্য পেলে, হার্টের ক্ষতি কমতে পারে। আমরা জানি যে, অনেকের তুলনায় আমাদের সম্প্রদায় এর হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি, তাই এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা লক্ষণগুলি সনাক্ত করতে পারি এবং দ্রুত কাজ করতে পারি। এনএইচএস ওয়েবসাইটে প্রচুর তথ্য রয়েছে যা আপনি আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতে পারেন – আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বা তাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে - তবে আপনি কী করবেন সে সম্পর্কে 'হার্ট টু হার্ট' কথোপকথন শুরু করতে পারেন?

প্রাথমিক হার্ট অ্যাটাকের কয়েক বছর পর সুশীলা আবার বুকে ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু এবার তার প্রতিক্রিয়া ছিল অন্য রকম তিনি সরাসরি 999 নম্বরে কল করেছিলেন। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে বুঝলেন যে সুশীলার স্টেন্ট ব্লক করা হয়েছিল, এবং তারা সমস্যাটি দ্রুতগতিতে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

"আমার পুনরুদ্ধার ধীরগতিতে হয়েছে, আমি আমার পরিবার, আমার বন্ধুবান্ধব এবং আমার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। আপনি বা আপনার সাথে থাকা কেউ যদি হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাব্য লক্ষণগুলি দেখায় - এমনকি আপনি যদি নিশ্চিত না হন-তবে তাড়াতাড়ি 999 এ কল করুন। আপনি কারও সময় নষ্ট করছেন না, বরং আপনি আপনার অথবা অন্যান্য কারোর জীবন বাঁচাতে সহায়ক হতে পারেন। "

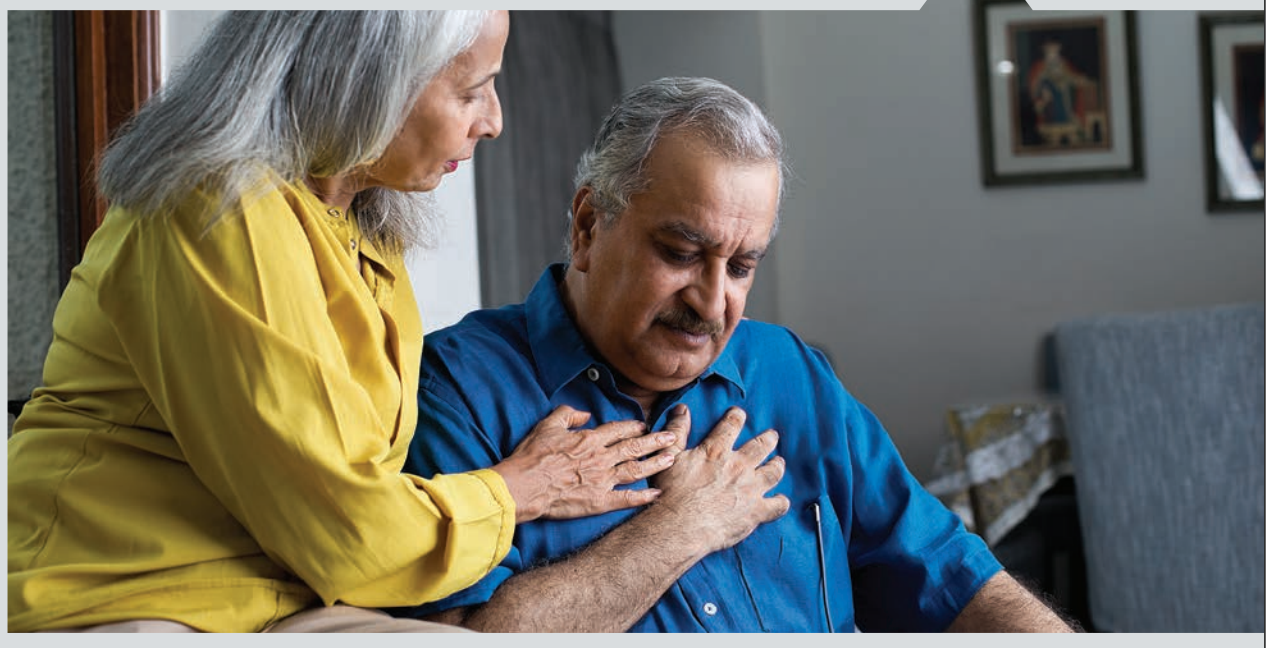

Call 999

Help us help you

আরোও বিস্তারিত ভাবে কিছু জানতে হলে এই ওয়েবসাইট টি দেখুন
nhs.uk/heartattack

বিনা চিকিৎসায় খালেদা জিয়াকে হত্যা করতে চায় সরকার : ফখরুল

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিনা চিকিৎসায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার হত্যা করতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বলেছেন, এরা আসলে কাপুরুষ। এরা ভীতু। এরা জানে যে, বেগম খালেদা জিয়া যদি সুস্থ হয়ে যান, যদি আবার জনগণের মধ্যে ফিরে আসেন তাহলে দেশনেত্রীর ডাকে কোটি মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসবে। তাদের তখতে তাউস ধ্বংস হয়ে যাবে। সোমবার বিকালে নয়াপলটনস্থ বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সরকার পতনের একদফা দাবিতে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল আয়োজিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বেলা ১২টার পর থেকেই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে কৃষক দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসেন। তারা দলীয় ও জাতীয় পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন এবং প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিভিন্ন স্লোগানে সমাবেশস্থল মুখরিত করে তুলেন। অনেক নেতাকর্মী কৃষকের সাজে সাজেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, শহীদ জিয়া দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার পর খালেদা জিয়াকে দুটি শিশু সন্তানসহ পাক বাহিনী আটক রাখে।

আমি বলবো তিনি ছিলেন দেশের প্রথম মহিলা মুক্তিযোদ্ধা। অবশ্য এ কথা বললে আওয়ামী লীগের গা জ্বলবে। তারা তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, পাকিস্তানের ভাতা খেয়েছেন।

খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেত্রী। তিনি ক্ষমতায় এসেই কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ করেছেন। ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ করেছেন। আর এখন ঋণের কারণে কৃষকের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। এরা লুটেরা সরকার। এরা

দেশের টাকা লুট করে বিদেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি করছেন। অথচ, আজকে কৃষক ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। সারের দাম তিনগুণ বেড়েছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সব জায়গায় সিন্ডিকেট। আওয়ামী লীগ সিন্ডিকেট করে টাকা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। এমন একটি ব্যবস্থা কায়েম করছে যে, সব টাকা আজ ওদের পকেটে। আজ কৃষক ভাইদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকার কৃষকদের যে ধান কিনে সেখানেও কমিশন। বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতার ওপরও ওরা ভাগ বসায়। সত্যিকারের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারছে না। আওয়ামী ব্যবসায়ীরা আজ ব্যবসা করছে। সাধারণ মানুষ চাকরি পায় না। বিশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেতে হয়।

আওয়ামী লীগ নেতাদের সমালোচনা করে মির্জা আলমগীর বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্?কে নিয়ে এখন তাদের খুব লেগেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে সমস্ত কূটনৈতিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে যা তা কথাবার্তা বলছে। যে দেশটাতে আমাদের সবচেয়ে বেশি গার্মেন্ট পণ্য যায়, সেই দেশটার সঙ্গে আজকে তারা সমস্যা তৈরি করেছে।

সরকারের উদ্দেশ্যে বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমাদের সামনে আর বিকল্প পথ নাই। তাই সরাসরি সরকারকে বলতে চাই, এখনো সময় আছে মানে মানে পদত্যাগ করে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন, সংসদ বিলুপ্ত করে নতুন ইসি গঠন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। সংকট যদি দূর করতে চান। যদি পদত্যাগ না করেন তাহলে দেশের মানুষ জানে কীভাবে স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে হয়। দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা জেগে উঠুন, আসুন, আমরা আগামীর দিনগুলোতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলি। প্রতিরোধ গড়ে তুলি। সকল অন্যায় ও অবিচার দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দেবো।

সমাবেশে এই সরকারের হাত থেকে দেশের মানুষ ও খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেয়াসহ কৃষকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে নেতাকর্মীদের শপথবাক্য পাঠ করান কৃষক দলের সভাপতি হাসান জাফির তুহিন।

কৃষক দলের সভাপতি হাসান জাফির তুহিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, শাহজাহান ওমর, বরকতউল্লাহ বুলু, শামসুজ্জামান দুদু, ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, রুহুল কবির রিজভী, খায়রুল কবির খোকন, আবদুস সালাম আজাদ, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, মীর সরাফত আলী সপু, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শ্রীমঙ্গলে লেমন গার্ডেন রিসোর্টে পর্যটক খুনের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

সিলেট, ১ অক্টোবর : মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের লেমন গার্ডেন রিসোর্টে পর্যটক খুনের ঘটনায় হওয়া মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৯ সিলেট। শনিবার বিকাল ৪টায় র‍্যাব-৯ এর মিডিয়া অফিসার আব্দুল্লাহ আল নোমান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় র‍্যাব-৯।

র‍্যাব জানায়, একাধিক আভিযানিক দল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের ধলাদিয়া বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির নাম ওসমান গনি (৩৪)। সে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ থানার বচইড় (খলিলবাড়ী) এলাকার বাসিন্দা মো. ইসমাইল মিয়ার ছেলে। গত ২৭শে আগস্ট শ্রীমঙ্গলের লেমন গার্ডেন রিসোর্টের বৃষ্টিবিলাশ কটেজের ৫ নম্বর কক্ষে এই খুনের ঘটনাটি ঘটে। ২৭শে আগস্ট ৫ নম্বর কক্ষের বিছানার ওপর থেকে শরীফুল ইসলাম (৪০) নামে এক জনের মাথা থেঁতলানো লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় নিহত শরীফুলের স্ত্রী বাদী হয়ে শ্রীমঙ্গল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ঘটনার খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশব্যাপী এ নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেই প্রেক্ষিতে ঘটনার মূল আসামিদের গ্রেপ্তার করতে ঘটনার ছায়াতদন্ত শুরু ও গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ায় র‍্যাব। সে ধারাবাহিকতা শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় প্রধান আসামি ওসমান গনিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় র‍্যাব। জানা যায়, নিহত শরীফুল ইসলাম (৪০) একজন কার্টন ব্যবসায়ী।

গত ২৪শে আগস্ট রাত তিনি এ ঘটনার অন্য আসামিদের সঙ্গে বেড়ানোর জন্য ঢাকা থেকে শ্রীমঙ্গলে আসেন। ২৭শে আগস্ট কারও সাড়া না দেখে রিসোর্টকর্মীরা রিসোর্ট কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে পুলিশকে তা জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিকল্প চাবি দিয়ে ৫ নম্বর রুমে ঢুকে শরীফুলের মাথা থেঁতলানো লাশ উদ্ধার করে। তল্লাশির সময় পুলিশ ঘটনাস্থলের দক্ষিণ পাশের জঙ্গল থেকে হত্যায় ব্যবহৃত একটি কাঠের টুকরা উদ্ধার করে। গ্রেপ্তার হওয়া আসামি ওসমান গনিকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman Bangladesh Airlines British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Airways Emirates
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

বিএনপি'র রাজনীতি বিদেশি প্রভুদের কৃপানির্ভর : কাদের

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বানচাল এবং নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্টের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তিনি বলেন, 'বিএনপি'র রাজনীতি বিদেশি প্রভুদের কৃপানির্ভর। জনগণ, গণতন্ত্র এবং কল্যাণকর রাজনীতির প্রতি বিএনপি'র ন্যূনতম বিশ্বাস থাকলে এ দেশের গণতন্ত্রে কোনো সংকট সৃষ্টি হতো না। গতকাল আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার সই করা এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, তারা অতীতের ধারাবাহিকতায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান করে নির্বাচন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। একইসঙ্গে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের চলমান অভিযাত্রা ব্যাহত করতে চায়।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিগত দিনে দেশের সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীতেও সেই ধারাবাহিকতায় পবিত্র সংবিধানের বিধান অনুযায়ীই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৪ সালে বিএনপি নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে সারা দেশে আগুন সন্ত্রাসের মাধ্যমে শত শত নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। তিনি বলেন, নির্বাচন প্রতিরোধের নামে বিএনপি ৩ হাজারের বেশি মানুষ পুড়িয়েছিল, ৫ শতাধিক ভোটকেন্দ্র ও স্কুলসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এজলাসে বসা বিচারককে বোমা মেরে হত্যা ও আইনজীবীকে হত্যা করেছিল, রেললাইন উপড়ে ফেলেছিল, হাজার হাজার গাছ কেটে ও রাস্তা কেটে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির

মাধ্যমে মধ্যযুগীয় কায়দায় নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল।

কোনো রাজনৈতিক দল দেশের মানুষের ওপর এমন প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে পারে? সেই প্রশ্ন রেখে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপি'র কর্মকাণ্ডে তা বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তাদের নেতা দুর্নীতির বরপুত্র সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি তারেক রহমান লন্ডনে বসে রমরমা মনোনয়ন বাণিজ্যে মেতে উঠেছিল। ৩০০ আসনে প্রায় ৭৫০ জনকে মনোনয়ন প্রদান করেছিল। আজ তারা যখন বলে 'নির্বাচন হতে দেবো না', তখন দেশের মানুষ স্পষ্টতই বুঝতে পারে- দেশের জনগণ, গণতন্ত্র, সংবিধান ও আইন কোনো কিছুর প্রতি বিএনপি'র দায়বদ্ধতা নেই।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিএনপি একটি অবৈধ রাজনৈতিক দল। অসাংবিধানিক ও অবৈধভাবে বন্দুকের নলের মুখে ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া বিএনপি'র রাজনৈতিক ইতিহাস গণতন্ত্র বিরোধী, অসাংবিধানিক ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের ইতিহাস। ক্ষমতাকে কেন্দ্রবিন্দু করেই পরিচালিত হয়ে আসছে বিএনপি'র রাজনীতি। হ্যাঁ বা না ভোটের প্রহসন, জাতিকে কারফিউ মার্কা গণতন্ত্র উপহার, ১৫ই ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচন, সাদেক-রউফ-আজিজ মার্কা নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত, ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার সৃষ্টি এবং একুশে আগস্টের মতো গণহত্যার মধ্যদিয়ে বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করে ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার অপচেষ্টাসহ এমন কোনো অপকর্ম নেই, যা বিএনপি সংঘটিত করেনি। বিএনপি কখনো জনকল্যাণ এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভাগ্যোন্নয়নের রাজনীতি করেনি দাবি করে ওবায়দুল কাদের বলেন, সেজন্য বিএনপি'র রাজনীতি বিদেশি প্রভুদের কৃপানির্ভর। জনগণ, গণতন্ত্র এবং কল্যাণকর রাজনীতির প্রতি বিএনপি'র ন্যূনতম বিশ্বাস থাকলে এ দেশের গণতন্ত্রে কোনো সংকট সৃষ্টি হতো না। বিবৃতিতে বলা হয়, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পবিত্র সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে। কোনো অপশক্তিই এই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। অসাংবিধানিক ও বেআইনিভাবে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার যেকোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ।

MORTGAGE SERVICE
আমরা সব ধরনের মর্গেজ করে থাকি

▶ আপনি কি বেনিফিটে ?
▶ আপনার কি ইনকাম কম ?
▶ বাড়ী কিনতে পারেছেন না ?
▶ আপনি কি কাউন্সিলের বাড়ি কিনতে চান ?

কোন সমস্যা নাই
১০০% গ্যারান্টি সহকারে মর্গেজ করে থাকি

▶ First Time Buyer
▶ Council Right to Buy
▶ Auction Finance
▶ Self Employed Mortgages
▶ Help with Income Issues Mortgages

যোগাযোগ:
Reza Islam
07493 185 115
Unit - 222a, 2nd Floor, Bow Business Centre
153-159 Bow Road, London E3 2SE

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

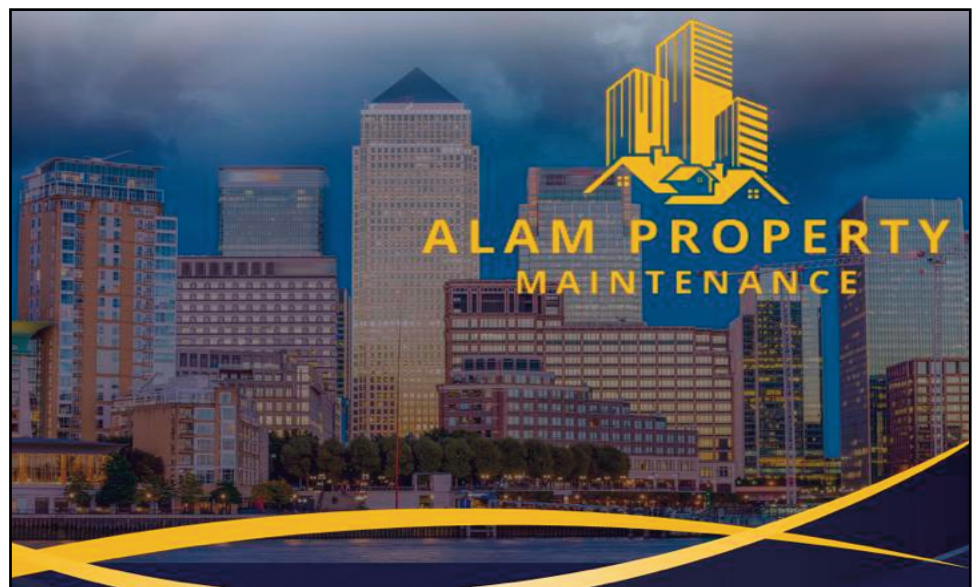

Plumbing, Heating & Gas Services
Bathroom & Kitchen Fittings
Roofing, Guttering & Locksmith
Garden Paving, Fencing & Flooring
Architectural Design & Planning
Electrical & Lighting Solutions
Loft, Extension & Carpentry
Painting & Decorating
Lock Supply & Fitting
Appliance Repairs
Leak & Blockage Repairs
Gas & Electric Certificates

Your 24/7 Home Solution

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

Elevate your home today!

alampropertymaintenance.com
07957148101

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

ডিসি-ইউএনওদের নতুন গাড়ি

নির্বাচনের আগে কেন এই উপঢৌকন

বৈদেশিক মুদ্রার মজুত যখন উদ্বেগজনক হারে কমে আসছে, বাজারে ডলার-সংকট তীব্র, তখন নির্বাচন সামনে রেখে ডিসি-ইউএনওদের জন্য নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

২১ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, ডিসি ও ইউএনওদের জন্য ২৬১টি নতুন গাড়ি কিনতে ৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি প্রস্তাবে গত ২৭ আগস্ট অনুমোদন দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। ৬৪ জেলার মধ্যে ৬১ জেলার ডিসিরা পাবেন নতুন গাড়ি। আর ইউএনওদের জন্য কেনা হচ্ছে ২০০টি গাড়ি। শর্ত শিথিল করে তাঁদের ২৭০০ সিসির (ইঞ্জিনক্ষমতা) গাড়ি দেওয়া হচ্ছে, যা গ্রেড-১ ও ২ (সচিব ও অতিরিক্ত সচিব) পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রাধিকার।

যেখানে ডলার-সংকটের কারণে চিকিৎসা সরঞ্জামসহ অনেক অতি আবশ্যকীয় পণ্য আমদানি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভর্তুকি কমাতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের দাম দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে, সেখানে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে নতুন গাড়ি কেনার কী যুক্তি থাকতে পারে?

কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সরকারি দপ্তরে সব ধরনের যানবাহন কেনা বন্ধ থাকবে বলে গত জুলাইয়ে পরিপত্র জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয়। পরিপত্রে বলা হয়েছিল, ১০ বছরের পুরোনো গাড়ি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে। গাড়ি কেনা বন্ধের কথা জানিয়ে ২০২০ সালের জুলাইয়ে এবং ২০২২ সালের জুলাইয়ে দুটি পরিপত্র জারি করেছিল অর্থ বিভাগ। এখন তারাই সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল।

যেখানে বাজেটে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গাড়ি কেনাকাটায় ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ৩৮০ কোটি টাকা খরচ করার অনুমোদন দিল অর্থ বিভাগ। তাহলে বাজেট প্রণয়নের দরকারটা কী। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচন সামনে রেখে সরকার এসব দামি গাড়ি ডিসি-ইউএনওদের উপঢৌকন হিসেবে দিতে দিল বলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন। গত মাসে প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগে পাঠানোর সময়ই আমরা আপত্তি জানিয়েছিলাম।

বাস্তবতা হলো, সরকারের নীতিনির্ধারকেরা যেটি চান না, তা যতই অত্যাবশ্যকীয় হোক, সময়মতো কার্যকর হয় না। আর তাঁরা যেটি চান, আবশ্যকীয় না হওয়া সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যসংখ্যা এবং ভারত ও পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সংখ্যা মিলিয়ে দেখলেও বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সরকারের দাবি, বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে হাঁটছে। অথচ এক বেলা বৃষ্টি হলে দেড় কোটি মানুষের ঢাকা শহরের জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। পানিনিষ্কাশনের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। একদিকে টাকার সংকটের কারণে সরকার কয়েকটি খাতে ভর্তুকির অর্থ যথাসময়ে দিতে পারছে না, জ্বালানি খাতে ভর্তুকি তুলে দেওয়া হয়েছে, সার, বিদ্যুৎ ও পানির দাম দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে, অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি কেবল স্ববিরোধী নয়, আত্মঘাতীও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান যথার্থই বলেছেন, 'এখন ডলার-সংকট চলছে। এই সময়ে গাড়ি কেনা অগ্রাধিকারে থাকা উচিত নয়।' যে কাজটি করা উচিত নয়, সেটাই সরকার করে থাকে। আর যেটি করা উচিত, সেটা করে না। সরকার যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে ডিসি-ইউএনওদের জন্য যে গাড়ি কিনছে, সেই অর্থ তো আকাশ থেকে আসবে না, মাটি থেকেও গজাবে না। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থেই এর জোগান দিতে হবে।

গবেষণা ও প্রকাশনায় বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার দায় কার?

মাহমুদ হাসান

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষকের দায়বদ্ধতা শুধু শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের পড়ানো বা খাতা নিরীক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের উন্নয়নে নিরন্তর গবেষণা ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রকাশনা নিশ্চিত করাও তাঁর মূল দায়িত্বের একটি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির নীতি মানসম্মত গবেষণা ও প্রকাশনাসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। বৈশ্বিক জ্ঞানরাজ্যে আমাদের অবস্থানকে সংখ্যাগত ও গুণগত–উভয় ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়েছি।

'স্কোপাস বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি বৃহত্তম তথ্যব্যাংক, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মূল্যায়নকৃত (পিয়ার-রিভিউড) গবেষণাপত্রের দেশভিত্তিক একটি উপাত্ত প্রকাশ করে। স্কোপাসের হিসাবে, ২০২১ সালে ভারতের গবেষকেরা প্রকাশ করেছেন ২ লাখ ২২ হাজার ৮৪৯টি গবেষণাপত্র, পাকিস্তানের গবেষকেরা ৩৫ হাজার ৬৬৩টি, আর বাংলাদেশের গবেষকেরা প্রকাশ করেছেন মাত্র ১১ হাজার ৪৭৭টি গবেষণাপত্র। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয়, 'স্টেট অব নলেজ' বা বৈশ্বিক জ্ঞানরাজ্যে সংখ্যাগত দিক থেকে আমাদের অবদান কোন পর্যায়ে আছে!

একটি জার্নাল বা সাময়িকীর র‍্যাঙ্কিং বা অবস্থান নির্ণয়ের সর্বাধিক প্রচলিত উপায় হচ্ছে ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর বা সাময়িকীটির 'প্রভাব মান' যাচাই। ওই সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণাপত্র অন্য গবেষক কর্তৃক কতবার উদ্ধৃত হয়েছে, তার মাধ্যমে প্রভাব মান যাচাই করা হয়। একটি সাময়িকীর ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর যত বেশি, সেই সাময়িকীকে তত বেশি মর্যাদাপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হয়। কারণ, এর মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি অনেক ইমপ্যাক্টফুল বলে ধরে নেওয়া হয়। যদিও বিষয়ভেদে 'ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর' ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কয়েকটি ডেটাবেজ, যেমন 'ওয়েব অব সায়েন্স', 'এবিএস', 'এবিডিসি', 'স্কিমাগো', 'স্কোপাস'–ইত্যাদি জার্নালকে তাদের ইমপ্যাক্টের ওপর ভিত্তি করে র‍্যাঙ্কিং করে থাকে (প্রতিটি ডেটাবেজের র‍্যাঙ্কিংপদ্ধতি ভিন্ন)। স্কিমাগো র‍্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে জার্নালগুলোকে চারটি ভাগ করেছে, যেমন 'কোয়াটার ১' বা 'কিউ-১', 'কিউ-২', 'কিউ-৩' এবং 'কিউ-৪'। কিউ-১এর জার্নালগুলো সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। এর পরে কিউ-২, কিউ-৩ এবং সবশেষে কিউ-৪এর অবস্থান।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালগুলোর জন্মলগ্ন থেকেই মেধাবী ছাত্ররাই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে আসছেন। অথচ প্রকাশনায় তাঁদের অবদান বেশ হতাশাজনক। মেধার কমতি নেই, আছে মেধার ব্যবহার বা প্রয়োগের কমতি। এই দুরবস্থার দায় শুধু নিয়োগনীতির অব্যবস্থাপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই, বরং পরিকল্পনাহীন মানবসম্পদনীতিতেও বড় ধরনের গলদ রয়েছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যত দিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ডেটাবেজগুলোকে বাদ দিয়ে নামসর্বস্ব 'স্বীকৃত জার্নালু'এর পেছনে ছুটবে, তত দিন পর্যন্ত মানসম্পন্ন গবেষণা বা প্রকাশনা–কোনোটাই আশা করা যায় না।

২০২০ সালে বাংলাদেশের ১০টি জার্নাল স্কিমাগোর র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ৩টি কিউ-৩তে, ৬টি কিউ-৪এ এবং ১টি কোনো কোয়াটারে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬ হাজার ২২০টি জার্নাল স্কিমাগোতে স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৪০০টি জার্নাল কিউ-১ মানের। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের ৪৬৯টি জার্নাল স্কিমাগোতে স্থান করে নিয়েছে, যার মধ্যে কিউ-১ অবস্থান পেয়েছে ১৪টি। দক্ষিণ এশিয়ার অপর দেশ পাকিস্তান থেকে স্থান পেয়েছে ৬১টি জার্নাল, যার মধ্যে কিউ-২তে ২টি, কিউ-৩তে ২০টি, কিউ-৪এ ৩৫টি এবং ৪টি জার্নাল কোনো র‍্যাঙ্কিং ছাড়া স্থান পেয়েছে। যেখানে পাকিস্তানের ৬১টি জার্নাল রয়েছে, সেখানে আমাদের অবদান মাত্র ১০টি! এ ছাড়া কিউ-১ বা কিউ-২ মানের আমাদের কোনো জার্নালই নেই।

স্কিমাগোর জার্নাল র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান পাওয়া বাংলাদেশের জার্নালগুলার মধ্যে আছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঁচটি, প্রকৌশলবিজ্ঞানের দুটি, ফার্মাকোলজির একটি, উদ্ভিদবিদ্যার একটি এবং অর্থনীতির একটি। যেসব জার্নাল স্কিমাগোর র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান পেয়ে দেশের জ্ঞানের বিকাশে অবদান রাখছে, সেগুলোর সম্পাদকীয় বোর্ড সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। আশা থাকবে যে গবেষকেরা কিউ-৩ এবং কিউ-৪এর জার্নালগুলোকে পর্যায়ক্রমে কিউ-২ এবং কিউ-১ পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। প্রকাশনার উদ্ধৃতি বাড়ানোর জন্য সুপ্রচলিত পদ্ধতির প্রয়োগ জরুরি (যেমন গবেষকদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে ধারণ করা, দেশিবিদেশি গবেষকদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং, যৌথ প্রকাশনা এবং রিভিউ পেপার প্রকাশ করা ইত্যাদি)। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ এবং প্রণোদনা দিতে পারে।

স্কিমাগোতে স্থান পাওয়া বাংলাদেশের জার্নালগুলোর বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পর্যাপ্ত গবেষণা হচ্ছে না।

প্রথমত, দেশের রপ্তানির ৮০ শতাংশ আসে পোশাকশিল্প থেকে। কিন্তু পোশাকশিল্পসম্পর্কিত বাংলাদেশি কোনো জার্নাল স্কিমাগোতে নেই। বস্ত্র, পোশাক, পোশাকবিজ্ঞানের ওপরে অন্যান্য দেশের অনেক জার্নাল স্কিমাগোতে আছে। কিন্তু এখানে আমাদের অবদান না থাকাটা পরিতাপের বিষয়।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের জিডিপির ৫৫ শতাংশ আসে সেবা খাত থেকে। কিন্তু সেবা খাতের কোনো জার্নাল স্কিমাগোতে নেই।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশর জিডিপির ১৩ শতাংশ আসে কৃষি খাত থেকে। কিন্তু 'বাংলাদেশ জার্নাল অব বোটানি' ছাড়া অন্য জার্নাল স্কিমাগোতে নেই। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে আমাদের আরও অবদান থাকা জরুরি।

চতুর্থত, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটারবিজ্ঞান, আইন ও ব্যবসায় অনুষদের প্রাধান্য থাকলেও এসব বিষয়ভিত্তিক অনুষদের অবদান স্কিমাগোতে নেই 'জার্নাল অব ইসলামিক ইকোনমিকস', 'ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স' ছাড়া।

মানসম্পন্ন গবেষণার প্রতিবন্ধকতার কারণ ও প্রতিকার

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রচলিত নিয়োগ এবং পদোন্নতির পদ্ধতি শিক্ষকদের প্রকাশনাবিমুখতার অন্যতম কারণ বলে মনে করি। সম্প্রতি ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বমানের করার উদ্দেশ্যে একটি নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা তৈরি করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগদুর্নীতির কারণে এ ধরনের নিয়োগনীতির প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন জরুরি। ইউজিসির প্রস্তাবিত নীতিমালায় তিন বছর শিক্ষকতার পর প্রভাষককে সহকারী অধ্যাপক পদে যেখানে এমফিল থাকলে দুই এবং পিএইচডি থাকলে এক বছর পর পদোন্নতির প্রস্তাবনা করা হয়েছে (সূত্র–দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ০২/১৭/২০২২)। এ ছাড়া প্রস্তাবনায় স্বীকৃত জার্নালে কমপক্ষে তিনটি প্রকাশনা থাকার কথা বলা হয়েছে। তবে নীতিমালায় পিএইচডি ছাড়াও প্রভাষক থেকে অধ্যাপক হওয়ার সুযোগ আছে।

প্রস্তাবিত এই নীতিমালার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমত, পৃথিবীর নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদেরকেই প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষকের পিএইচডি করাটা খুবই জরুরি। কারণ, এটা অভিজ্ঞতামূলক বা ইম্পিরিক্যাল প্রক্রিয়া–যেটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একটা সমস্যাকে কীভাবে সমাধানের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা শেখায়। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে তাঁকে মৌলিক গবেষণা করতে সহায়তা করে। আমাদের দেশে অন্তত প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক হওয়ার জন্য পিএইচডি থাকাটা বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক। এতে দেশে গবেষণার ক্ষেত্র ও পরিধি–দুটোই বাড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণাসংস্কৃতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দ্বিতীয়ত, সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী এবং পরে অধ্যাপক হওয়ার জন্য প্রকাশনার সংখ্যা এবং প্রথম লেখক হওয়ার শর্ত ছাড়াও স্কিমাগোর মতো ডেটাবেজ থেকে অন্তত কিউ-৩ বা কিউ৪ মানের জার্নালে ২ থেকে ৪টার মতো প্রকাশনা যোগ করা জরুরি। কিউ-১ জার্নালে প্রকাশ করার মেধা ও যোগ্যতা–দুটোই আমাদের শিক্ষকদের আছে। শিক্ষকদের বড় একটা অংশ বিদেশে গিয়ে নিয়মিতভাবে কিউ-১ জার্নালে গবেষণা প্রকাশ করছেন। প্রকাশনার জন্য বড় গবেষণা বাজেটের চেয়েও প্রয়োজন মেধা ব্যবস্থাপনার সুচিন্তিত প্রয়োগ, সময়, একাগ্রতা এবং পিএইচডির শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ।

তৃতীয়ত, উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মূলত তিন ক্যাটাগরিতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। যেমন ১. গবেষণাভিত্তিক, ২. গবেষণা ও শিক্ষকতাভিত্তিক এবং ৩. শুধু শিক্ষকতাভিত্তিক। শিক্ষকদের লেকচারসংখ্যা নির্ভর করে তাঁদের গবেষণার ওপরে। গবেষণা ও প্রকাশনা যত বেশি, শ্রেণিশিক্ষার পরিমাণ তত কম। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এই মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রতিটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে রিসার্চ ফ্যাকালটি নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন, যাঁদের কাজ হবে স্বীকৃত ও মানসম্পন্ন সাময়িকীতে প্রকাশনা নিশ্চিত করা। গবেষণা বরাদ্দের স্বচ্ছতা আছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা বরাদ্দ দেওয়া ছাড়াও অন্য বাজেটুভিত্তিক রিসার্চ মেথডোলজি প্রয়োগ করে (যেমন কেস স্টাডি, রিভিউ পেপার, এথনোগ্রাফি, নেটনোগ্রাফি, কোয়ালিটেটিভ ইন্টারভিউ এবং শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে সার্ভে ডিজাইন) সার্বিক গবেষণা বাড়ানো প্রয়োজন।

চতুর্থত, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবসম্পদ নীতিতে অধ্যাপকের প্রকাশনার বাধ্যবাধকতা না থাকায় তাঁরা গবেষণায় মনোযোগ দেন না (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)। অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানে অধ্যাপকেরা শীর্ষে অবস্থান করলেও পরিকল্পনাহীনতার কারণে তাঁরা গবেষণায় মনোযোগ দেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরকেও নির্দিষ্টসংখ্যক প্রকাশনা (যেমন প্রতি ৩ বছরে ৬টি প্রকাশনা অন্তত কিউ-৩ এবং কিউ-৪ মানের) প্রকাশ করার বিধান রাখা জরুরি। এতে উদীয়মান শিক্ষকেরাও লাভবান হবেন–যৌথ প্রযোজনায় তাঁদের অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রকাশনা করতে পারবেন, যেটা জ্ঞানের বিকাশ বা 'নলেজ ট্রান্সফার' এবং বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পঞ্চমত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো কী গুণমানের প্রকাশনাকে শিক্ষকদের পদোন্নতির মান হিসেবে মূল্যায়ন করব? উন্নত বিশ্বে ওয়েব-অব-সাই, এবিএস, স্কিমাগো, স্কোপাস, এবং এবিডিসি–ইত্যাদির মতো ডেটাবেজকে তাদের শিক্ষকদের গবেষণার তুলনামূলক নির্ণায়ক হিসেবে দেখে। স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনা থাকলেই হবে, এমন প্রতিযোগিতাহীন অসম প্রকাশনানীতি অবিবেচকের কাজ। মানহীন জার্নালের তামাশাপূর্ণ গবেষণাপত্রকে স্বীকৃত জার্নালের তকমা দিয়ে পদোন্নতির সহজ ব্যবস্থায় মানহীন জার্নালই সর্বজনীন হিসেবে উঠে আসবে। কার্যকর ও প্রভাব বিস্তারকারী মৌলিক গবেষণা এবং অকার্যরকর গুণুবিবর্জিত গবেষণাকে যখন এককাতারে ফেলা হবে, তখন উদীয়মান তরুণ গবেষক মৌলিক গবেষণার প্রতি আগ্রহ হারাবেন অথবা বিদেশে যেখানে তাঁর গবেষণার প্রকৃত মূল্যায়ন হয়, সেখানে পালানোর পথ খুঁজবেন।

ষষ্ঠত, পিএইচডিতে প্লেজিয়ারিজম (চৌর্যবৃত্তি) এর অসদ্ব্যবহার থেকে মুক্তির জন্য রেফারেন্সের সঠিক প্রয়োগ, সুপারভাইজর, কমিটির সঙ্গে নিয়মিত মিটিং এবং প্লেজিয়ারিজম সফটওয়্যারের বাধ্যবাধকতা অত্যাবশ্যক।

সপ্তম, বাংলাদেশে শিক্ষকেরা প্রকাশনা করে কোনো অর্থনৈতিক পুরস্কার বা সম্মানী পান না (যদিও সৌদি আরবসহ কিছু দেশে প্রকাশনার কারণে সম্মানী দেওয়ার রেওয়াজ আছে)। সম্মানীতে গবেষক উৎসাহিত হন। ম্যানেজমেন্ট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে গবেষকসমাজ তার কাজকে মূল্যায়ন করে। সম্মানী তিন ধাপে হতে পারে; প্রথমটা প্রকাশনার পর আসে, দ্বিতীয়টা আসে উদ্ধৃতির মাধ্যমে, কিন্তু তৃতীয়টা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারকদের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পদোন্নতির নীতিতে মানসম্পন্ন প্রকাশনার প্রকৃত মূল্যায়নকে প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরি। ইউজিসি মানসম্পন্ন প্রকাশনার জন্য পয়েন্টভিত্তিক র‍্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে সম্মানী এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দিয়ে গবেষকদের কাজের স্বীকৃতি দিতে পারে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালগুলোর জন্মলগ্ন থেকেই মেধাবী ছাত্ররাই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে আসছেন। অথচ প্রকাশনায় তাঁদের অবদান বেশ হতাশাজনক। মেধার কমতি নেই, আছে মেধার ব্যবহার বা প্রয়োগের কমতি। এই দুরবস্থার দায় শুধু নিয়োগনীতির অব্যবস্থাপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই, বরং পরিকল্পনাহীন মানবসম্পদনীতিতেও বড় ধরনের গলদ রয়েছে।

সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা প্রাক্তণ ছাত্র পরিষদের বিজিএম অনুষ্ঠিত

সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা প্রাক্তণ ছাত্র পরিষদ যুক্তরাজ্যের দ্বিবার্ষিক সাধারণ অধিবেশন গত ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে পরিষদের সভাপতি মাওলানা আবদুল কাদির সালেহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হেলাল উদ্দিন আহমদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ। বিশেষ

অতিথি ছিলেন অন্যতম উপদেষ্টা মাওলানা এ কে মওদুদ হাসান। সভায় গত বছরের সাংগঠনিক কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হেলাল উদ্দিন আহমদ ও অর্থ বিভাগের রিপোর্ট পেশ করেন অর্থ সম্পাদক মাওলানা এ কে এম তাজুল ইসলাম। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে পরিষদের সভাপতি মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনি শত বর্ষের অধিক ঐতিহ্যবাহী সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং বৃটিশদের দ্বারা দ্বীনি শিক্ষা বন্ধ ও আইনী গ্যাড়াকলে ঈমান আকীদা বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় ইসলামী ও আধুনিক কারিকুলাম সমন্বয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার যাত্রা শুরুকে তদানিন্তন প্রেক্ষাপটে এক দূরদর্শী ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথি হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ ছাত্র পরিষদের কাজকে আরো গতিশীল এবং বেগবান করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, এই সংগঠন হতে পারে ইসলামী ঐক্যের এক অনুকরণীয় প্লাটফর্ম। আলীয়া মাদ্রাসায় বিশেষ কোন মসলক চর্চা হয়না বরং সকল মতের শিক্ষার্থীই এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্ররা মাদ্রাসার নিসবতে মূলত একই পরিবারভুক্ত এবং এক অনন্য ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি এ প্রসঙ্গে মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র মাওলানা মোকাররম আলী, মরহুম মুফতি আলা উদ্দিন ও মুফতি মাওলানা মুজাহিদ উদ্দিন দুবাগী (রহঃ) এর কথা স্মরণ করেন।

বিশেষ অতিথি মাওলানা একে মওদুদ হাসান ঐতিহ্যবাহী সিলেট আলীয়া মাদ্রাসার দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে ছাত্র পরিষদের ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ রাখেন। সভায় পরিষদের মেম্বারশীপ সংক্রান্ত সংবিধানের এক নীতিগত সংশোধনী গ্রহণ ও আগামি বৎসরের মৌলিক পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি মাওলানা রফিক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন ও সদস্য মাওলানা ফজলুর রহমান প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে ৬০টি কমিউনিটি সংগঠনকে নিয়ে ক্রস নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ ইউকের উদ্যোগে বিলাতের ৬০টি কমিউনিটি সংগঠনের সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক ক্রস নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৭ টায় লন্ডন রয়েল রিজেন্সি হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি জাহাঙ্গীর খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আহবাব হোসেনের ও সহ সাধারণ সম্পাদক জেইন মিয়ার সঞ্চালনায় সভার শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ সরকার ৩০ ডিসেম্বরকে ন্যাশনাল এনআরবি ডে ঘোষণা দিয়েছে, এটা ছিল প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি। তাই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৩০শে ডিসেম্বর এরআরবি ডে বিলাতের মাটিতে একসাথে পালন করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

নেতারা বলেন, এরআরবি ডে হল প্রবাসীদের জন্য এক গৌরবময় দিবস এই দিবসটি যেন সারা বিশ্বের প্রবাসীরা যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ ইউকের সাবেক চেয়ারম্যান আশিকুর রহমান, সংগঠনের চীফ এডভাইজার সাগীর বক্স ফারুক, বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু,বিবিসিসিআই এর সাবেক প্রেসিডেন্ট বসির আহমদ, জিএসসির চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, এডভাইজার সামি

সানাউল্লাহ, এডভাইজার অজিত ঘোষ,এডভাইজার মুহিবুর রহমান, সামি সানা উল্লাহ, চিটাগাং সমিতির চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দিন , কাউন্সিল ফারুক চৌধুরী, লুটিলিরা সংগঠনের নেছার আহমদ,নোয়াখালি সমিতির চেয়ারম্যান আবু জাফর, কুমিল্লা সমিতির কাদের মজুমদার, সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন আনসার, ট্রেজার আব্দুল হালিম চৌধুরী, সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান মানিকুর রহমান গনি, পারভেজ কোরেশী,আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাহ মুনিম, প্রেস এন্ড প্রকাশনা সম্পাদক মোস্তাক বাবুল, শাখাওয়াত মাহবুব টিপু, ভাইস চেয়ারম্যান কাজী আরিফ, নিলমান সিং, জয়নাল খান, নোমান মালিক, হাবিবুর রহমান, সুমনা সুমি, ডাক্তার সৈয়দ মাসুক আহমদ, কুতুব হাজারী, জাহাঙ্গীর ফিরুজ,ফয়সল আলম, কাউন্সিলার দিনা হুসাইন, ইনজিনিয়ার হাবিবুর রহমান, নাজির আলী, মন কোরেশী, হাফসা ইসলাম, সামিনা মিতা, হালিদা তাহমিনা, মজির উদ্দিন, আব্দুল আলীম, মোস্তাক আহমদ, মোহাম্মদ হোসাইন, মোহাম্মদ উসমানসহ কমিনিটির নেতৃবৃন্দ। সভা শেষে সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল বারি সভার সমাপনি বক্তব্য রাখেন এবং সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

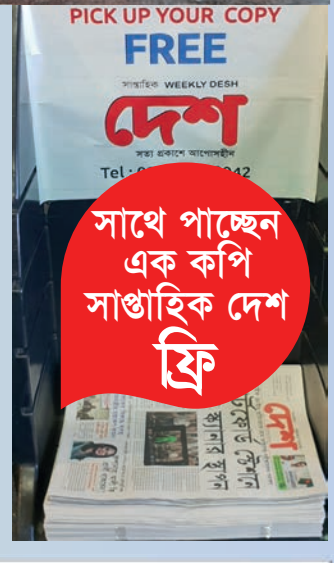

17 ZAMAN BROTHERS 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগ

ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইল এর ১২৫ বছর পূর্তি উদযাপন

ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে ঐতিহ্য ও গৌরবের ১২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়েছে। গত ১ অক্টোবর রবিবার লন্ডনের ইমপ্রেশন ভেন্যুতে প্রথম বারের মতো এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি তছউর আলীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুর ও মহিলা সম্পাদিকা নাজিয়া আক্তার রেবিন এর যৌথ সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন এতোয়ার হোসেন মুজিব। প্রথমে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তছউর আলী। পরে সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলাম নুরু কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করেন এবং সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেন। পাশাপাশি নিজের কিছু স্মৃতি জাগানিয়া কথা রোমন্থন করেন। অনুষ্ঠানে অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন শামীম আহমেদ এবং পুনর্মিলনী সম্পর্কে ডাক্তার মাসুক উদ্দিন বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

দুই পর্বে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা সভা। দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, একটি জাতিকে বিচার করা হয় শিক্ষা দিয়ে। যে জাতি শিক্ষায় যত এগিয়ে, সভ্যতা বিনির্মানে তাঁরা ততবেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ। ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইলের শিক্ষার্থীরা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলছে। এটাই আমাদের জন্য ঐতিহ্য ও গৌরবের ধারক ও বাহক। আমাদের শিক্ষার্থীরা সমাজ ও দেশের বিভিন্ন জনকল্যাণমুলককাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

বক্তারা আরো বলেন, বিদেশের মাটিতে আমাদের একখণ্ড ঢাকা দক্ষিণ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকের নাম উজ্জ্বল করেছে। জ্ঞানই শক্তি জ্ঞানই আলো। শিক্ষাই গতি, শিক্ষাই করবে দূর জগতের সকল কালো অধ্যায়। শিক্ষাই পারে তথ্য প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীবন ধারাকে উন্নত থেকে উন্নততর করতে। এ ঢাকা দক্ষিণ পরগনার মধ্যে প্রথম শিক্ষার জন্য, শিক্ষিত জাতি গঠনের জন্য, এলাকার শিক্ষানুরাগী ও জ্ঞান পিপাসুরা ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন দত্তরাইল মিডল ইংলিশ স্কুল। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে রায়বাহাদুর প্রকাশ চন্দ্র দেব চৌধুরী, বাহা উদ্দিন চৌধুরী ও কালী কৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী অন্যতম। প্রথম দিন থেকে আজ অবধি ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ও গৌরবের ধারক ও বাহক হয়ে নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ হ্যাম কাউন্সিলের কাউন্সিলার মেয়র রহিমা রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাথনাল গ্রীন এন্ড বো আসনের সাংসদ রুশনারা আলী এমপি, টাওয়ার হ্যামলেটস স্পীকার জাহেদ চৌধুরী, এনফিলড কাউন্সিলের কাউন্সিলার ডেপুটি মেয়র আমিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকে সহ সভাপতি আব্দুল কাদির, আজন উদ্দিন, দেওয়ান নজরুল ইসলাম, কমিউনিটি একটিভিস্ট নুরুল ইসলাম, ব্যারিষ্টার আতাউর রহমান, মুজিবুল হক মনি, সৈয়দ এনামুল হক, আইন বিষয়ক সম্পাদক সলিসিটর কাওসার হোসেন কোরেশি, ব্যারিষ্টার তাজ উদ্দিন শাহ, আমিনুল হক জিলু।

অনুষ্ঠানে 'স্মৃতির আঙিনা' নামক ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট ব্যাংকার ও চার্টার একাউন্ট ঢাকা দক্ষিণ বহু মুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী আব্দুর রাকিব। বক্তব্য রাখেন উপকমিটির আহবায়ক ময়নুল ইসলাম ও সহ সম্পাদক মাহবুব হোসেন, অর্থ উপকমিটির আহবায়ক ফরিদ আহমদ, অভ্যর্থনা উপকমিটির আহবায়ক সেলিম উদ্দিন চাকলাদার ও রহিম উদ্দিন মুক্তা।

অনুষ্ঠানে হাওয়া টিভি ও ডানটন গ্রীল ও স্পাইস এর পক্ষ থেকে যৌথভাবে ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়। ক্রেস্ট গ্রহণ করেন- ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে আব্দুর রাকিব, ডাক্তার মাসুক উদ্দিন, সলিসিটর কাওসার হোসেন কোরেশি, ব্যারিষ্টার তাজ উদ্দিন শাহ, নতুন প্রজন্মের অহংকার ইংল্যান্ডে বেড়ে উঠা কৃতি সন্তান সলিসিটর অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি তছউর আলীর ছেলে শাহীন সামাদ, সিনিয়র সহসভাপতি শামীম আহমেদ এর ছেলে নওশাদ আহমেদ, সাহাব উদ্দিন সাহেবের ছেলে আব্দুস সামাদ, তাহের হামজা, মতিন হোসেন , ডাক্তার ইশরাত হোসেন, শাহীন সামাদ এর পক্ষে ক্রেষ্ট গ্রহণ করেন তার পিতা তছউর আলী, তাহের হামজা'র পক্ষে তার পিতা শফিক হামজা, মতিন হোসেনের পক্ষে তার বড় ভাই আতিকুর রহমান, ডাক্তার ইশরাত হোসেনের পক্ষে তার পিতা আবিদ হোসেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মারুফ আহমেদ। এসময় হাওয়া টিভি ও ডানটন গ্রীল ও স্পাইস এর পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে নাজিয়া আক্তার রেবিনের নেতৃত্বে ঢাকা দক্ষিণ বহু মুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা মিলে একটি জারী গান পরিবেশন করেন। বৃটিশ বাংলাদেশী নাগরিক ক্ষুদে শিল্পী আদিয়ান একটি বাংলা গান পরিবেশন করে। তারপর পরিবেশিত হয় নৃত্য। গান পরিবেশন করেন শতাব্দী রায়, রানা খান, শংকরী ও বীথি। মধ্যরাত পর্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে চলে গানের আড্ডা।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষকরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিশেষ করে ম্যানচেষ্টার, বার্মিংহাম, লুটন, বনমাউথ, কেন্ট, সারি শহর থেকে শত শত প্রাক্তন শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পন্ন করেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অনেক সাংবাদিক, সাহিত্যিক, লেখক, রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহ্য ও গৌরবের ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আয়োজকরা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আমানা এন্ড আরিসা প্রপার্টিজ বিডি

হোয়াটসঅ্যাপ : 01711904180
রানা : +447783957848

সিলেট নগরী ও আশেপাশের এলাকায় (Sylhet City and Surrounding Areas)

1. জমি ও বাসা ক্রয় এবং বিক্রয় (Buying and Selling of Land and Houses)
2. চুক্তিভিত্তিক বাসা ভাড়া (Contractual House Rent)

Community Development Initiative
Advancing to the next level

আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.

We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

দারুল ইফতাহ ফতোয়া বোর্ড ইউকে
কমিউনিটির সেবায় ২৬ বছর

আমাদের সেবা সমুহ
- তালাক, খোলা ও বিবাহ বিচ্ছেদ সার্টিফিকেট
- মুসলিম ম্যারেজ ব্যুরো
- মুসলিম ম্যারেজ সার্টিফিকেট
- শাহাদাহ গ্রহণের সার্টিফিকেট
- সকল প্রকার এটাস্টেশন সার্ভিস

যোগাযোগ :
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
(ইমাম, মুসলিম মিনস্টার অব রিলিজিয়ন ও চ্যাপলেন)
Mob: 07951 225 409
(Appointment only: 6pm-9pm)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাজ্য সফরের প্রতিবাদে বিএনপির বিক্ষোভ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাজ্য সফরের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্য বিএনপি বিক্ষোভ করেছে। এতে লন্ডন মহানগর বিএনপির নেতাকর্মীরা অংশ নেন। গত ২ অক্টোবর সোমবার হাইড পার্ক কর্নারে সমবেত হয়ে লন্ডনের রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল সহকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনে লন্ডন ক্লারিজের হোটেল সামনে এই বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

এছাড়া গত ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার পার্লামেন্ট স্কয়ার থেকে মিছিল সহকার তাজ হোটেল সামনে বিক্ষোভ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদের নেতৃত্বে 'যেখানে হাসিনা সেখানে প্রতিরোধ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বিক্ষোভে স্টেপ ডাউন শেখ হাসিনা' ডিক্টেটর শেখ হাসিনা' সহ নানান শ্লোগান মুখরিত ছিল লন্ডনের রাজপথ। নেতাকর্মীদের হাতে ছিল গুম ও খুন হওয়া নেতাকর্মীদের ছবি, বাংলাদেশে নির্যাতিত ছবি এবং ফ্রি খালেদা জিয়া সম্বলিত প্লেকার্ড।

বিক্ষোভে লন্ডন মহানগর বিএনপি লন্ডনের আলতাব আলি পার্কে সমবেত হয়ে সংক্ষিপ্ত সভা শেষে মিছিল সহকারে বিক্ষোভে যোগদান করেন। লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম ,সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী ,শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, আব্দুস সালাম আজাদ, আব্দুর রব, তপু শেখ, মোঃ আকলুছ মিয়া, এডভোকেট নুরউদ্দিন আহমদ, এমদাদ হোসেন খান, আব্দুল গফফার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমেদ , রোমান আহমেদ চৌধুরী, মাহবুব হাসান সাকিব, সহ-সাধারণ সম্পাদক তুহিন মোল্লা, সোহেল আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল হোসেন মৃধা, কোষাধ্যক্ষ ইফতেকার আহমদ রোভেল, দফতর সম্পাদক নজরুল ইসলাম মাসুক, প্রচার সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান মইনুল হক উজ্জ্বল, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান, সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শাহনেওয়াজ, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রবিউল আলম, সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক জমির আলী, সহ-গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মামুন রশিদ , প্রশিক্ষন বিষয়ক সম্পাদক মতিউর রহমান ফখরুল, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মহসিন আহমেদ , সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইমরান হোসেন, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আসমা জামান, ফজলে রহমান পিনাক, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিন, সহ-প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক জামাল উদ্দিন, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক শামসুল ইসলাম, বিএনপি নেতা শফিকুল ইসলাম তুহিন, মবিন ভুইয়া কাজল, আছাব আলী, আবু ইউসুফ তালুকদার, শেখ খালেদ আহমদ মিনহাজ, মোঃ শমসের আকবীর পলাশ, আরিফুল ইসলাম উজ্জল, সেলিম আহমদ, মোঃ নুরুল ইসলাম তোতা মাস্টার, রানা আহমেদ সোহেল, আব্দুল হক শাওন, আমির হোসেন, মুজিবুর রহমান মুজিব, বাচ্চু মিয়া, গোলজার আহমদ, সামসুল হক, পটল মিয়া, হোসেন আহমদ, মোঃ আশরাফুল আলম, মোঃ তারেক উদ্দিন, মোঃ শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রাজপরিবারের ওয়েবসাইটে রুশ হ্যাকারদের হামলা

সাইবার হামলার শিকার হয়েছে ব্রিটিশ রাজপরিবারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট। যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, এই হামলার পেছনে রুশ হ্যাকাররা জড়িত। হামলার কারণে গত ১ অক্টোবর রোববার সকালের দিকে ঘণ্টা দেড়েক রাজপরিবারের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যায়নি। পরে সেটি পুনরুদ্ধার করা হয়।

স্কাই নিউজের উপস্থাপক ক্যারোলিন দি রুসো বলেন, 'আমরা মাত্রই জানতে পেরেছি, রুশ হ্যাকাররা ব্রিটিশ রাজপরিবারের ওয়েবসাইটের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই বিষয়ে দায় স্বীকার করা হয়েছে। তাই আপনি যদি এখন ওই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে চান, তাহলে তা করতে পারবেন না।'

টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে রুশ হ্যাকার গ্রুপ 'কিলনেট' গতকালের এই সাইবার হামলার দায় স্বীকার করেছে। তবে এই হামলা রাজপরিবারের ওয়েবসাইটের বড় কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। ঘণ্টা দেড়েক পর সেটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

ইউক্রেন ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যদেশগুলোর বিভিন্ন ওয়েবসাইটে হামলার জন্য পরিচিত কিলনেট। বিশেষ করে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে রুশ হামলা শুরুর পর রাশিয়ার এই সাইবার গ্রুপ আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইটে হ্যাকিংয়ের দাবি করেছিল কিলনেট।

এ ছাড়া গত বছরের নভেম্বরে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে হ্যাকিংয়ের পেছনেও কিলনেট জড়িত ছিল। ইউক্রেনে রুশ হামলাকে 'রাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' হিসেবে ব্রিটিশ আইনপ্রণেতারা উল্লেখ করায় ওই হামলা চালানো হয়েছিল।

রুশ সাইবার গ্রুপ কিলনেট জানিয়েছে, 'ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে যেসব দেশ রাশিয়ার বিরোধিতা করছে, সেসব দেশকে লক্ষ্য করে সাইবার আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হবে।' সূত্র : প্রথম আলো

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

টিপু-মাসুক-মিকাইল প্যানেল পরিচিতি সভায় ঐক্যের সুর

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের নির্বাচনে টিপু-মাসুক-মিকাইল প্যানেলের পরিচিতি সভায় সদস্যরা বলেছেন, গত ১১ বছরে সংগঠন যেভাবে এগিয়ে গেছে ব্রিটেনে উপজেলাভিত্তিক আর কোন সংগঠনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। গোলাপগঞ্জবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত আছে বলেই সম্ভব হয়েছে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় পূর্ব লন্ডনের মাইদ্যা গ্রিল রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা আরো বলেছেন, চ্যারেটি সংগঠনে যারা নোংরা রাজনীতি নিয়ে আসছেন সদস্যরা ভোটের মাধ্যমে এটার জবাব দেবে।

টিপু-মাসুক-মিকাইল প্যানেল পরিচালনা কমিটির সভাপতি শাহজাহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম পরিচালনায় কোরআনুল করিম থেকে তেলাওয়াতের পর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সাদিকুর রহমান।

পরে বক্তারা টিপু-মাসুক-মিকাইল প্যানেলের পক্ষে সমর্থন দিয়ে সংগঠনের কার্যক্রম অব্যহত রাখার জন্য সকলের কিছে ভোট প্রার্থনা করেন। প্যানেল পরিচিতি পর্ব পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সফল সভাপতি ফেরদৌস আলম। তিনি প্যানেলের সকল প্রার্থীদের পরিচিতি তুলে ধরে সকল সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেন।

বক্তারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে গোলাপগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে যারা নোংরা এবং অকথ্য ভাষায় গালি দেয় তাদেরকে সদস্যরা কখনো হেলপিং হ্যান্ডসের দায়িত্ব প্রদান করবেন না। ইনশাআল্লাহ আগামী নির্বাচন তারা উপযুক্ত জবাব পাবে।

শহর থেকে সংগঠনের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, খসভাপতি প্রার্থী এমদাদ হোসেন টিপু তার বক্তব্যে বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে ঐক্যবদ্ধ

ভাবে সবাইকে নিয়ে হেলপিং হ্যান্ডসকে এগিয়ে নিয়ে যাব। গোলাপগঞ্জের সকল গুণীজনদের নিয়ে আলোচনা করেই আমরা কার্যক্রম পরিচালনা করব। অতীতেও গোলাপগঞ্জের মুখ উজ্জ্বল করেছি এবং ভবিষ্যতেও গোলাপগঞ্জিদের মুখ উজ্জ্বল রাখব।

সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমদ বলেন, গোলাপগঞ্জের আর্থসামাজিক উন্নয়নের হেলপিং হ্যান্ডস আরো সক্রিয় ভাবে কাজ করার পাশাপাশি চ্যারেটি রেজিস্ট্রার করার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাব।

সভায় বক্তব্য রাখেন, হেলপিং হ্যান্ডসের বর্তমান সভাপতি আলহাজ্ব আবুল কালাম, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান লেখক-সাংবাদিক আনোয়ার শাহজাহান, হেলপিং হ্যান্ডসের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর আহমদ শাহনাজ, হেলপিং হ্যান্ডসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রুহুল আমীন রুহেল, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের সাবেক সভাপতি হাজী বেলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক লিটন ও সাব্বির আহমদ সাহেদ, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র ইউকে'র সাবেক সভাপতি সিফত আলী আহাদ এবং মকলু মিয়া, গোলাপগঞ্জ সোশ্যাল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোহাম্মদ লোকমান উদ্দিন, গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টে'র সাবেক কোষাধ্যক্ষ শিব্বির আহমদ, গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্টের সভাপতি সলিসিটর কাওসার হোসেন কোরেশী, উপদেষ্টা আখতার হোসেন, রোমান আহমদ চৌধুরী প্রমুখ।

প্রতিটি ইউনিয়ন, পৌরসভার মুরুব্বিয়ান এবং সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গঠিত টিপু-মাসুক-মিকাইল প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী হোসেন টিপু , সহ-সভাপতি প্রার্থী লক্ষীপাশা ইউনিয়ন থেকে আফসারুল ইসলাম, বুধবারিবাজার ইউনিয়ন থেকে ইকবাল হোসেন, গোলাপগঞ্জ ইউনিয়ন থেকে মাহবুব হোসেন চৌধুরী এবং বাদেপাশা ইউনিয়ন থেকে দিলওয়ার হোসেন।

সাধারন সম্পাদক প্রার্থী গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুক ম আহমদ, যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম সামুন, কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী সাবেক ব্যাংকার মিকাইল আহমদ চৌধুরী এবং সহ-কোষাধক্ষ প্রার্থী আলি আসলাম।

সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থী মইনুল হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলী হোসেন, সদস্য সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, ফান্ডরাইজিং সম্পাদক কিবরিয়া ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক মুহিবুল হক, শিক্ষা সম্পাদক সাংবাদিক সৈয়দ নাদির আহমদ এবং কালচারাল সেক্রেটারি কামরুজ্জামান চৌধুরী।

থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও হুসাইন আলি তাজ, ফুলবাড়ী ইউনিয়ন থেকে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর আহমদ শাহনাজ ও জাহাঙ্গীর হোসেন, পৌরসভা থেকে সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ শাহেদ এবং জি এম অপু শাহরিয়ার, বাঘা থেকে প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী সদস্য বাবুল ইসলাম, শরিফগঞ্জ থেকে সাবেক সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান, ঢাকাদক্ষিণ থেকে ইতোয়ার হোসাইন মুজিব, ভাদেশ্বর ইউনিয়ন থেকে আমির হোসেন, বাদেপাশা ইউনিয়ন থেকে সোহেল আহমদ।

প্যানেল পরিচিতি সভায় বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও সংগঠকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল হাকিম চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মামুনুর রশীদ খান টেনু, জহির হোসেন গৌছ, মাহমুদুর রহমান শানুর, আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, জিয়াউল ইসলাম শামীম, মাহমুদ মিয়া মানিক, তারেক রহমান ছানু, মোহাম্মদ জাকারিয়া, রায়হান উদ্দিন, মোহাম্মদ কাওছার আহমদ, রেজাউল ইসলাম বিল্লাহ, সোহেল আহমদ চৌধুরী, সলিসিটর শাহজাহান সিরাজ, আব্দুস সামাদ, লোকমান আলী, মোহাম্মদ শামীম আহমদ, বজলুর রহমান, মোহাম্মদ আজিজুস সামাদ, দেওয়ান নজরুল ইসলাম, আবুল মহসিন চৌধুরী, আব্দুল মুন্না, লুৎফুর রহমান চৌধুরী, শায়েক আহমদ সওদাগর, সালেহ আহমদ, মোহাম্মদ সাজন, বদরুল আলম বাবুল, আলকাস মিয়া, জনাব আলী, নিজাম উদ্দিন, মাহমুদুল হাসান কাহের, ফয়েজ আহমেদ দুলাল, আশফাক আহমদ মাসুদ, আমিরুল মুহমিনিন আলমগীর, মুহিবুর রহমান ময়বুল, রফিক উদ্দিন, আবিদ আহমদ তানু, আশফাক আহমদ মাসুদ প্রমুখ। সংবাদ প্যানেল পরিচিতি সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ফুলবাড়ী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদ নির্বাহী সদস্য প্রার্থী পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়ন

বিজ্ঞপ্তি

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!
Paying too much?
এক্সাম্পল, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের নো ক্লেম বোনাস প্লাস ক্লিন লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ৩০-৪০ পাউন্ড খরচ করছেন।
আপনার পেমেন্ট প্লাস পেপার ওয়ার্ক প্লাস সার্টিফিকেট যোগাযোগ সরাসরি মেইন ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সাথে, ব্রোকার এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান ইন্সুরেন্স পেমেন্ট এমাউন্ট থেকে আপটু ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে ডিরেক্ট ডেবিটের মাধ্যমে কম খরচে ইন্সুরেন্স করিয়ে দিয়ে থাকি।
(We do not help CAB/TRADE INSURANCE)
Serving for last 10 years
TO GET A QUOTE Please call (Mon-Sat 9-8 pm)
Mr. Ali on 07950 417 360 /020 8123 0430 Fax: 020 7806 0776
Email:e3cheapcarinsurancebroker1@hotmail.co.uk
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
http://sites.google.com/e3cheapcarinsurancebroker

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com
Tareq Chowdhury
Principal

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER (LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার শিক্ষা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক শিক্ষা সভা গত ১ অক্টোবর রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব লন্ডনের একটি হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন। সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাছুম আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সভায় দারসে ক্বোরআন পেশ করেন শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আল আমিন।

বিষয় ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতি

ছালেহ আহমদ। সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেব বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতির আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া,সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মন্জুরুল হক। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন,মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, প্রচার সম্পাদক হাফিজ আহবাবুর রহমান,মাওলানা মুছা আহমদ চৌধুরী,হাফিজ শরিফ আহমদ, আলহাজ্ব শাহজাহান সিরাজ, মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম,প্রমূখ। শিক্ষা সভায় দারসে ক্বোরআন, বিষয় ভিত্তিক আলোচনা,সাংগঠনিক বই পাঠ ও বিতরণ,প্রশ্ন উত্তর, হেদায়েতী বক্তব্য, সভাপতির সমাপনী বক্তব্য, দু'আ ও মোনাজাত কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল।

শিক্ষা সভার সমাপনী অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন, সংগঠনের মহাসচিব শায়খুল হাদীস মাওলানা মামুনুল হকসহ আলেমদের মুক্তি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে আগামী ৭ অক্টোবর রাজধানী ঢাকার বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশ সফল করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউকে জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশন সফলের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আগামী ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের কাউন্সিল অধিবেশন সফলের লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস জমিয়তের উদ্যোগে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ অক্টোবর সোমবার বিকেলে টাওয়ার হ্যামলেটস জমিয়তের অর্থ সম্পাদক সাদিক মিয়ার লন্ডনস্থ বাসায় এই প্রস্তুতি মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন ইউকে জমিয়ত টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা ইলিয়াস। সভা পরিচালনা করেন জমিয়ত টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সেক্রেটারী মাওলানা নাজমুল হাসান।

সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কাউন্সিল অধিবেশন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মুফতি আবদুল মুনতাকিম, সবেমাত্র বাংলাদেশ থেকে আগত জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও জমিয়ত নেতা মাওলানা শিব্বির আহমদ, ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, কোষাধ্যক্ষ হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, জমিয়তের তাফসীরুল কুরআন বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুশতাক আহমদ, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সেক্রেটারী হ্যাকনী জমিয়তের সেক্রেটারি হাফিজ রাশিদ আহমাদ, টাওয়ার হামলেট্স শাখা জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা তারেক,ট্রেজারার সাদিকুল হক,লন্ডন মহানগর জমিয়তের প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল হাই, হ্যাকনী জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় বক্তারা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের আগামী কাউন্সিল অধিবেশনের অপরিসীম গুরুত্ব তুলে ধরে কাউন্সিল অধিবেশনকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

মুফতি আবদুল মুনতাকিম তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইউকে জমিয়তের বিগত কাউন্সিল অধিবেশনে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব শায়খুল হাদীস আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী, মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা জুবায়ের আহমদ আনসারী, বড়হুজুর খ্যাত হযরত মাওলানা তহুর উদ্দীন (রাহঃ) সহ দেশ-বিদেশের বহু সংখ্যক বুজুর্গ উলামায়ে কেরাম সমুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই আজ

দুনিয়াতে নেই। তাঁরা আমাদের মতো অনুজদের কাঁধে যে মহান দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছেন, এ দায়িত্বের আমানত সঠিকভাবে পালন করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেয়া আমাদের উপর বিরাট বড় একটা দায়িত্ব। উম্মাহর বর্তমান ক্রান্তিকালে এ দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আমাদের জন্য জরুরী হলো, আগামী প্রজন্মকে দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। দেশ-দুনিয়ার রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এ লক্ষ্য সাধনে জমিয়তের আগামী কাউন্সিল অধিবেশন যেন মাইলফলক হিসেবে কাজ করে, এ প্রত্যাশা আমাদের।

সভায় বাংলাদেশ থেকে সবেমাত্র আগত মাওলানা শিব্বির আহমদ বিশ্বনাথী বলেন, ইউকে জমিয়তের বাস্তবধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রম আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে থাকে। আগামী ১৫ অক্টোবর রবিবার লন্ডনের ফোর্ডস্কয়ার মসজিদের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিতব্য কাউন্সিল অধিবেশনে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কার্যক্রমকে ইউকের জমীনে আরো গতিশীল করবেন, সকলের কাছে আমার এই কামনা।

ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, আগামী কাউন্সিল অধিবেশকে সফল করে তোলা আমাদের জন্য সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। আমাদের সকল কে দাওয়াতী কাজে মনোযোগ দিতে হবে। সভায় মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ আর্থিক সহযোগিতা, বহিরাগত মেহমানদের আদর আপ্যায়ন এবং কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে সকলের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে বিশেষ আলোচনা উপস্থাপন করেন। পরিশেষে সভার সভাপতি মাওলানা হাফিজ ইলিয়াসের মোনাজাতের মাধ্যমে প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘটে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নির্বাচন কমিশনের ওপর অনাস্থা

গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা সভাপতি প্রার্থী শাহীনের

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত গোলাপগঞ্জবাসীকে নিয়ে গঠিত গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের নির্বাচনে সভাপতি (স্বতন্ত্র) পদপ্রার্থী শাহীন আহমদ নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রতীক না দেওয়াসহ লিখিত অভিযোগে বেশ কিছু দাবী তুলে ধরে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার ঘোষনা দেন। এসময় তার সাথে ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সাবেক উপদেষ্টা সিরাজুল ইসলাম ও গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের অন্যতম সদস্য আব্দুর রহমান খান সুজা।

গত ১ অক্টোবর রবিবার দুপুরে ইস্ট লন্ডন হোয়াইচ্যাপলের একটি রেস্টুরেন্টে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সভাপতি প্রার্থী শাহীন আহমদ বলেন, আমি আসন্ন গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের নির্বাচনে সভাপতি (স্বতন্ত্র) প্রার্থী হয়েছিলাম। নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে গত ১৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী তিনটি পানেলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ব্যালট পেপার নিয়ে আলোচনার শুরুতেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, নির্বাচনে আমার জন্য কোনও প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে না, কারণ আমার পূর্ণ প্যানেল নেই। আমি অতীতের নির্বাচনের উদাহরণ তুলে তাদের প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করি। সেই সময় দেলওয়ার-হাফিজ-একলিম প্যানেলের প্রতিনিধিরাও আমাকে সমর্থন করে একটি প্রতীক বরাদ্দের অনুরোধ করেন।

তিনি আরও বলেন, প্রতীক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বই এবং দোয়াত কলম প্রতীকের মাঝখানে

আমার মার্কা (ফুটবল) থাকবে। তবে, ভোট প্রদানের জন্য দোয়াত কলম বা বই মার্কার মত আমার মার্কার পাশে প্যানেল ভোটের জন্য কোনো বক্স থাকবে না। কারণ হিসাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন, উনাদের প্যানেল আছে কিন্তু আমার পূর্ণ প্যানেল নেই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাহেবের সম্মানের কথা ভেবে বেশী তর্কে না গিয়ে আমি শুধু অন্যান্য প্যানেলের মত আমাকেও বক্স সহ মার্কাটি দেওয়ার অনুরোধ করি। সভা চলাকালীন সময় নির্বাচন কমিশনার মুসলেহ উদ্দিন আহমদ একটি ব্যালট পেপারের নমুনা উপস্থাপন করেন, যেখানে অন্যান্য প্যানেলের প্রতীকের সাথে মধ্যখানে সমান আকারের ফুটবল প্রতীক ছিল এবং এভাবেই সবার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

পরের দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমাকে ফোন করে বলেছিলেন নির্বাচন কমিশনার মুসলেহ উদ্দিনের অফিসে গিয়ে ব্যালট পেপারের ফাইনাল কপি দেখে কনফার্ম করে আসতে। উনার কথামতো আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পাই ব্যালট পেপারের নির্ধারিত স্থানে আমার মার্কা ফুটবলকে মুছে দিয়ে শুধুমাত্র ইংরেজিতে ফুটবল শব্দটি লেখা এবং নিচে আমার নামের পাশে ছোট্ট একটা গোল বৃত্ত দেওয়া যা খালি চোখে বুঝা মুশকিল যে এটা ফুটবল। সাথে সাথেই আমি মৌখিক প্রতিবাদ জানাই এবং নির্বাচন কমিশনাররা তৎক্ষণাৎ একটি কনফারেন্স কলের আয়োজন করেন যেখানে অপর দুটি প্যানেলের সভাপতি প্রার্থীদ্বয় এবং নির্বাচন কমিশনারগন কথা বলেন। শুধুমাত্র একটি প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এমদাদ হোসেন টিপু ভাইয়ের কথায় গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচন কমিশনাররা উনাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এ থেকে আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি কিভাবে রাতের অন্ধকারে আমার প্রতীকটি ব্যালট পেপার থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল।

আমি এই অন্যায়ের তাতক্ষণিক প্রতিবাদ করে চলে আসি এবং পরদিন আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবরে বিনীতভবে লিখিত আবেদন জানাই উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ১৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের সাথে প্যানেলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার ফুটবল মার্কা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করার অনুরোধ করি। প্রতি উত্তরে শুধু দুজন কমিশনারের নাম উল্লেখ করে কোনো তারিখ ও স্বাক্ষর ছাড়া আমাকে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়, যার সারাংশ হচ্ছে যে, সভায় অংশগ্রহণকারী সকলের অভিযোগের ভিত্তিতে তোমাকে ফুটবল মার্কা দেওয়া হয়নি এবং আমাকে এভাবেই নির্বাচন করতে হবে (যা আদৌও সত্যি নয়)। নির্বাচন কমিশনের এমন কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন একটি নির্দিষ্ট প্যানেলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের অপচেষ্টায় লিপ্ত এবং কোনো ভাবেই এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ এবং নতুন নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুন্দর একটি নির্বাচন দাবী করছি।

এদিকে, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি প্রার্থী (স্বতন্ত্র) শাহীন আহমদের সংবাদ সম্মেলন অনাঙ্খিত উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনারদের পক্ষে মোসলেহ উদ্দিন বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকলের মতামতের বৃত্তিতে দুইটি প্যানেল ও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত মোতাবেক নামের পাশে ফুটবল প্রতীক দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত প্রার্থী শাহীন আহমদ নিজেও মানেন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সব কিছু করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ব্যালট পেপারের যে স্থানে গঠনতন্ত্রে পরিষ্কার উল্লেখ নেই। সেখানে সকলের মতামত নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছি। আর এখনও ব্যালট দেখেনী তাহলে তিনি (শাহীন আহমদ) কিভাবে পক্ষপাত দেখলেন।

সভাপতি প্রার্থী (স্বতন্ত্র) শাহীন আহমদ নির্বাচন কমিশনারের এই আচরণের নিন্দা জানান এবং গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সকল সদস্যদের প্রতি ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আহবান জানান।

পৃথিবীর ১৫টি স্থান যা দেখতে ভিনগ্রহের মতো

পৃথিবী এক বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় ল্যান্ডস্কেপে পূর্ণ। নীলগ্রহের বুকে এমন কিছু জায়গা আছে যা কল্পকাহিনীর সঙ্গে সহজেই তুলনা করা যায়। এরকম বিচিত্রময় ১৫টি স্থানের বর্ণনা তুলে ধরা হলো-

১. ফ্লাই গিজার, নেভাদা : মানুষের তৈরি এই

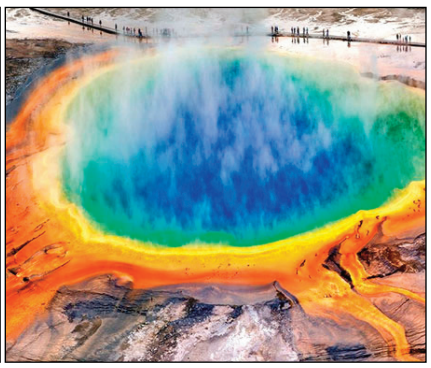

জিওথার্মাল গিজারটি দুর্ঘটনাক্রমে তৈরি হয়েছিলো। পানির জন্য এলাকাটি ড্রিল করার পরে এবং একাধিকবার পুনরায় সিল করার পর, খনিজ সঞ্চয় জমে তৈরি হয় ফ্লাই গিজার। থার্মোফিলিক শৈবালের সাথে জায়গাটি চমৎকার লাল এবং সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে।

২. গ্র্যান্ড প্রিজম্যাটিক স্প্রিং, ইয়েলোস্টোন: ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস অনুসারে, ইয়েলোস্টোনের বৃহত্তম উষ্ণ প্রস্রবণ ২০০-৩৩০ফুট ব্যাস এবং ১২১ ফুট গভীর। এর রংধনু প্যাটার্নটি থার্মোফিলিক শেত্তলা এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে তৈরি হয়েছে। এটির জীবাণুমুক্ত উষ্ণ পানি মানুষের মনকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

৩. রেইনবো মাউন্টেন, পেরু: ভিনিকুঙ্কা, বা সাত রঙের পর্বত নামেও এটি পরিচিত। রেনবো মাউন্টেন ২০১৫ সালে এর স্বাভাবিক তুষার আচ্ছাদন গলে যাওয়ার পরে আবিষ্কৃত হয়েছিল। গোলাপ, সোনা, পুদিনা এবং ল্যাভেন্ডার রঙা স্ট্রাইপগুলি পর্বতের খনিজ পদার্থ এবং সময়ের সাথে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে তৈরি হয়েছে।

৪. ডানাকিল ডিপ্রেশন, ইথিওপিয়া: ডানাকিল ডিপ্রেশন উত্তর ইথিওপিয়ার নীচে তিনটি টেকটোনিক প্লেটের বিচ্যুতির ফলাফল। সালফার স্প্রিংস, আগ্নেয়গিরি, হ্রদ এবং পুলগুলি এই ভয়ঙ্কর মরুভূমির গঠনকে ঢেকে রাখে যেখানে তাপমাত্রা ১২২ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

৫.লেক হিলিয়ার, অস্ট্রেলিয়া : অস্ট্রেলিয়ার বার্বি-গোলাপী লেক হিলিয়ার শৈবাল, হ্যালোব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়েছে। এটি মৃত সাগরের সমান লবণাক্ততায় পূর্ণ।

৬. ক্রিস্টাল গুহা, নাইকা, মেক্সিকো: জিপসামের বিশাল স্ফটিক স্তম্ভগুলি আর্দ্র গুহাকে পূর্ণ করে রেখেছে। এর স্ফটিক শত শত হাজার বছর পুরনো এবং সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. প্রিন্সেস এলিজাবেথ মেরু গবেষণা কেন্দ্র, অ্যান্টার্কটিকা: অ্যান্টার্কটিকার প্রিন্সেস এলিজাবেথ স্টেশনটি প্রথম শূন্য-নির্গমন মেরু গবেষণা কেন্দ্র। ইন্টারন্যাশনাল পোলার ফাউন্ডেশনের মতে, কেন্দ্রটি প্যাসিভ বিলডিং প্রযুক্তি, পুনর্নবীকরণযোগ্য বায়ু, সৌর শক্তি এবং পানি ট্রিটমেন্ট সুবিধাগুলিকে একীভূত করে এবং শক্তির দক্ষতা সর্বাধিক করার জন্য নিবেদিত।

৮. হ্যাবিটেট ৬৭, মন্ট্রিল, কানাডা: স্থপতি মোশে সাফদি ১৯৬৭ সালে মন্ট্রিলের একটি কৃত্রিম উপদ্বীপ সিটি-ডু-হাভরে হ্যাবিট্যাট ৬৭ তৈরি করেছিলেন।মডুলার কাঠামোটি শহুরে জীবনযাত্রাকে নতুন করে উদ্ভাবন করার জন্য ছিল এবং আজ একটি অনন্য স্থাপত্যর নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

৯. ইডেন প্রজেক্ট, কর্নওয়াল, ইংল্যান্ড: ইডেন প্রজেক্ট হলো একটি পরীক্ষামূলক উদ্যান, যার লক্ষ্য পরিবেশগত সম্প্রীতি এবং সামাজিক সমতার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। কর্নওয়াল, ইংল্যান্ডে এটি অবস্থিত।

১০. পানির নিচের জলপ্রপাত, মরিশাস দ্বীপ: ভারত মহাসাগরের মাদাগাস্কারের পূর্বে মরিশাস দ্বীপটির নীল উপহ্রদের নীচে একটি জলপ্রপাত রয়েছে । জলপ্রপাতটি আসলে মহাদেশীয় শেলফের ড্রপ দ্বারা সৃষ্ট একটি দৃষ্টি বিভ্রম।

১১. উপসাগরের গার্ডেন, সিঙ্গাপুর : সিঙ্গাপুরের গার্ডেনস বাই দ্য বে হলো একটি হর্টিকালচার এবং বাগানের শিল্পকলার প্রদর্শনী, যা অক্টোবর, ২০১১ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। এই বাগান শহর মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

১২. সালার ডি ইউনি, বলিভিয়া :বলিভিয়ার সালার দে ইউনি বিস্ময়কর, তবুও সুন্দর। এটি লবণ এবং লিথিয়ামের সংমিশ্রনে তৈরি, সেইসাথে একটি পর্যটন গন্তব্য।

১৩. সোকোট্রা, ইয়েমেন (রক্ত ড্রাগন গাছ): উদ্ভট ড্রাগন ব্লাড ট্রি ছাতার ছাউনির মতো বেড়ে উঠেছে। এটি ইয়েমেন থেকে দুশো মাইল দূরে প্রত্যন্ত দ্বীপ সোকোট্রায় অবস্থিত।

১৪. দ্য ওয়েভ, কোয়োট বাটস, অ্যারিজোনা : বাতাসের গতি বেলেপাথরের শিলার ওপর ডোরাকাটা গঠন তৈরি করেছে যা ওয়েভ নামে পরিচিত। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা-উটাহ সীমান্তে কোয়োট বাটসের অংশ।

১৫. স্বালবার্ড গ্লোবাল সিড ভলড, নরওয়ে: ক্রপ ট্রাস্টের মতে, নরওয়ের স্বালবার্ডের গ্লোবাল সিড ভলড হলো বিশ্বের খাদ্য সংরক্ষণের জন্য চূড়ান্ত বীমা নীতি। 'কারণ এটির ৪.৫মিলিয়ন শস্যের জাত এবং ২.৫ বিলিয়ন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে।

১০০ কেজি গাঁজা সাবাড় করে দিলো ভেড়ার পাল

গ্রিসের আলমাইরোস শহরের কাছে ভেড়ার একটি পাল সম্প্রতি একটি গ্রিনহাউসের ভিতরে জন্মানো প্রায় ১০০ কেজি গাঁজা খেয়ে ফেলেছে । গ্রিস, লিবিয়া, তুরস্ক এবং বুলগেরিয়াতে আঘাত হানা ঝড় ড্যানিয়েলের পর বন্যা থেকে বাঁচতে ভেড়াগুলো গ্রিনহাউসের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিলো। ভেড়াগুলি গ্রিনহাউসের ভিতরে বেড়ে ওঠা চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত গাঁজার একটি মোটা স্তূপের উপর ছিটকে পড়ে। পরে যখন রাখাল তাদের খুঁজে পায়, তখন সে লক্ষ্য করেছিল যে, ভেড়াগুলো অদ্ভুত আচরণ করছে। গাঁজার নেশায় ভেড়ার দল ছাগলের মতো আচরণ করতে শুরু করে।

দ্যা নিউজ পেপার ওয়েবসাইটকে খামারের মালিক ইয়ানিস বোরউনিস বলেন, বুঝতে পারছি না হাসবো না কাঁদবো। প্রথমে তাপপ্রবাহের কবলে পড়ে বহু ফসল নষ্ট হলো। এরপর বন্যা এলো। প্রায় সবই হারিয়ে ফেলেছিলাম। শেষে এই কা–! ভেড়াগুলো গ্রিনহাউসে ঢুকে পড়ে সব খেয়ে সাফ করে দিয়েছে। তারা এই গাঁজা খেয়ে এখন ছাগলের চেয়ে উঁচুতে লাফাচ্ছে, যা কখনই ঘটে না।

গাঁজা ২০১৭ সাল থেকে ওষুধের উদ্দেশ্যে গ্রিসে বৈধ। ২০২৩ সালে, দেশটি তার প্রথমবারের মতো ঔষধি গাঁজা উৎপাদন প্ল্যান্ট উদ্বোধন করে। চিকিৎসা ব্যবহারের জন্য গাঁজার চাষ দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সুযোগ উপস্থাপন করেছে, বলে জানিয়েছে মিডিয়া আউটলেটটি।

১৯৩৬সালে এর দখল নিষিদ্ধ হওয়ার আগে কাউন্টিটি গাঁজা চাষ করেছিল এবং রপ্তানি করেছিল।ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি এবং ডেনমার্কসহ বেশ কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই ঔষধি গাঁজার প্রেসক্রিপশনের অনুমতি দিয়েছে এবং কানাডা ৯০ বছরের নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটিয়ে গাঁজাকে সম্পূর্ণরূপে বৈধ করার জন্য উরুগুয়ের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হয়ে উঠেছে। সূত্র : এনডিটিভি

বিছানায় শুয়ে থেকেই আয় হবে লাখ টাকা

শুয়ে বসে যদি লাখ লাখ টাকা আয় করা যেত! এমন দিবাস্বপ্ন অনেকেই দেখেন। কাজ করতে ভালো লাগে না। ইচ্ছা করে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকি, এমন ইচ্ছাধারী যদি আপনি হয়ে থাকে তাহলে এই সুযোগ আপনার জন্য। বিছানায় শুয়ে থেকেই লাখ টাকা আয় করতে পারবেন।

শুয়ে থেকে মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন, সিনেমা দেখতে পারবেন কিংবা বইও পড়তে পারবেন। তবে শর্ত হচ্ছে সারাদিন শুয়ে থাকতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শুয়ে থাকতে পারলেই মিলবে লাখ টাকা। এমনই এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে পূর্ব ইউরোপের মন্টেনিগ্রোর ব্রেজনা নামের এক গ্রামের বাসিন্দারা। সেখানে প্রতিবছর 'অলসতার উৎসব' বা 'ফেস্টিভাল অফ লেজিনেস'-এর আয়োজন করা হয়।

তবে প্রতিযোগীরা বসতে কিংবা দাঁড়াতে পারবেন না। শিরোপা জিততে গেলে ওই প্রতিযোগীর জন্য অনুমোদিত গদিতে শুয়ে কাটাতে হবে। খুব সামান্য হাত পা নাড়ানো চলতে পারে। প্রতিযোগীরা বই পড়তে পারবেন, মোবাইলে ঘাঁটাঘাঁটিও করতে পারবেন। প্রতি আট ঘণ্টায় ১৫ মিনিটের বিরতি দেওয়া হবে।প্রতিযোগীদের স্বাস্থ্যের দিকেও যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় এই প্রতিযোগিতায়। যিনি বিজয়ী হবেন তাকে ১ হাজার ইউরো উপহার দেওয়া হবে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ ১৭ হাজার টাকা। প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ২১ জন প্রতিযোগী। তার মধ্যে এখনো টিকে আছেন মাত্র চারজন। এই প্রতিযোগিতায় যে কেউ অংশ নিতে পারবেন। আগের চেয়ে এই প্রতিযোগিতায় সামান্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন আগে বিরতি দেওয়া হত না, ফলে এত দীর্ঘ সময় ধরে চলত না প্রতিযোগিতা।

উত্তর মন্টেনিগ্রোর ব্রেজনায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে ১২ বছর ধরে। গ্রামবাসীরা মজা করার জন্য এবং আনন্দের জন্যই এই আয়োজন করতেন। তবে তা এতটা জনপ্রিয় হবে তা তারা ভাবেননি। সার্বিয়ার ক্রুসেভ্যাকের একটি ফুটবল ক্লাবের ৩৩ বছর বয়সী মার্কেটিং ম্যানেজার জোভান ক্রানকানিন দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি বলেন, এখানে একটি ভালো সময় কাটাতেই আসেন তিনি। উৎসবে অনেক মানুষ আসেন, যা দেখতে তার খুব ভালো লাগে। এছাড়া পুরস্কারের নগদ অর্থও আনন্দ কিছুটা বাড়িয়ে দেয়।

বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল মরিচ খেয়ে বিশ্বরেকর্ড

ঝাল খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। বিশেষ করে বাঙালি বেশি করে ঝাল দিয়ে ভর্তা কিংবা গরুর মাংস ভুনা হলে আর কিছুই লাগে না। তবে কখনো ঝাল খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন? আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ঝাল নাগা মরিচ, তবে বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল মরিচের নাম হচ্ছে ক্যারোলিনা রিপার।

এই ক্যারোলিনা রিপার খেয়েই সম্প্রতি কানাডার বাসিন্দা মাইক জ্যাক বিশ্বরেকর্ড করেছেন। একসঙ্গে ৫০টি ক্যারোলিনা রিপার খেয়েছেন। সেটাও মাত্র ৬ মিনিট ৪৯.২ সেকেন্ডে। তিনি আরও ৮৫টি মরিচা খাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তবে সেটি করতে পারেননি। জুয়াক এর আগেও ৪বার ক্যারোলিনা রিপার খেয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। শেষবার ৯ দশমিক ৭২ সেকেন্ডে পরপর তিনটি মরিচ খেয়ে এই রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে জ্যাক প্রথম রেকর্ড ভেঙেছিলেন ৯ দশমিক ৭৫ সেকেন্ডে তিনটি ভুট জোলোকিয়া ঝাল মরিচ খেয়ে।

দ্বিতীয় রেকর্ডটি করেন ওই বছরের মার্চে এক মিনিটে ৯৭ গ্রাম পরিমাণে ভুট জোলোকিয়া মরিচ খেয়ে। ২০২০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দুই মিনিটে আরও বেশি পরিমাণে ভুট জোলোকিয়া মরিচ খেয়ে তিনি আগের রেকর্ডগুলো ভাঙেন। ২০১৭ সালে এই মরিচকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝাল মরিচ হিসেবে গিনেস ওয়া´ রেকর্ডসে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গিনেস কর্তৃপক্ষ জানায়, এই মরিচটি ১৫ লাখ ৬৯ হাজার ৩০০ এসএইচইউ ইউনিট (এসএইচইউ) ঝাল সরবরাহ করে। জ্যাক এরই মধ্যে ঝাল মরিচ খেয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়ার জন্য পরিচিত। তবে জ্যাক ছাড়াও অনেকেই এই মরিচ খেয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। সূত্র : জাগোনিউজ

২১ জোড়া পা থেকে মোজা খুলে বিশ্বরেকর্ড কুকুরের

গিনেস বুক অব ওয়ার্লড রেকর্ডে বিচিত্র সব রেকর্ড রয়েছে। মানুষের পাশাপাশি এখানে স্থান করে নেয় বিভিন্ন পশুপাখি। কুকুরের বিশ্বরেকর্ডের তালিকাও কিন্তু খুব ছোট নয়। এবার একটি কুকুর এক মিনিটে ১১ স্বেচ্ছাসেবীর ২১ পা থেকে মোজা খুলে নিয়ে গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ড গড়েছে কানাডার এক কুকুর। অস্ট্রেলিয়ার শেপার্ড প্রজাতির এই কুকুরটি নাম

দাইকুইরি। দাইকুইরি জনপ্রিয় টিভি শো 'লো শো দেই রেকর্ড' এই রেকর্ডটি করে। দাইকুইরি ও তার মালিক জেনিফার ফ্রেজার ১৫ মিনিটের এই রেকর্ডের জন্য কানাডা থেকে ইতালি এসেছিলেন। এই শো-তে প্রত্যেক প্রতিযোগী তাদের খেলা এবং বিভিন্ন প্রতিভা দেখানোর জন্য সময় পান ১৫ মিনিট। দাইকুইরি মোজা খোলার জন্য তিনবার সুযোগ পায়। প্রথমবার সে ২০টি পা থেকে মোজা খুলতে পারে। সময় ছিল মাত্র ১ মিনিট। তবে এতে সে রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। বরং আগের রেকর্ডধারী কুকুর লিলুর রেকর্ডের সমান করে। তবে দ্বিতীয় সুযোগে ২১ টি মোজা খুলে রেকর্ড গড়ে দাইকুইরি।

এবারই প্রথম নয়, দাইকুইরি ও তার মালিক জেনিফার এর আগে আরও ১২টি রেকর্ড করেছে বিভিন্ন সময়। দাইকুইরি একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর। দাইকুইরির মালিক জেনিফার তাকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে এক মিনিটে সর্বাধিক কৌশল দেখানো, ১৩ দশমিক ৫৫ সেকেন্ডে মানুষের পায়ের নিচ দিয়ে ঘুরে ঘুরে দ্রুত ৩০ মিটার হাঁটা; ৯ দশমিক ২৪০ সেকেন্ডে দ্রুততম গতিতে দৌড়ে পাঁচটি দেয়াল টপকানো।

শেখ হাসিনার সংবর্ধনাস্থলের বাইরে বিএনপি ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের বিক্ষোভ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক অগ্রগতির স্বীকৃতি দিতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। গত ২ অক্টোবর সোমবার লন্ডনের স্থানীয় সময় বিকেল চারটায় ওয়েস্টমিনিস্টারের মেথডিস্ট সেন্ট্রাল হলে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এ সময় সংবর্ধনা স্থলের বাইরে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শত শত বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতা কর্মীরা সম্মিলিতভাবে ব্যাপক শো ডাউন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও বিএনপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ। অনুষ্ঠানস্থল এবং তার আশপাশের এলাকা সমূহে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অর্ধশতাধিক পুলিশ ভ্যান এবং কয়েক শত পুলিশ সদস্য কাজ করে।

এদিকে সংবর্ধনা স্থলের বাইরে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালেকের নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এই বিক্ষোভে অংশ নেয় প্রবাসী বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহ এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ চলাকালিন সময় সমাবেশ স্থলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম কয়সর আহমেদ, যুবদল সহ-সভাপতি আশিকুর রহমান আশিক, মানবাধিকার সংগঠন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি মোঃ রায়হান উদ্দিন, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের সভাপতি মুসলিম খান-সহ আরও অনেকে।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক বলেন, 'গণতন্ত্রের হত্যাকারী অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউকেতে স্বাগত জানানো হবে না। অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধিনে নির্বাচন দিয়ে গনতন্ত্র ও মানবাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।' এদিকে সংগঠনটির সেক্রেটারী মোঃ মাহিন খান গনমাধ্যমকে জানান, 'আমরা হাজার হাজার নেতা কর্মীরা সেন্ট্রাল লন্ডনের মার্বেল-আর্চ টিউব স্টেশনের বাইরে জড় হয়। আনুমানিক দুপুর ১টার দিকে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতায় রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ও শত শত পুলিশের নিরাপত্তা বেস্টনি সহকারে হাজার হাজার প্রবাসী নেতা কর্মীরা বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সহকারে ওয়েস্টমিনিস্টারের দিকে রওয়ানা দেয়। শ্লোগানে শ্লোগানে উত্তাল বিক্ষোভ মিছিলটি দীর্ঘ ১.৯ মাইল পথ অতিক্রম করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা দেয়ার স্থান ওয়েস্টমিনিস্টার মেথডিস্ট সেন্ট্রালে গিয়ে পৌছায়।

মানবাধিকার সংগঠন পিচ ফর বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোঃ ডলার বিশ্বাস ও সেক্রেটারী মোঃ মাহিন খান, সাপ্তাহিক সুরমা নিউজের প্রধান সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক শামসুল আলম লিটন, যুক্তরাজ্য জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফেন্দী লিটন, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রচার সম্পাদক ডালিয়া বিনতে লাকুড়িয়া, যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মাওলানা শামীম, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দল সহ সভাপতি মোঃ ফয়েজ উল্লাহ, কেন্দ্রীয় সমাবেশস্থলে উপস্থিত গণমাধ্যমের সাথে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেন, 'আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে প্রেরণ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে লন্ডনে দুই দিনব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছি। আগামীকালও আমরা শেখ হাসিনার হোটেলের সামনে বিক্ষোভ করব। অবিলম্বে আমাদের নেত্রীকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।'

মানবাধিকার সংগঠন পিচ ফর বাংলাদেশের চেয়্যারম্যান মোঃ ডলার বিশ্বাস গনমাধ্যমকে পিচ ফর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই ডেমোনেস্ট্রেশনে অংশ গ্রহন করেছি। বাংলাদেশের ইলিগ্যাল প্রধানমন্ত্রী, যিনি গনতন্ত্রের এই জন্মভূমিতে এসেছেন। আমরা এর তিব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই তিনি এখান থেকে চলে যাক এবং বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তিনি নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করুক।'

যুক্তরাজ্যের স্থায়ীয় সময় দুপুর ১২টার দিকে বিএনপি ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের হাজার হাজার নেতা কর্মীরা সেন্ট্রাল লন্ডনের সংগঠন অংশ নেয়।

ইউনিয়নের সাথে চুক্তি সম্পাদন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের

পরিচ্ছন্ন কর্মীদের ধর্মঘটের অবসান

জাতীয় বেতন বিরোধের জেরে বর্জ্য শ্রমিকরা ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ধর্মঘট শুরু করেছিলেন

নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে গত সপ্তাহে কাউন্সিল বেসরকারি ঠিকাদারদের নিয়োগ দিয়েছিলো

কাউন্সিল স্থানীয় উদ্বেগ স্বীকার করে এবং কর্মীদের অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করেছে

চুক্তিতে আসার জন্য সকল পক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মেয়র টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং ইউনাইট দ্য ইউনিয়নের বেতন বিরোধের অবসান ঘটানোর পর বর্জ্য পরিষেবা কর্মী এবং রাস্তা পরিচ্ছন্ন কর্মীরা বুধবার থেকেই কাজে ফিরে গেছেন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধর্মঘটের কারণে মিস হওয়া আবর্জনা সংগ্রহের কাজ এবং রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত বেসরকারি বর্জ্য ঠিকাদারদের সাথে যোগ দেবেন।

ইউনাইট দ্যা ইউনিয়নের শ্রমিকরা জাতীয় বেতন বিরোধের কারণে চার সপ্তাহের জন্য ধর্মঘট শুরু করছিলেন এবং তাদের ইউনিয়ন জাতীয় স্তরে দর কষাকষি করছিলো। দেশের আরও কিছু কাউন্সিলেও ধর্মঘটে যাওয়ার পক্ষে ইউনাইট ইউনিয়নের কর্মীরা ভোট দিয়েছিলেন।

যাইহোক, ধর্মঘটের কারণে বর্জ্যের স্তুপ জমা হওয়টা একটি গুরুতর নিরাপত্তা সমস্যা হয়ে উঠেছে বলে গত সপ্তাহে বারা কমান্ডার উদ্বেগ প্রকাশ করলে, কাউন্সিল বর্জ্যের ব্যাকলগ বা স্তুপ হয়ে পড়া আবর্জনা অপসারণে সাহায্য করার জন্য প্রাইভেট কন্ট্রাক্টরদের নিয়োগ দিতে শুরু করে।

ইউনাইট দ্য ইউনিয়নের সাথে সংলাপ চলমান থাকার সময়, কাউন্সিল গত সপ্তাহে ধর্মঘট অবসানে স্থানীয়ভাবে কোন সমাধান পাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলো।

এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, আমি এই চুক্তিতে আসার জন্য সকল পক্ষকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং বিশেষ করে, আমি আমাদের বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই এজন্য যে তারা অসীম ধৈর্য্য ধারণ করেছেন। বর্জ্য অপসারণ কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে যে অসুবিধা হয়েছে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

তিনি বলেন, আমরা একটি কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলাম। কারণ, জাতীয় বেতন বিরোধের জের ধরে এই ধর্মঘটটি হয়েছে। যাইহোক, কোন সমাধানের উদ্যোগ চোখে না পড়ায়, আমরা স্থানীয়ভাবে সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে পারি কিনা তা দেখার জন্য আমাদের কাজ করতে হয়েছিল। আমরা আমাদের বর্জ্য অপসারণ কর্মীদের ভূমিকাকে মূল্য দেই এবং এই বিরোধের সমাধানের জন্য আমরা কীভাবে গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে পারি তা দেখার জন্য আমরা তাদের উদ্বেগের কথা শুনেছি। এখন একসাথে মিলে, আমরা জমে যাওয়া আবর্জনা পরিষ্কার করব এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের রাস্তাগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব।

স্থানীয় চুক্তি : ইউনাইট দ্য ইউনিয়ন ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে পরবর্তী চার সপ্তাহ পর্যন্ত ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলো। ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এই ইউনিয়নের টাওয়ার হ্যামলেটস ওয়েস্ট সার্ভিসের সদস্যরা কাউন্সিলের দেওয়া শর্তাবলীতে সম্মত হওয়ার পরে ধর্মঘট শেষ করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এর অর্থ এটাই বোঝায় যে ২০২০ সালে কাউন্সিলে যোগদানকারী কর্মীদের টার্মস্ এন্ড কন্ডিশনস্, যখন বর্জ্য এবং পরিচ্ছন্ন পরিষেবা কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে যখন নিয়ে আসা হয়েছিলো, এখন কাউন্সিলের অন্যান্য কর্মীদের সাথে সংযুক্ত করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানালো যুক্তরাজ্য যুবলীগের

যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যুক্তরাজ্য আওয়মী যুবলীগ শাখার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। গত ২ অক্টোবর সোমবার যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জনসভাস্থলে যুক্তরাজ্য আওয়মী যুবলীগ শাখার সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধু এবং সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ খান যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ও সালাম জানান। এসময় তারা প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যর খোঁজ খবর নেন পাশাপাশি তার উত্তরোত্তর সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে এম আব্দুল মোমেন এমপি, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ সুলতান মাহমদ শরিফ, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসি সফর শেষে গত ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ১১টা ৭ মিনিটে (স্থানীয় সময়) ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে লন্ডনে পৌছান। গত ১৭ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী ৭৮তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন এবং নিউইয়র্কে বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের পার্শ্ব ও দ্বিপাক্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে দুর্বিষহ জীবন

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থী বাড়াতে কয়েক বছর ধরে কাজ করছে যুক্তরাজ্য সরকার। সরকারি হিসাব বলছে, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে বৃটেনে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন ১ লাখ ১৩ হাজার ১৫ জন। ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে যেটা বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৪২২ জন। একটা সময় পুরো যুক্তরাজ্যে যত বিদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন, এখন শুধু লন্ডনে সেই পরিমাণ বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন।

শাহাদাতের মতো চলতি বছর আইন বিষয়ে পড়তে যুক্তরাজ্যে আসেন ভারতীয় শিক্ষার্থী রুশভ কৌশিক। বন্ধুদের সঙ্গে একটি ফ্ল্যাটে উঠেছেন। যদিও আরেকজনের সঙ্গে কক্ষে থাকতে হয়।

কৌশিক জানান, বন্ধুরা মিলে ওই ফ্ল্যাটে উঠতে তাঁদের অগ্রিম হিসেবে প্রায় ২২ লাখ টাকা দিতে হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, এর সঙ্গে বাড়িওয়ালা বিশ্বাস করেন, এমন এক ব্যক্তির নিশ্চয়তাও জোগাড় করতে হয়েছে তাঁদের। কৌশিক বলেন, 'এটা আমাদের জন্য খুবই ব্যয়বহুল।'

যুক্তরাজ্যে চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিষয়ে পড়তে এসেছেন ইতালির জুলিয়া তোরতোরিচে। আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি। লন্ডনে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যে খুবই দুষ্কর একটি কাজ, তিনি সে অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। তিনি বললেন, 'ভাড়া অনেক বেশি। গত বছর আমি লন্ডনে এসেই আমার এক বন্ধুর কাছে গিয়ে উঠি। এক মাস তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কারণ, বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

যুক্তরাজ্যের ছাত্রসংগঠনগুলোর মোর্চা ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টসের (এনইউএস) নেহাল বাজওয়া বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যতটা সম্ভব বিদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছে। এর একটা বড় কারণ, এই শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক বেশি ফি পাওয়া যায়। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এত বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করাচ্ছে, যাঁদের বসবাসের বন্দোবস্ত এসব বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নেই।'

শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ বাড়িভাড়ার লাগাম টেনে ধরার আহ্বান জানিয়ে আসছে এনইউএস। সংগঠনটি বলছে, বিশেষত বিদেশি শিক্ষার্থীদের বাড়িভাড়ার এই আর্থিক বোঝা বহন করতে হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করা একটি দাতব্য সংস্থা ইউনিপোল। সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী মার্টিন ব্লেকি বলেন, 'তাদের পক্ষ থেকে বিনা মূল্যে যে খাবার দেওয়া হয়, সেখান থেকে খাবার নেওয়া বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। তাদের অনেককে হয়তো দেশে ফিরে যেতে হতে পারে। এটা খুবই দুঃখজনক একটি বিষয়। এভাবে একজন মানুষের স্বপ্ন নীরবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।'

এ বিষয় নিয়ে জানতে চাইলে যুক্তরাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, 'বিভিন্ন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসতে পারলে তা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য যেমন ভালো, তেমনি আর্থিক প্রবৃদ্ধিও হয়। তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি আবাসন সংস্থাকে এই শিক্ষার্থীদের আবাসনের বিষয়টি বিবেচনা করা এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের সাহায্য করতে উৎসাহ দিই।' সূত্র : বিবিসি

ইউকে ভিসা ফি বাড়ল

৬৫ হাজার ৫৪৮ টাকা)।

অর্থাৎ, পূর্বের তুলনায় ভিজিটর ও কর্মীদের ৬ মাসের ভিসা ফি বাড়ানো হয়েছে ১৫ পাউন্ড এবং শিক্ষার্থীদের ভিসা ফি বাড়ানো হয়েছে ১২৭ পাউন্ড। শতাংশ হিসেবে পরিবার ফ্যামেলি, রেসিডেন্ট এবং সিটিজেন ভিসার খরচ ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কাজের এবং ভ্রমণ ভিসার খরচ বৃদ্ধি পাবে ১৫ শতাংশ।

ভিজিটর ও শ্রমিকদের ২, ৫ ও ১০ বছরের ভিসার ফিও বাড়ানো হয়েছে। বর্ধিত মূল্যের মানদণ্ড হিসেবে এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে ৬ মাসের বর্তমান ফি'কে।

ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, যেসব ব্যক্তি কাজ ও পড়াশোনার কারণে দীর্ঘমেয়াদী ভিসার আবেদন করতে ইচ্ছুক, তাদের ওপরই কার্যকর হবে এই বর্ধিত ফি। এর বাইরে যারা স্বল্পমেয়াদে কিংবা অনির্দিষ্টকালের জন্য ভিসার আবেদন করবেন, তাদের ওপর এই ফি প্রযোজ্য হবে না।

তেমনি চিকিৎসা ভিসা, স্বল্পমেয়াদি কোর্সের জন্য ভিসা এবং সার্টিফায়েড স্পনসরশিপ রয়েছে- এমন শিক্ষার্থী এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে বসাবাসরত ব্রিটিশ নাগরিকদের ওপরও বর্ধিত ভিসা ফি কার্যকর হবে না।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র এ সম্পর্কে ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে বলেন, 'সরকারের জনপরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন খাতে অর্থায়ন বাড়াতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং আমরা মনে করি এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কারণ, ব্রিটেনে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আপনি উন্নত জনপরিষেবা চাইবেন। সেই পরিষেবা সরবরাহের জন্যই বর্ধিত এই অর্থ নেওয়া হচ্ছে।' সূত্র: এনডিটিভি

ন্যূনতম মজুরি ১১ পাউন্ডে উন্নীত হচ্ছে

পার্টির সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী জেরেমি হান্ট ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা দেবেন। তবে সেই বক্তৃতায় কর হ্রাসের দাবি তিনি উপেক্ষা করবেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

আগামী বছর যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। সেই নির্বাচনের আগে রক্ষণশীল দলের আইনপ্রণেতারা, এমনকি জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী মাইকেল গোভ কর হ্রাসের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সম্মেলনের বক্তৃতার যে সারাংশ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে করের প্রসঙ্গ নেই।

যুক্তরাজ্যে সব ধরনের শ্রমিকের সাপ্তাহিক গড় মজুরি বেড়েছে। যদিও ব্যাংক অব ইংল্যান্ড বলছে, মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বড় শঙ্কার কারণ।

কনজারভেটিভ পার্টির সম্মেলনে জেরেমি হান্ট ২৩ বছরের বেশি বয়সী কর্মীদের নূনতম মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা দেবেন। এত দিন যা ছিল ঘণ্টাপ্রতি ১০ দশমিক ৪২ পাউন্ড, এখন তা বাড়িয়ে ১১ পাউন্ড করা হবে।

বক্তৃতার প্রকাশিত সারাংশে হান্ট বলেছেন, 'লো পে কমিশন আগামী বছর কী সুপারিশ দেয়, আমরা তার অপেক্ষায় আছি। কিন্তু আজ আমি নিশ্চিত করছি, তারা যে সুপারিশই দিন না কেন, আগামী বছর আমরা তা ঘণ্টাপ্রতি ১১ পাউন্ডে উন্নীত করব।'

সেই সঙ্গে কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বন্ধ বা তাতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও কঠোর করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে হান্টের বক্তৃতার আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস করহার হ্রাসে সরকারের ওপর চাপ দেবেন বলে জানা গেছে। এক বছর আগে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন নিজেই করহার হ্রাসের পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছিলেন ট্রাস। তাঁর সময়ে আর্থিক বাজারে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, তিনি তার বলি হন।

এর পর থেকে তিনি আবার নিম্ন করহারের পক্ষে কথা বলেছেন, বিশেষ করে করপোরেট করের ক্ষেত্রে। তিনি মনে করেন, প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে করহার কম রাখা প্রয়োজন।

সময় হয়ে গেছে, কান্না করে তো লাভ নেই

বাংলাদেশিদের দেয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

এ সময় খালেদা জিয়ার চিকিৎসা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, পৃথিবীর কোন দেশের সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠায় বলতে পারেন? কোনো দেশ পাঠায়? তারা এটা দাবি করে। আমাদের কেউ কেউ আতেল আছে। তারা বলে, একটু কি সহানুভূতি দেখাতে পারেন না! সে এভারকেয়ার, বাংলাদেশের সব থেকে দামি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। আর রোজই শুনি এই মরে মরে, এই যায় যায়। বয়স তো ৮০'র উপরে। সময় হয়ে গেছে। তার মধ্যে অসুস্থ।

এখানে এত কান্নাকাটি করে লাভ নাই। স্যাংশনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আপনাদেরও বলবো, স্যাংশন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। বেশি স্যাংশন দিলে আমরাও দিতে পারি, আমরাও দিয়ে দেবো।

ক্যান্টনমেন্টের ঘটনার উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ক্যান্টনমেন্টে আমি ঢুকবো, সে সময় কয়েকজনকে আহত করা হয়েছে। আমাকে ঢুকতে দেবে না। গেট আটকালো। তখন আমি বিরোধীদলীয় নেতা। আমার পতাকাবাহী গাড়ি আটকালো। আমি গাড়ি থেকে নামলাম, নেমেই হাঁটা শুরু করলাম। আমি যখন হাঁটতে শুরু করেছি তখন অনেক লোক জমা হয়ে গেছে। চার কিলোমিটার হেঁটে আমি সিএমএইচ'এ গেলাম। সিএমএইচ'র গেট বন্ধ আমাকে ঢুকতে দেবে না। আমাকে ঢুকতে দেয়নি। ক্যান্টনমেন্টের রাস্তায় হাঁটলাম কেন- আমার সঙ্গে যারা ছিল ওবায়দুল কাদের, বেবি মওদুদসহ সবার বিরুদ্ধে মামলা দিলো। আমার বাবা দেশ স্বাধীন করেছিল বলেই না এই ক্যান্টনমেন্ট, আর মেজর জিয়া। আরে এই মেজর পদোন্নতিটাও তো আমার বাপেরই দেয়া। আর আমি ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলে আমার বিরুদ্ধে মামলা। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওই ক্যান্টনমেন্টে আর বসবাস করা লাগবে না। যেদিন সময় পাবো বের করে দেবো। বের করে দিছি। তিনি বলেন, আমি শুধু বললাম- আজকে আমাকে ঢুকতে দাও না, যখন জিয়াউর রহমান ঘরে তুলতে চায়নি তখন প্রতিদিন তো আমাদের বাসায় যেয়ে কান্নাকাটি করতা। আমার বাবার বদৌলতে তুমি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে পেরেছো। না হলে বহু আগেই জিয়া ছেড়ে দিয়েছিল। জিয়ার আবার নতুন গার্লফ্রেন্ডও ছিল। তাকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার সংসারটা রক্ষা করে দিয়েছিল আমার বাবা। আমাদের বাসায় গিয়ে তো মোড়া পেতে বসে থাকতো।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, তার ছেলে কোকো মারা গেছে। সে যখন আমার বাবা-মা, ভাই-বোনের মৃত্যু দিবসে উৎসব করে, কিন্তু আমি তো মানুষ, আমি তো একজন মা। আমি ভাবলাম আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, সব মানুষের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি যাবো খালেদা জিয়াকে সহানুভূতি দেখাবো। আমার তরফ থেকে মিলিটারি সেক্রেটারি যোগাযোগ করলো। সময় ঠিক হলো। যেই গুলশানে গেছি। আমার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিলো, আমাকে ঢুকতে দিলো না। কতো বড় অপমান আপনারা চিন্তা করেন। আজকে অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী হলে কী করতো? কী করতো আপনারা চিন্তা করেন। তিনি বলেন, আমি কিচ্ছু বলি নাই। আমার বলার কিছু নাই। আমি দেখতে পাচ্ছি ভেতরে তাদের সব নেতা। আমি দেখতে পাচ্ছি গেটে তালা, কিছু করার নেই তাদের। আমি তারপরও আজকে তাকে কারাগার থেকে বাসায় থাকতে দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার কন্যা হিসেবে নিরাপত্তার একটা আইন করা হয়েছিল। সেই আইনের বলে রেহানাকে ধানমণ্ডির ৬ নম্বর রোডে ছোট্ট একটা বাড়ি দেয়া হয়েছিল। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসেই সেই বাড়িটা দখল করলো। আমাদের যারা ছিল ওদের বের করে দিলো। বের করে দিয়ে ওটাকে পুলিশের ফাঁড়ি করা হলো। একজন প্রধানমন্ত্রী গেল পুলিশ ফাঁড়ি উদ্বোধন করতে, লাল টুকটুকে শাড়ি পরে। যখন সে এই পুলিশ ফাঁড়ি উদ্বোধন করলো তখনও সেই বাড়ি রেহানার নামে রেজিস্ট্রি করা। আপনারা জানেন রেহানা ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলে। পুলিশ ফাঁড়ি যখন করেছে সে বলে ঠিক আছে ওটা পুলিশকেই দিয়ে দিলাম। সে আর ওই বাড়ি নেয় নাই।

এ সময় সরকারপ্রধান আন্দোলনের নামে আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে অগ্নিসংযোগ এবং অমানবিক নৃশংসতার মতো ২০১৩-১৪ সালের ঘটনা ঘটলে আর কোনো সহনশীলতা দেখানো হবে না বলেও জানান। বলেন, আন্দোলনের নামে নির্বাচনের আগে সন্ত্রাসবাদ বা একইভাবে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা বা হামলার ঘটনা ঘটলে রেহাই দেয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। শেখ হাসিনা বলেন, আন্দোলনে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সন্ত্রাসবাদে অগ্নিসংযোগ করে মানুষ হত্যা এবং দেশের সম্পত্তি নষ্ট করা তাদের আন্দোলন। এর আগে ২৯ জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবন নিয়ে এমন কোনো চেষ্টা করা হলে কোনো ক্ষমা করা হবে না। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের কথা বলা বিএনপি'র পক্ষে শোভা পায় না। কারণ তারা জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে ধোঁকাবাজি খেলেছে। ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিএনপি একটি প্রহসনমূলক নির্বাচন করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের মধ্যেই দেশের জনগণ তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছে। দেশের জনগণ কখনই ভোট কারচুপিকারীদের ক্ষমতায় বসতে দেয় না।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান শরীফ, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফারুক প্রমুখ।

কতটা অমানবিক হলে তিনি এ কথা বলতে পারেন: ফখরুল

এদিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য 'অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ' বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেছেন, লন্ডনে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। এতে অশালীন, কুরুচিপূর্ণ, দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল জায়গা থেকে দিতে পারেন সেটা আমরা ভাবতে পারি না। তার বক্তব্যে প্রমাণ হয়েছে এদেশের মালিক একজন। এদেশে শেখ হাসিনা ছাড়া আর কেউ নেই। বিচার বিভাগ তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি আইন আদালতের তোয়াক্কা করেন না। বেগম জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে যে কথা তিনি বলেছেন তাতে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ফুটে উঠেছে।

মঙ্গলবার বিকালে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

খালেদা জিয়ার ৮০ বছর বয়স হয়েছে, অসুস্থ তো হবেনই, সময় হয়ে গেছে এতো কান্নাকাটি করে লাভ নেই প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, কতটা অমানবিক হলে এ ধরনের কথা তিনি বলতে পারেন।

প্রবাসীদের ঘামে সমৃদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার

করেছে। যে দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রায় এক কোটিরও বেশী প্রবাসীর সাথে দেশের আরো অংশীদারীত্ব বাড়ানো। সেই লক্ষ্যে আসন্ন এনআরবি ডে জাকজমকভাবে পালনের জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশন লন্ডন সহ বিভিন্ন দূতাবাসকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রবাসীরা হচ্ছে আমাদের দেশের সব চেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দাতা। যাঁদের শ্রমে ঘামে সমৃদ্ধ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার। সেই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা ক্ষেত্রে উচ্চাসনে থাকা আমাদের প্রবাসী পেশাজীদের সাথে কানেকটিভিটি বাড়িয়ে দেশ উপকৃত হতে পারে।

গত ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুরে লন্ডনের তাজ হোটেলে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজ বিবিসিসিআই এর ডিরেক্টরদের সাথে একান্ত আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি এনআরবি ডে নিয়ে বিবিসিসিআইর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে বলেন, ২০১৭ সালে সিলেটে ঐতিহাসিক এনআরবি ওয়ার্লড কনভেনশনের সমাপনী অনুষ্ঠানে আমি নিজে দিবসটি বেসরকারীভাবে পালনের জন্য তারিখ ঘোষণা করেছিলাম।

সাক্ষাতকালে বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু ছাড়াও ডিরেক্টরদের মধ্যে সাবেক দুই প্রেসিডেন্ট শাহাগির বক্ত ফারুক, বশির আহমদ, সহ সভাপতি জাহাঙ্গীর হক, ফাইন্যান্স ডিরেক্টর আতাউর রহমান কুটি, ভারপ্রাপ্ত ডিজি দেওয়ান মেহেদী, ডিরেক্টর এন্ড এডভাইজার শফিকুল ইসলাম, ডিরেক্টর এ এইচ নুরুজ্জামান, লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম এবং সিলেটের সিটি কর্পোরেশনের নব নির্বাচিত মেয়র আনোরুজ্জামান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের অক্টোবরে বিবিসিসিআই আয়োজিত এনআরবি কনভেনশনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা রিজেন্সী হোটেলে মন্ত্রী প্রতি বছর ৩০ ডিসেম্বর এনআরবি ডের ঘোষণা দেন। যা গত বছর থেকে সরকারীভাবে পালনের স্বীকৃতি পায়। এ সময় মন্ত্রী সিলেটের নবনির্বাচিত মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীকে ৩০ ডিসেম্বর এনআরবিডে উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী একটি উৎসব আয়োজনের পরামর্শ দেন। মেয়র তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেটে মানব পাচারের দায়ে ৫ জনের কারাদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে পাঁচ মানব পাচারকারিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত মঙ্গলবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে সিলেট মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ সাইফুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার চারিগ্রামের আব্দুল মালিকের ছেলে শাহিন আহমদ (৫০), মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার চর জানাজাত সামাদখাঁরকান্দি গ্রামের আবদুল আজিজ বেপারির ছেলে নূর মোহাম্মদ (৩৪), একই থানার দক্ষিণ বাঁশকান্দি গ্রামের আতাহার রহমান হাওলাদারের ছেলে আব্দুল কুদ্দুস হাওলাদার করিম (৩৬), ঝালকাঠি জেলার সদর থানার ধারাখানা (খানবাড়ি) গ্রামের মৃত আফতাব উদ্দিন খানের ছেলে মাহাতাব উদ্দিন জসিম খান (৪৭) ও তার ভাই শামীম খান (৩২)।

তাদের মধ্যে শাহিনকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, নূর মোহম্মদকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, আব্দুল কুদ্দুস হাওলাদার করিমকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, জসিম খানকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও শামীম খানকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে নূর মোহাম্মদ, আব্দুল কুদ্দুস ও জসিম খান পলাতক রয়েছেন। বাকি দুজন রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

আদালত সূত্র জানায়, সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার মহররম আলী তেরা মিয়ার ছেলে আব্দুস শুক্কুরকে (৩০) ২০১৮ সালে স্বল্প টাকায় স্পেন পাঠানোর প্রলোভন দেখান আসামিরা। প্রথমে ২ লক্ষ টাকা নিয়ে আসামিরা শুক্কুরকে লিবিয়ায় পাঠান। সেখানে আটকে রেখে তাকে নির্যাতন করে পরিবারের কাছ থেকে দুই বারে ৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন আসামিরা। কিন্তু টাকা নেওয়ার পরও শুক্কুরকে আসামিরা স্পেনে পাঠাননি। একপর্যায়ে তাকে লিবিয়ার পুলিশ গ্রেপ্তার করে সে দেশের কারাগারে পাঠায়।

প্রায় দুই মাস লিবিয়ায় কারাবাসের পর বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় শুক্কুর বাড়ি ফেরেন। এ ঘটনায় ২০১৮ সালের অক্টোবরে শুক্কুরের বড় ভাই আব্দুল জব্বার বাদী হয়ে জকিগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার সকল প্রক্রিয়া শেষে বুধবার আদালত আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত করেন।

সিলেটে ৩ মাসের শিশুকে ‘চুরি করে নিয়ে গিয়ে’ হত্যা

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটের দক্ষিণ সুরমার পালপুর আবাসিক এলাকা থেকে গত শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে সাহারা বেগম নামে তিন মাসের এক শিশু চুরির ঘটনা ঘটে। শিশুটিকে না পেয়ে মাইকিং করার পাশাপাশি মসজিদগুলো থেকেও চুরির বিষয়টি স্থানীয়দের জানানো হয়। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসা থেকে ভাতিজি নিখোঁজ হয়। সিলেটে মাইকিং, মসজিদে মাইকিং, বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেও তার সন্ধান পাইনি। রাত সাড়ে ১০টায় বাড়ির পুকুর থেকে আমার ভাতিজি লাশ পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে, চোরেরা বাচ্চাকে নিতে না পেরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে।

এ ব্যাপারে সিলেট মহানগর পুলিশের উপ-পুলিশ

কমিশনার (ডিসি দক্ষিণ) মো. সোহেল রেজা বলেন, ‘শিশুটিকে চুরি করে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।’

মোগলাবাজার থানার ওসি মাঈন উদ্দিন বলেন, আমরা খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। শিশুটির স্বজনরা অনেক রাতে তাদের বাড়ির পুকুর পাড় থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করে তারা নর্থইস্ট মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। শিশুটির লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দিকে বাড়ির পুকুর পাড় থেকে শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা।

শিশুটির বাবা হাফিজ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, আমি বাজার করতে গিয়েছিলাম। এ সময় খবর পেলাম আমার মেয়ে চুরি হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাইনি। রাত সাড়ে ১০টায় বাচ্চার লাশ আমার বাড়ির পুকুর পাড়ে পেয়েছি।

তিনি জানান, সাহারার মা শাম্মী বেগম শুক্রবার রাত ৮টার দিকে তাকে নিজের কক্ষে রেখে বাথরুমে যান। বাথরুম থেকে এসে তিনি শিশুটিকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

শিশুটির চাচা আবুল কালাম বলেন, শুক্রবার রাত ৮টার

কারাগারে বন্দিদের সঙ্গে সাবেক ছাত্রদল নেতার সেলফি

সিলেট প্রতিনিধি: হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে আসামিদের সঙ্গে এক দর্শনার্থীর সেলফি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। কারা ফটকের ভেতরে কারারক্ষীর সঙ্গেও সেলফি তুলেছেন তিনি। এসব ঘটনায় কারাগারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হবিগঞ্জ শহরতলীর ধুলিয়াখালের জেলা কারাগারের অবস্থান। নিয়ম অনুযায়ী কারাগারের নিরাপত্তার স্বার্থে ঢোকার সময় দর্শনার্থীদের মোবাইল ফোন বাইরে রেখে যেতে হয়। কারাগারের প্রধান ফটকের গার্ডরা সবাইকে তল্লাশি করে ভেতরে ঢুকতে দেন। কিন্তু অনেকেই গার্ডদের টাকা দিয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে ভেতরে ঢোকেন বলে অভিযোগ আছে। গত ০২ অক্টোবর সোমবার ‘আবুল কালাম মিঠু’ নামে একটি ফেসবুক আইডি থেকে ছবিগুলো পোস্ট করা হয়। সেখানে কারাগারের ভেতরে বন্দি আসামিদের সঙ্গে একটি সেলফি রয়েছে। আসামিদের ছবি স্পষ্ট বোঝা না গেলেও ছবির ক্যাপশনে লেখা, ‘কারাবন্দি নেতাদের দেখতে হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে আজ’। কারা ফটকের ভেতরে এক কারারক্ষীর সঙ্গেও সেলফি তোলা হয়েছে।

এ বিষয়ে হবিগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার মো. মতিয়ার রহমান বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। যদি এমনটা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আবুল কালাম মিঠু হলেন জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি তিনি একজন কারাবন্দি আসামিকে দেখতে জেলা কারাগারে গিয়েছিলেন। তিনি ছবির ক্যাপশনে লিখেন, ‘কারাবন্দি নেতাদের দেখতে হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে আজ’। ছবিটি সেফবুকে আপলোড দেয়ার পর নানা সমালোচনা ও কারাগারের ভেতরে অনিয়ম-দূর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে।

মৌলভীবাজারে বিএনপি বিভক্ত নাসের-মিজানুরে

সিলেট ডেস্ক, ৬ অক্টোবর: মাঝেমধ্যে একসঙ্গে দুজনকে একমঞ্চে বসতে ও বক্তৃতা করতে দেখা যায়। কিন্তু কার্যত বছর দুই ধরে তাঁরা একসঙ্গে নেই। আন্দোলন-কর্মসূচি সবই চলছে, তবে তা আলাদা। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে এভাবেই চলছে মৌলভীবাজারে জেলা বিএনপির কার্যক্রম।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিল মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি কেন্দ্রের অনুমোদন পায়। সভাপতি হন প্রয়াত অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের বড় ছেলে এম নাসের রহমান। সাধারণ সম্পাদকের পদে আসেন সাবেক ছাত্রদল নেতা মিজানুর রহমান। শুরুতে দুজনের নেতৃত্বে সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। এর মধ্যে করোনার সময়ে দলীয় কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে।

নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় দুই বছর আগে শুরু হয় দুই নেতার দ্বন্দ্ব। নাসের রহমানের বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে একক সিদ্ধান্তে মৌলভীবাজার পৌর কমিটি গঠন, কমিটি থেকে বিভিন্নজনকে বাদ দেওয়া, কাউকে পদোন্নতি দেওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন মিজানুর রহমান।

এর পর থেকে তিনি ও তাঁর নেতৃত্বাধীন অংশ আলাদা কর্মসূচি পালন শুরু করে। বর্তমানে দলের প্রায় সব কর্মসূচিই হচ্ছে পৃথকভাবে। সংগঠনের কার্যালয় না থাকায় নাসের রহমানের নেতৃত্বাধীন নেতা-কর্মীরা তাঁর গ্রামের বাড়ি সদর উপজেলার বাহারমর্দানে এবং মিজানুর রহমানের নেতৃত্বাধীন নেতা-কর্মীরা শহরের চৌমোহনা এলাকার একটি মার্কেটের একটি কক্ষে বসেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছর ১৯ নভেম্বর সিলেট বিভাগীয় মহাসমাবেশেও দুই পক্ষ আলাদাভাবে অংশ নেয়। এই দূরত্ব

ঘোচাতে গত বছরের ১ ডিসেম্বর কেন্দ্রের আহ্বানে জেলা বিএনপির এক বিশেষ সভা হয়। সেখানে দুই পক্ষের নেতা-কর্মীরাই অংশ নেন। কিন্তু একই ছাদের নিচের এ অবস্থান বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। দুই পক্ষই আবারও আলাদাভাবে দলের কর্মসূচি পালন করছে।

জেলা পর্যায়ের এই বিভক্তির ছায়া পড়েছে উপজেলায়ও। সাতটি উপজেলার মধ্যে অন্তত চারটিতে কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের পাশাপাশি আলাদাভাবে কর্মসূচি হয়ে থাকে। তিনটি উপজেলায় এককভাবে দলীয় কার্যক্রম চলছে। ২১ সেপ্টেম্বর সিলেট মহাসড়কে বিএনপির রোডমার্চ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুর মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে পথসভা হয়। সেখানে জেলা বিএনপির দুই পক্ষ একসঙ্গে অংশ নেয়। পথসভায় সভাপতিত্ব করেন এম নাসের রহমান। সঞ্চালনা করেন মিজানুর রহমান। এই পথসভা আশা তৈরি করলেও বাস্তবে দূরত্ব ঘোচেনি বলে মনে করেন স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

সভাপতির অংশের নেতা হিসেবে পরিচিত জেলা বিএনপির প্রথম যুগ্ম সম্পাদক মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, ‘এক দফার আন্দোলন চলছে। ঐক্যবদ্ধ থাকার কোনো বিকল্প নেই। ঐক্যবদ্ধ থাকলে একসঙ্গে আন্দোলন-সংগ্রাম সফল করতাম।’

দুই বছর ধরে আলাদা কার্যক্রম পরিচালনার কথা স্বীকার করে মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, সভাপতি একক সিদ্ধান্তে যখন যা ইচ্ছা করেন। এই কমিটি ভাঙেন, এই কমিটি গড়েন। সব উপজেলাতেই এর প্রভাব আছে। সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘সেন্ট্রালের (কেন্দ্রের) হস্তক্ষেপে এক মঞ্চে শুধু প্রোগ্রাম (রোডমার্চের পথসভা) হয়েছে। এর আগে বর্ধিত সভাও একসঙ্গে হয়েছিল। এখন দেখি কী হয়।’

এম নাসের রহমান বলেন, ‘দলের স্বার্থে আমার সদিচ্ছায় তাঁকে (সাধারণ সম্পাদক) পথসভায় একসঙ্গে অ্যালাউ করেছি। দলের স্বার্থে অনেক কিছু ছাড় দিয়েছি। কেন্দ্রীয় নেতারাও খুশি হয়েছেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ কিসের? সভাপতি হিসেবে আমার নির্বাচনী এলাকায় যাকে খুশি তাকে নেতা বানাব। আমার কমিটি আমার ইচ্ছেমতো হবে। তাঁর সঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই দলের জন্য ঠিক আছেন। সমস্যা তাঁকে নিয়ে।’

দলের কোন্দল নিয়ে হতাশা আছে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মধ্যেও। তাঁরা বলছেন, নেতাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব, বিভিন্ন অবিশ্বাস কাজ করছে। কেন্দ্রও দায়িত্ব নিয়ে সমাধান করছে না। এরই মধ্যে জেলা কমিটির মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে।

নাসের রহমান বলেন, কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। উপজেলা সম্মেলন শেষ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠিক থাকলে অক্টোবরের শেষের দিকে জেলা সম্মেলন করার চিন্তা আছে।

বিএনপির বিভক্ত রাজনীতির প্রভাব আছে সহযোগী সংগঠনেও। যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা বিএনপির কর্মসূচিতে এসে ভাগ হয়ে যান। যুবদল ও ছাত্রদল জেলা কমিটির মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৯০০ কোটি বছর আগের সংকেত পেলেন বিজ্ঞানীরা

ঢাকা ডেস্ক, ২৮ সেপ্টেম্বর : পৃথিবীর বয়স ৪৫৪ কোটি বছর হলেও প্রায় ৯০০ কোটি বছর আগের রেডিও সংকেত ভেসে এসেছে পৃথিবীতে। ভারতের একটি টেলিস্কোপে রেডিও সংকেতটি ধরা পড়েছে। এতে করে জায়ান্ট মিটারওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপে চোখ রেখে যেন অতীত দেখতে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কারণ ওই রেডিও সংকেত নিজের সঙ্গে সময়কেও বয়ে এনেছে।

ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের গবেষকেরা ভেসে আসা রেডিও সংকেতটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাদের দাবি, ৮৮০ কোটি বছর আগে 'এসডিএসএসজেও৮২৬+৫৬৩০' নামের গ্যালাক্সি থেকে ওই তরঙ্গের উৎপত্তি।

পৃথিবী থেকে বহু বহু দূরে অবস্থিত ওই নক্ষত্রপুঞ্জ। এত দূর থেকে এর আগে কখনও পৃথিবী কোনও রেডিও সংকেত পায়নি। এর মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত চাক্ষুষ করতে পারবেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছতে এই রেডিও সংকেতের প্রায় ৯০০ কোটি বছর সময় লেগেছে, কারণ পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় ৯০০ কোটি আলোকবর্ষ। এই পথ পেরিয়ে সংকেত বয়ে এনেছে আলোর রশ্মি।

রেডিও সংকেতটি ধরতে অনন্য একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়েছিল। যার নাম '২১ সেন্টিমিটার লাইন' বা 'হাইড্রোজেন লাইন'। নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণুর মাধ্যমে এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য তৈরি করা হয়।

ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির গবেষক অর্ণব চক্রবর্তী জানান, এই রেডিও তরঙ্গ যখন নির্গত হয়েছিল, তখন ব্রহ্মাণ্ডের বয়স ছিল ৪৯০ কোটি বছর। তখনও পৃথিবীর সৃষ্টিই হয়নি। এর মাধ্যমে যেন ৯০০ কোটি বছর আগের সময়কেই ফিরে দেখছি।'

দুর্নীতির মামলায় ট্রাম্পের বিচার শুরু

ঢাকা ডেস্ক, ৩ অক্টোবর : আর্থিক দুর্নীতির মামলায় নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের আদালতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের বিচার শুরু হয়েছে। সোমবার তিনি আদালতে হাজির হলে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাম্প ছাড়াও তাঁর দুই ছেলে ও প্রতিষ্ঠান ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে এ দিন বিচার শুরু হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা সম্পদের মূল্য অতিরঞ্জিত করেছেন; কর সংগ্রহকারী, ঋণদাতা ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে মিথ্যা বলেছেন।

শুনানিতে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের আইনজীবী কেভিন ওয়ালেস বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে ট্রাম্প ১০০ কোটি ডলারের বেশি সম্পদ উপার্জন করেন।

ডেমোক্রেট দলীয় নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস কয়েক বছরের তদন্তের পর ট্রাম্প ও কোম্পানির বিরুদ্ধে আর্থিক বিবরণীতে তথ্য গোপনের এ অভিযোগ আনেন। ট্রাম্প এ বিচারকে 'প্রেতাত্মা খোঁজা' বলে বর্ণনা করে আসছেন।

৫ সংস্থা ও ২ ব্যক্তির ওপর পড়ল মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্ক, ২৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর বরাবরের মতো নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যেসব দেশে ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাতায়াত, বিনিয়োগ বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে। আবার অনেক সময় প্রতিশোধ হিসেবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সবশেষ বুধবার ইরান, চীন, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাঁচ সংস্থা ও দুই ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় বা ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেজারি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

ট্রেজারি বিভাগের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের সামরিক ও আক্রমণাত্মক ড্রোন প্রকল্পে সহায়তা করার জন্য চীন, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইরান ভিত্তিক সংস্থা এবং ব্যক্তিদের ওপর এমন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

ইউক্রেনে হামলা অব্যাহত রাখতে রাশিয়াকে এই ধরনের অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ট্রেজারি বিভাগ জানিয়েছে, পাঁচটি সংস্থা এবং দুই ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যারা একটি নেটওয়ার্কের অংশ হয়ে সংবেদনশীল যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করতে সহায়তা করেছে।

এসব ব্যবহার হচ্ছে ইরানের মনুষ্যবিহীন বিমান (ইউএভি) প্রকল্পে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আসা বিশেষ মোটর ইরানের শাহেদ-১৩৬ ড্রোনগুলোতে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি ইউক্রেনে বিধ্বস্ত একটি ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ থেকে এমন মোটর উদ্ধার করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে ইউক্রেনে এই ধরনের ১৩৬টি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। ইরানের তৈরি ইউএভিগুলো রাশিয়ার ইউক্রেনে হামলার ক্ষেত্রে একটি মূল হাতিয়ার হয়ে ওঠেছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার মেক্সিকো, কলাম্বিয়ার ১০ মাদক কারবারির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ২০২১ সালের ১৫ জানুয়ারি ইরান, চীন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্বের সেরা ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় নেই বাংলাদেশের একটিও

ঢাকা ডেস্ক, ২৮ সেপ্টেম্বর : টাইমস হায়ার এডুকেশনের ২০২৪ সালের বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংয়ে প্রথম ৮০০টির তালিকায় নেই বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। এ র‍্যাংকিং তালিকায় সেরা ৮০০ এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের ২৪টি ও পাকিস্তানের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এ তালিকায় বাংলাদেশের মোট ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ৮০১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে আছে দেশের ৪ বিশ্ববিদ্যালয়।

এগুলো হলো- ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে ১০০১ থেকে ১২০০ এর মধ্যে। এছাড়া, ১২০১ থেকে ১৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

গত বছরের টাইমস হায়ার এডুকেশনের র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল ৬০১ থেকে ৮০০ এর মধ্যে। এবারের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে আছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থানে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৃতীয় স্থানে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)।

ভারতের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অবস্থান তালিকার ২০১-২৫০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। ভারতের সেরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো- জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, মহাত্মা গান্ধী ইউনিভার্সিটি, আলাগাপ্পা ইউনিভার্সিটি, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি।

যে কারণে ভারতে আফগানিস্তান দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধ

ঢাকা ডেস্ক, ১ অক্টোবর : ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে থাকা আফগান দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে আফগানিস্তানের বর্তমান তালেবান সরকার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আফগান দূতাবাসের বরাত দিয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগে নয়াদিল্লিতে আফগান দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে আফগান সরকার।

আফগান দূতাবাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিবেচনায় অনেক ভেবেচিন্তে কঠোর এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

আফগান দূতাবাস এক বিবৃতিতে বলেছে, গভীর দুঃখ, অনুশোচনা ও হতাশার সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, রোববার (১ অক্টোবর) থেকে নয়াদিল্লিতে অবস্থিত আফগানিস্তানের দূতাবাস কার্যক্রম বন্ধ করা হচ্ছে।

আফগান দূতাবাসের যত অভিযোগ

ভারত সরকারের অসহযোগিতা: গুরত্বপূর্ণ বিভিন্ন কাজে ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা মেলেনি বলে অভিযোগ করেছে আফগান দূতাবাস। এটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা বাধাগ্রস্ত করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আফগান স্বার্থ পূরণে ব্যর্থতা: নয়াদিল্লির দূতাবাস আফগানিস্তান ও এর নাগরিকদের প্রত্যাশিত স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। এর জন্যও অবশ্য ভারত সরকারের অসহযোগিতা ও কাবুলে বৈধ সরকারের অনুপস্থিতিকে দায়ী করা হয়েছে।

কর্মী সংকট: দূতাবাসের কর্মী সংখ্যা কমে যাওয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা কঠিন হয়ে উঠেছিল বলে জানানো হয়েছে। কার্যক্রম বন্ধের পর ভিয়েনা কনভেনশনের নীতি অনুসারে দূতাবাসের সব সম্পত্তি ও স্থাপনা ভারতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জিম্মায় চলে যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দূতাবাস স্বীকার করছে, এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ কাবুল থেকে সমর্থন ও নির্দেশনা পেতে পারেন, যা আমাদের বর্তমান কর্মপন্থা থেকে ভিন্ন হতে পারে।

আফগান-ভারত সম্পর্ক

আফগানিস্তানে তালেবান সরকারকে এখনো স্বীকৃতি দেয়নি ভারত। দেশটিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন এবং কোনো দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার প্রতিরোধের দাবি জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

বিগত আশরাফ ঘানি সরকারের আমলে ভারতে আফগান রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন ফরিদ মামুন্দজ। ২০২১ সালের আগস্টে তালেবান ক্ষমতা দখলের পরও দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন তিনি। কিন্তু চলতি বছরের এপ্রিলে ক্ষমতার লড়াইয়ের সম্মুখীন হয় দিল্লির আফগান দূতাবাস। সেই সময় তালেবানরা বর্তমান রাষ্ট্রদূত ফরিদ মামুন্দজের পরিবর্তে একজন নতুন মিশন প্রধান নিযুক্ত করে বলে শোনা যায়।

২০২০ সাল থেকে দিল্লিতে আফগান দূতাবাসের ট্রেড কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করা কাদির শাহ নামে এক কর্মকর্তা এপ্রিলের শেষের দিকে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে দাবি করেন, চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স হিসেবে তাকে নিয়োগ দিয়েছে তালেবান প্রশাসন।

তবে দূতাবাস এক বিবৃতিতে জোর দিয়ে জানায়, তাদের নেতৃত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বেগমপাড়া যখন বাংলাদেশি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের 'অবৈধ স্বর্গ'

ড. মইনুল ইসলাম

কানাডার প্রধান নগরী টরন্টো এখন স্বাভাবিকভাবেই কানাডায় বাংলাদেশি অভিবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। ধারণা করা হয় যে টরন্টোয় বসবাসকারী বাংলাদেশিদের সংখ্যা ইতিমধ্যে পাঁচ লাখ অতিক্রম করেছে। টরন্টোর 'বেগমপাড়া' সাধারণ বাংলাদেশি জনগণের কাছে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অবৈধভাবে পাচার করা অর্থে গড়ে তোলা প্রাসাদসম বাড়ির একটি পাড়া হিসেবে। অনেকেই শুনে অবাক হবেন, বেগমপাড়া বলে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান টরন্টো বা তার আশপাশের শহরগুলোর কোথাও নেই। এই 'বেগমপাড়া' শব্দটি নেওয়া হয়েছে একজন ভারতীয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার একটি চলচ্চিত্র বেগমপুরা থেকে।

ভারতের ওই চলচ্চিত্র নির্মাতা সাড়াজাগানো ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত ভারতীয় ক্রমবর্ধমানসংখ্যক পেশাজীবীদের বিনিয়োগের ওপর আলোকপাতের জন্য। এসব উচ্চ বেতনের পেশাজীবী মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত থাকলেও তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসের জন্য নিতে আগ্রহী ছিলেন না।

তাই সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে তাঁরা কানাডার অভিবাসন নিয়ে টরন্টোর বিভিন্ন স্থানে এবং এর আশপাশের শহরগুলোয় বাড়িঘর কিনে স্ত্রী ও সন্তানদের আবাসস্থল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে। এভাবে গড়ে উঠেছিল 'বেগমপুরা'গুলো, যেখানে পুরুষ অভিভাবকের পরিবর্তে নারী অভিভাবকেরাই সন্তানদের নিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন।

সন্তানদের উন্নত দেশের পরিবেশে বড় করে তোলা এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার তাগিদে এসব নারী বছরের বেশির ভাগ সময় স্বামীর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে একাকী বসবাস করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বছরে বড়জোর একবার কিংবা দুবার এসব নারী ও তাঁদের সন্তানেরা তাঁদের স্বামী ও বাবার সাহচর্য পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতেন, বাকি সময়টা সন্তানদের জীবন কাটে মায়ের অভিভাবকত্বে।

এভাবে খণ্ডিত পরিবারের জীবনযাত্রা নিশ্চয়ই বঞ্চনা ও বেদনাভারাক্রান্তই হওয়ার কথা। তাঁদের এহেন বঞ্চনা, একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতাকে হাইলাইট করার জন্যই বেগমপুরা ফিল্মটি নির্মিত হয়েছিল। চলচ্চিত্রটি ভারতে ও কানাডায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে এসব নারী ও তাঁদের সন্তানদের প্রতি সমবেদনাই উথলে ওঠে চলচ্চিত্রটি দেখার পর।

কিন্তু বাংলাদেশিদের গড়ে তোলা বেগমপাড়ার বৈশিষ্ট্য আলাদা। টরন্টো নগরীর বিভিন্ন অভিজাত এলাকায় এবং টরন্টোর আশপাশের ছোট ছোট শহর মিসিসওগা, হ্যামিলডন, গুয়েল্ফ ও অন্টারিও লেকের পাড়ঘেঁষা উপশহরগুলোর প্রাসাদসম অট্টালিকা বা 'লেকশোর অ্যাপার্টমেন্ট' ক্রয় করে গড়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বেগমপাড়া। কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকার নাম বেগমপাড়া নয়, টরন্টো নগরীর আওতাভুক্তও নয় এসব বাড়িঘরের বেশির ভাগের অবস্থান। এসব বাড়ি কিংবা অ্যাপার্টমেন্ট সাধারণ কানাডীয় নাগরিক কিংবা কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় থাকা বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট নয়। এগুলোর দাম প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার (১০ কোটি টাকার সমমূল্যের) থেকে শুরু করে ২ থেকে ৩ মিলিয়ন ডলার (২০ থেকে ৩০ কোটি টাকার সমমূল্যের) হয়ে থাকে।

কানাডায় বসবাসকারী ও কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসীরা সাধারণত কানাডার মর্টগেজ সিস্টেমের সুবিধা নিয়ে ৩ লাখ ডলার থেকে ৬ লাখ ডলার দামের বাড়ি সহজেই কিনতে পারেন। এ জন্য যেসব শর্ত পালন করতে হয়, সেগুলো বেশ সহজ, বিশেষত স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরিজীবী হলে ভাড়াবাড়িতে বা অ্যাপার্টমেন্টে থাকার জন্য যে মাসিক ভাড়া গুনতে হয়, তার চেয়েও সহজ শর্তে এবং কম মাসিক মর্টগেজ-কিস্তিতে কানাডায় বাড়ি কিংবা অ্যাপার্টমেন্ট কেনা সম্ভব। তাই বেশির ভাগ বাংলাদেশি অভিবাসী যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি কিংবা অ্যাপার্টমেন্ট কেনাকেই অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী ব্যবস্থা বিবেচনা করে থাকেন।

কানাডায় অভিবাসী বাংলাদেশিরা এসব বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক নন। তাঁরা বেগমপাড়ার ধনাঢ্য বাসিন্দা নন। সাধারণ এই বাংলাদেশি অভিবাসীরা বরং বেগমপাড়াকে ঘৃণা করে থাকেন। কারণ, পুঁজি পাচারকারী ধনাঢ্য বাংলাদেশিরা টরন্টোর রিয়েল এস্টেটের বাজারে অসহনীয় মূল্যস্ফীতির জন্য দায়ী। এসব ধনাঢ্য মালিক সরাসরি নগদ অর্থে বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে থাকেন, তাঁরা মর্টগেজ সিস্টেমের সহায়তা নেন না। এক দশকে টরন্টো নগরী এবং আশপাশের শহরগুলোয় বাড়ি ও অ্যাপার্টমেন্টের দাম দ্বিগুণের বেশি বেড়ে গেছে বেগমপাড়ার মালিকদের অর্থের তাণ্ডবে।

বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যের প্রচলিত পুঁজি পাচারের হাতিয়ার ওভারইনভয়েসিং, রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে পুঁজি পাচারের প্রধান হাতিয়ার আন্ডারইনভয়েসিং। এই পাচারকৃত অর্থের মাধ্যমে বেগমপাড়ায় বাড়ি কেনা হয়। তা ছাড়া রপ্তানি আয় দেশে ফেরত না এনে বিদেশে বাড়িঘর কেনার পাশাপাশি সাম্প্রতিক কালে হুন্ডি-পদ্ধতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্সের অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা) হুন্ডিওয়ালাদের কাছ থেকে কিনে যাঁরা বিদেশে পুঁজি পাচারের সক্ষমতা রাখেন, তাঁরাও কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে থাকেন। সে জন্য বেগমপাড়া হয়ে উঠেছে বাংলাদেশি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিদেশে 'অবৈধ স্বর্গ' বানানোর প্রতীক। বেগমপাড়ার বেগম সাহেবাদের জন্য কারও কোনো সমবেদনা জাগে না। কারণ, তাঁরা স্বেচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অর্থ পাচারের সক্রিয় সহযোগী হিসেবে।

বিশ্বের নানা দেশে প্রায় ১ কোটি ৪৯ লাখ বাংলাদেশি অভিবাসী বসবাস করছেন বলে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সংসদে বক্তব্য দিয়েছেন। তাই প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংখ্যা আনুমানিক দেড় কোটি ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁদের কতজন কর্মরত রয়েছেন, সেটা জানা খুবই কঠিন। তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েক লাখ 'সপরিবার অভিবাসী' হিসেবে বিদেশে বসবাস করছেন, যাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং মালয়েশিয়ায় বসবাস করছেন বলে ধারণা করা হয়।

'পুঁজি পাচার' নিয়ে আমার অনুসন্ধান ও গবেষণায় এই আনুমানিক দেড় কোটি বাংলাদেশি অভিবাসীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশকেই আমি যুক্ত করতে পেরেছি। সংখ্যায় এসব পুঁজি পাচারকারী কয়েক হাজারের বেশি হবে না। দুর্নীতিবাজ আমলা, প্রকৌশলী, পোশাক কারখানার মালিক, বিত্তবান ব্যবসায়ী কিংবা মার্জিনখোর রাজনীতিবিদ হিসেবে বাংলাদেশের সমাজের উচ্চমধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তশালী ও 'এলিট' অংশে তাঁদের অবস্থান।

অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে তাঁরা দেশ থেকে বিদেশে অভিবাসী হতে বাধ্য হচ্ছেন–এমন বলা যাবে না। 'এলিট' গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান সত্ত্বেও আরও বেশি সুখ-শান্তির আশায় তাঁরা দেশত্যাগে উদ্যোগী হচ্ছেন। তাঁদের বেশির ভাগেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা 'কালোটাকার মালিক', ভালো মানের শহুরে সম্পত্তির মালিক কিংবা শিল্পকারখানা-ব্যবসায়ের মালিক হওয়ায় তাঁরা দেশের ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

কিন্তু আমার গবেষণার সূত্রে আমি যাঁদের 'জাতীয় দুশমন' অভিহিত করছি, তাঁরা দেশের ব্যাংকিং সিস্টেমের অপব্যবহার করে ব্যাংকঋণ নিয়ে তা বছরের পর বছর ফেরত না দিয়ে বিদেশে পাচার করে চলেছেন। তাঁরা ব্যাংকগুলোর 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি' হিসেবে ঋণ লুটপাটকারীর ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরা রাজনীতিক পরিচয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী।

তাঁরা ৫২ বছরের স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের 'এক নম্বর সমস্যা' দুর্নীতি ও পুঁজি লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্থবিত্তের মালিক হয়ে তাঁদের অবৈধ অর্থ বিদেশে পাচার করে কানাডার টরন্টোর বেগমপাড়া, অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ফ্রেটারনিটি এবং মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোম বানাচ্ছেন।

ড. মইনুল ইসলাম : অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক

আমেরিকার ভিসানীতি এবং স্যাংশন দুটো ভিন্ন বিষয়

নিরঞ্জন রায়

কয়েক মাস আগে আমেরিকা বাংলাদেশের জন্য যে ভিসানীতি ঘোষণা করেছিল, সেই নীতি আমেরিকা এখন কার্যকর করেছে মর্মে সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের দেশেও ভিসানীতি এবং স্যাংশনের বিষয় একত্রে মিলিয়ে নানামুখী আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকার ভিসানীতি মোটেই নতুন কিছু নয়। আমেরিকা কখনো ওপেন বা উন্মুক্ত ভিসানীতি অনুসরণ করে না।

তাদের ভিসানীতির বৈশিষ্ট্যই এমন। যাদের ভিসা দিলে তাদের কাজে আসবে, তারা শুধু তাদেরই ভিসা দিয়ে থাকে। অন্য কাউকে তারা কখনো ভিসা দেয় না, তা তিনি যে মাপের মানুষই হোন না কেন। এখন কানাডা থেকে আমেরিকার ভিসা পেতে হলে ভিসার জন্য আবেদন করে প্রায় দুই বছর অপেক্ষা করতে হয়।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমেরিকার মতো প্রযুক্তিতে সেরা দেশের ভিসা প্রতিবেশী দেশ কানাডা থেকে সংগ্রহ করতে এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার কি কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে? আসলে এভাবে ভিসা দেওয়ার বিষয়টিও আমেরিকার এক ধরনের ভিসানীতি। আমেরিকার ভিসানীতি এবং স্যাংশন একত্রে মিলিয়ে এখন নানামুখী আলোচনা চলছে। আমেরিকার ভিসানীতি এবং স্যাংশন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো প্রক্রিয়া। ভিসানীতি প্রয়োগ করা হয় আমেরিকায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে।

পক্ষান্তরে আমেরিকার স্যাংশন প্রয়োগ করা হয় কোনো দেশের, ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন বা ব্যবসা-বাণিজ্যকে সীমিত করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমেরিকার ভিসানীতি এবং স্যাংশন সম্পূর্ণ দুটো ভিন্ন বিষয় এবং এর প্রয়োগ ও কার্যকারিতাও ভিন্ন। তবে এই দুটোর মধ্যে সূক্ষ্ম একটা সম্পর্ক আছে। আমেরিকার যে ভিসানীতিই বলবৎ থাকুক না কেন, যাদের বা যে প্রতিষ্ঠানের ওপর স্যাংশন আরোপ করা হবে, তারা সাধারণ নিয়মে আমেরিকার ভিসা পাবে না। স্যাংশন যাঁরা স্যাংশনের মতো জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং যাঁরা সেই আলোচনা শোনেন, তাঁদের উভয়েরই জানা প্রয়োজন যে আমেরিকার স্যাংশন কী, কিভাবে আরোপ করা হয় এবং এর প্রভাবই বা কতটুকু।

জাতিসংঘ এবং আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক ক্ষমতাধর দেশ বিভিন্ন দেশের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তার রোধের কারণ দেখিয়ে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও এই অস্ত্র যে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা এখন অনেকের কাছেই পরিষ্কার। আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা আরোপের এক বিশাল প্রক্রিয়া আছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ঘটনা বাদ দিলে এক বিশেষ প্রক্রিয়া এবং অনেক পদক্ষেপ অনুসরণ করেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এমনকি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে স্যাংশন আরোপ করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ত্বরিত এলেও তা অফিশিয়ালি জারি করতে বেশ সময় লেগেছে।

আমেরিকান স্যাংশন আরোপ করার একমাত্র ক্ষমতা রাখে ওফাক (ঙঋঅঈ–অফিস অব ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল)। তারা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই কাজটি করে থাকে। ওফাক থেকে স্যাংশন জারি করে তালিকা প্রকাশ না করা পর্যন্ত কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এমনকি আমেরিকার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও জানতে পারবে না। আমরা যাঁরা ব্যাংকিং পেশায় কাজ করি, তাঁদের কাজের স্বার্থেই নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে সব সময় অবহিত থাকতে হয় এবং এ কারণে আমেরিকাভিত্তিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাসংক্রান্ত পেশাদার সংস্থার সদস্যও হয়েছি। তার পরও আমাদের নতুন নতুন স্যাংশনের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখতে, জানতে এবং এগুলো বুঝে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

স্যাংশন কোনো সাধারণ বিষয় নয়। স্যাংশন খুবই উচ্চ মানের এক কমপ্লায়েন্স বিষয়, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যথেষ্ট আইনগত দিক। স্যাংশন নিয়ে কথা বলতে হলে এ বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। উন্নত বিশ্বে আইনজীবী এবং সিজিএসএস বা সার্টিফায়েড গ্লোবাল স্যাংশন স্পেশালিস্ট ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে না। অবশ্য ওফাক থেকে স্যাংশন জারি করে তালিকা প্রকাশ করলে তার ওপর সংবাদ প্রকাশ করা যেতেই পারে এবং সেখানে স্যাংশনের কার্যকারিতা বা ক্ষতিকর দিক নিয়ে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য দেওয়া যেতে পারে। এর বাইরে যদি ওফাক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সরাসরি বক্তব্য পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো সংবাদ করা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে সেই বক্তব্য অবশ্যই অফিশিয়াল মাধ্যমে পেতে হবে এবং ভেরিফাই করে নিতে হবে। তবে আমি নিশ্চিত যে ওফাক কর্তৃপক্ষের কেউ এ ব্যাপের কোনো যোগাযোগই করবেন না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে সত্যি নতুন কিছু স্যাংশন আরোপ হতে পারে, তাহলে কি এভাবে ঢালাও আলোচনা করতে হবে। স্যাংশনের প্রভাব কতটুকু সেটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট, কিন্তু বিষয়টি কোনো দেশের জন্য অস্বস্তিকর তো বটেই। দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বা অস্বস্তিকর কোনো বিষয় নিয়ে অপেশাদার আলোচনা কোনো অবস্থায়ই কাম্য হতে পারে না। বিশ্বের কোনো দেশেই সেটা হয় না। বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের পার্শ্ববর্তী এক দেশের কোনো এক কম্পানির বিরুদ্ধে আমেরিকার স্যাংশন অমান্য করে ইরানের সঙ্গে লেনদেন করার অভিযোগ ওঠে এবং সে ব্যাপারে একটি অনুসন্ধানও হয়। অথচ বিষয়টি সে দেশের মানুষ আজও জানে না এবং আমাদের দেশের মানুষও সেভাবে জানে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকা যদি রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে চাপে ফেলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ওপর নতুন কিছু স্যাংশন আরোপ করে, তাতে কি আদৌ বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ আছে? মোটেই না। ওফাক সাধারণত তিন ধরনের স্যাংশন আরোপ করে থাকে এবং এগুলো হচ্ছে–১. তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশন, ২. সেক্টরাল স্যাংশন এবং ৩. কম্প্রিহেনসিভ স্যাংশন।

তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশন সাধারণত কোনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের র‍্যাবের সাবেক সাত সদস্যের ওপর যে স্যাংশন আরোপ করা হয়েছে, তা মূলত তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশন। সেক্টরাল স্যাংশন সাধারণত কোনো বিশেষ খাত বা ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রুপের ওপর আরোপ করা হয়। বাংলাদেশ থেকে যদি শুঁটকি মাছ রপ্তানির ওপর স্যাংশন দেওয়া হয়, তখন তা হবে সেক্টরাল স্যাংশন। কম্প্রিহেনসিভ স্যাংশন আরোপ করা হয় সমগ্র দেশের ওপর এবং এ ধরনের স্যাংশন আসলেই মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে আমেরিকা সাধারণত এই সর্বোচ্চ মাত্রার স্যাংশন আরোপ করতে চায় না। কেননা এতে তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষতিও কম হয় না। পৃথিবীতে হাতে গোনা গুটিকয়েক দেশের ওপর এ ধরনের কম্প্রিহেনসিভ স্যাংশন আরোপ করা হয়েছে, যার মধ্যে ইরান ও উত্তর কোরিয়া অন্যতম। এমনকি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক ধরনের অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করলেও আমেরিকা কিন্তু রাশিয়ার বিরুদ্ধে কম্প্রিহেনসিভ স্যাংশন আরোপ করেনি। তারা এখন পর্যন্ত সেক্টরাল স্যাংশন আরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমেরিকা কোনো দেশের ওপর তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশন দিয়ে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশ যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমেরিকার যে অবস্থা, তাতে এই মুহূর্তে নতুন করে স্যাংশন আরোপের কোনো অবস্থা আছে বলে মনে হয় না। আমেরিকা নিজেই এখন মূল্যস্ফীতি, উচ্চ সুদের হার এবং ব্যাংকিং খাতের সংকট নিয়ে এক ধরনের চাপের মধ্যে আছে। তা ছাড়া আমেরিকা তাদের এই অর্থনৈতিক অস্ত্র, স্যাংশন নির্বিচারে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী বিরূপ সমালোচনার মধ্যে আছে এবং তারা কারণে-অকারণে স্যাংশন ব্যবহার করে এই অস্ত্র ভোঁতা করে ফেলেছে। তাদের এই অস্ত্র যে এখন আর সেভাবে কাজ করে না, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই বিষয়টি নিয়ে বিচলিত হওয়ার বা বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

এ কথা সত্য যে এই মুহূর্তে বিশ্বরাজনীতি ক্রমেই যেভাবে জটিল হয়ে উঠছে তাতে আমেরিকা বাংলাদেশকে চাপে ফেলে পক্ষে টানার প্রচেষ্টা যে করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশনের কিছুটা প্রয়োগ হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যদি তেমনটা হয়, তবে তা মোকাবেলা করতে হবে কূটনৈতিকভাবে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। এ জন্য বিচলিত না হয়ে যথেষ্ট সময় নিয়ে আলোচনা করেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ আমেরিকার বন্ধু দেশ। তাই বাংলাদেশের বৃহৎ ক্ষতি হবে–এমন সিদ্ধান্ত আমেরিকা নেবে না। তবে ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের গুরুত্ব যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আমেরিকার সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সব সময় সমানভাবে আমাদের পক্ষে না-ও আসতে পারে। এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে আমাদের দেশের গুরুত্বের বিষয়টিকে কৌশলে কাজে লাগাতে পারলে ভিসানীতি বা স্যাংশন কোনো সমস্যা হবে না।

লেখক : সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা

আমাদের রাজনীতি কি ভিসানীতিতে আটকে গেছে?

এ কে এম শাহনাওয়াজ

আমেরিকা সত্যিই বিশ্বমোড়ল। আমরা, বিশেষ করে রাজনীতিকরা, নত মস্তকে এ সত্য মেনে নিয়েছি। সবাই কেমন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি রাখতে চাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার জন্য কেমন লালায়িত রাজনীতিকরা। একটি দেশ নানা কারণে-যুক্তিতে কোনো দেশের বিশেষ মানুষদের তাদের নিজস্ব নীতিমালায় অগ্রহণযোগ্য মনে করে ভিসা দেবে না। তাতে আমাদের এত হতাশার কী! দেশ নাকি স্মার্ট হচ্ছে। আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্লোগান দিচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশের পথ ধরে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের লক্ষ্যে হেঁটে নানা শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই একদিন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বে। দুর্ভাগ্য, এমন বাস্তবতায় আমাদের রাজনীতির কর্তারা চলনে-বলনে, রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডায় ঘোরতর এনালগ হয়ে রইলেন। তাদের বক্তৃতার ভাষায় অন্তত স্মার্ট হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

আওয়ামী লীগ নেতা-মন্ত্রীরা মুখে যেভাবেই বলুন, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ভিসানীতি যেন তাদের ওপর একটি বড় আঘাত। অনেকটা এগারো শতকে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আসা সেন বংশীয় রাজাদের মতো। এরা বাঙালি পাল রাজাদের অধীনে সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। শেষ দিকের পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। তবে মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এরা। তারা দেখেছে, সাধারণ বাঙালির বিপ্লবী স্বভাব। খ্রিষ্টপূর্ব যুগে বহুবার বাংলায় আর্যশক্তির আগমন ঠেকিয়ে দিয়েছিল এ বাঙালি। এরপর থেকেই যখনই সংকট দেখা দিয়েছে, বাঙালি রুখে দাঁড়িয়েছে। এ স্বভাবের কারণেই হয়তো কবি লিখেছেন 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচগ্র মেদিনী।' আইনসম্মতভাবে ক্ষমতায় আসেননি বলে সেন রাজাদের ভীতি ছিল সাধারণ বাঙালির অভ্যুত্থান নিয়ে। তাই এ সাধারণ বাঙালিকে কোণঠাসা করে রাখার জন্য বর্ণপ্রথার কড়াকড়ি আরোপ করলেন বল্লাল সেন। শূদ্র নাম দিয়ে তাদের সমাজের নিম্নস্তরে ফেলে রাখলেন।

আমাদের শাসক শ্রেণি এমন কোনো মনস্তাত্ত্বিক সংকটে আছেন কিনা জানি না। কারণ, একদিকে তারা বলছেন, মার্কিন ভিসানীতি নিয়ে তারা ভাবছেন না, পরোয়া করছেন না, আবার দমে দমে সেই ভিসানীতি প্রসঙ্গ টেনে আসছেন সব বক্তৃতায়। শুধু তাই নয়, মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে যে সরকারের সম্পর্ক ভালো, জনগণকে তা বোঝানোও খুব দরকার পড়ে গেছে। তাই আদিখ্যেতা দেখিয়ে এখনো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাইডেনের সেলফি তোলার মতো প্রায় পুরোনো কথা ক্যামেরার সামনে বলে যাচ্ছেন। অর্থাৎ এ একুশ শতকে এসে সাধারণ মানুষকে অতি সাধারণ-গণ্ডমূর্খই ভেবে যাচ্ছেন এসব মান্যবর।

মার্কিন ভিসানীতি বিএনপিকে পুলকিত করার কথা নয়। তবুও নেতারা ভাব দেখাচ্ছেন তারা পুলকিত! অর্থাৎ রাজনৈতিক বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ সরকারকে হেয় করার চেষ্টা। সাধারণ মানুষ অঙ্ক সঠিকভাবে মেলাতে পারে। এটি ঠিক, মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের পেছনে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে বিগত দুটো নির্বাচনের দায় অনেকটা রয়েছে। আর এ বিষয়টি বিএনপির লবিস্টরা ঠিকমতো মার্কিন নীতিনির্ধারকদের কাছে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ পক্ষ সঠিকভাবে এর মোকাবিলা করতে পারেনি। আমার মনে আছে, ২০১৮-এর নির্বাচনের আগে বা পরে যুগান্তরেই লিখেছিলাম, এ ক্ষত ভবিষ্যতে ক্যানসার হতে পারে। আমাদের মনে হয়েছিল, অতটা উগ্র চিন্তা না করলেও আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার মতো সামর্থ্য দেখাতে পারত।

কিন্তু এখনকার বাস্তবতা হচ্ছে প্রচ্ছন্নভাবে যাই থাকুক, মার্কিন সরকার ভিসানীতিতে কিন্তু বলা হয়নি এ নীতি শুধু সরকারের বিরুদ্ধে। কদিন আগে মার্কিন অ্যাম্বাসেডর পরিষ্কার করেছেন 'এনি ওয়ান' শব্দ ব্যবহার করে। এখানে বিএনপি নেতাদের নিয়েও আশঙ্কা রয়েছে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পেলে তাদের জীবনও যায় যায়! আর ভিসা না পাওয়া নাকি ভীষণ অসম্মানের বলে বিবেচিত হবে। তাহলে এসব সম্মানিতরা কেন বিবেচনায় আনছেন না যে, মার্কিন সরকারের ব্যাখ্যায় তাদের আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ, তাদের প্রথম ঘোষণা বিএনপি এ সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবে না। এ পর্যন্ত একরকম ঠিক আছে। কিন্তু পরের স্লোগান আবার 'নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না!' এখানেই তো নির্বাচন বানচালের জন্য বল প্রয়োগের ইঙ্গিত। মার্কিন ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটিই ভিসা না পাওয়ার বড় কারণ হবে। আওয়ামী লীগ নেতারা কি এ ফাঁদে বিএনপিকে ফেলবেন না? আওয়ামী লীগের তো এবার নির্বাচন গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত করে পাপ মোচনের সুযোগ রয়েছে। বৈশ্বিক বিচারে অন্ধকার পথে হাঁটা সম্ভবও নয়। তাই আওয়ামী লীগ ভিসানীতির খড়্গ থেকে নিজেদের হয়তো অনেকটা বাঁচিয়ে নিতে পারবে; কিন্তু আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারবে সেই ভরসা কম। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এখন আওয়ামী লীগের অনুকূলে নয় বলেই মনে হচ্ছে। মোদি সরকার নিজের ঘর সামলাতেই এবার ব্যস্ত থাকবে।

মার্কিন ভিসা কে পেল আর কে পেল না, তা নিয়ে আমরা আর ভাবতে চাই না। উভয় পক্ষের মান্যবর রাজনীতিকদের কাছে তাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনাদের রাজনৈতিক ঝগড়ায় আর ভিসানীতিকে সামনে আনবেন না। একটি দেশ তাদের ভূমিতে যেতে দেবে কী দেবে না এটি তাদের ব্যাপার। দয়া করে এ নিয়ে এত চেঁচামেচি করে নিজেদের ছোট করবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি তো রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক লাভালাভ সামনে রেখে নির্ধারিত হয়। নিজেদের দেশেও কি তাদের গণতন্ত্র নিষ্কলুষ? আমাদের অবশ্য এসব প্রশ্ন তোলা অপ্রয়োজনীয়। মুক্তিযুদ্ধস্নাত একটি গর্বিত জাতিকে অপরিণামদর্শী রাজনীতি কেন ছোট করবে? আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করেছিল আমেরিকা। কিন্তু অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হেরে গিয়েছিল পাকিস্তানের দোসর এ বিশ্বমোড়ল। ১৯৭৫ পর্যন্ত কি আমরা আমেরিকার বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকা দেখিনি? আজ বাংলাদেশ যেভাবে অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করছে, তাতে কি আমরা জাতিসত্তার অহংকার নিয়ে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারি না? বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিই তো আছে সকলের সাথে বন্ধুত্ব। কূটনৈতিক দক্ষতার মধ্য দিয়ে আমাদের বন্ধু বাড়াতে অসুবিধা কোথায়! আমেরিকাকে এখনো তো আমরা বন্ধুই ভাবি। তাই নতজানু হওয়ার প্রয়োজন কেন!

আমাদের সব পক্ষের রাজনৈতিক নেতারা তো ধনে-বলে শক্তিশালী। তাদের অনেকেরই নানা উপায়ে অর্জন করা প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। স্বজন-পরিজনরা থাকছেন সেখানে। ভিসানীতিতে আটকে গেলে তাদের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এ কারণেই কি তারা কার্যত ভিসানীতির জপমালা এত প্রবলভাবে আবৃত্তি করেছেন! সদ্য বিদায়ি মাননীয় প্রধান বিচারপতি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন, তিনি কখনো আমেরিকায় যাননি এবং ভবিষ্যতেও যাবেন না। এখানেই প্রকাশ পেয়েছে তার দেশপ্রেম। আমাদের কূটনীতি হওয়া উচিত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঠিক রাখা। ভিসানীতির কারণে আমরা যদি নির্বাচনি গণতন্ত্রকে সুস্থধারায় ফিরিয়ে আনতে পারি, তবে এটিই হবে আমাদের বড় লাভ। এসব বাস্তব চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের উভয় পক্ষের রাজনৈতিক নেতারা এ ভিসানীতিকে সামনে রেখে যদি পরস্পরকে দোষারোপ করি, তাহলে প্রকৃত অর্থে অসম্মানিত হবে দেশ। ইতিহাসের পাতায়ও এরা সমালোচিত হবেন।

মার্কিন সরকারের অন্তরে যা-ই থাক, রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে বলেছে, গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করবে যারা বা যেসব প্রতিষ্ঠান, তাদের বিরুদ্ধেই ভিসানীতি প্রয়োগ করা হবে। এজন্য এ ভিসানীতির কারণে জনগণের মাথায় বাজ ভেঙে পড়েনি। আর স্বাজাত্যবোধে দীপ্ত বাঙালি কোন দেশ কী নীতিনির্ধারণ করল, তা নিয়ে মোটেও চিন্তিত থাকে না। শত শত বছর ধরে পাশ্চাত্যের অনেক দেশের ব্যবসায়ী জাহাজে পাল খাটিয়ে ছুটে আসতেন সমৃদ্ধ বাংলায়। চীন, তিব্বতসহ অনেক দেশ থেকে ছাত্ররা আসত বাংলার বৌদ্ধবিহার অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য। পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকার কত পর্যটক এসে তাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে বাংলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আজ ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। এমন দেশের গর্বিত বাঙালি কোন মোড়ল কী নীতি চাপিয়ে দিল, এসব নিয়ে কেন চর্চা করে নিজেদের ছোট করবে?

আওয়ামী লীগ যদি কাঙ্ক্ষিত গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে চায়, তাহলে তাদের নির্বাচনি প্রচারণায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত ভোটারের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নিশ্চিত করার দিকে। কারণ, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতায় সাধারণ মানুষ অনেকটাই নির্বাচনবিমুখ এখন। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। ভোটারের বিপুল উপস্থিতিতে বিএনপি ছাড়াই আওয়ামী লীগ যদি সফলভাবে নির্বাচন করে ফেলতে পারে, তবে বেশ বিপাকে পড়বে বিএনপি। দল হিসাবে সংহতি রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে। এ বাস্তবতা অনুধাবন করে 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই' এ স্লোগান দিয়ে বিএনপির এখন নির্বাচনমুখী হওয়া দরকার। প্রয়োজনে বিএনপি নির্বাচনকালীন সরকারে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে। বিএনপি আন্দোলন করে সরকারকে নামিয়ে ফেলবে এটি দিনে দিনে অসম্ভব বিষয় হয়ে উঠছে। বরঞ্চ কঠিন দলতন্ত্রে উভয় দলই এখন অনেকটা গণবিচ্ছিন্ন। আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে কোনো কোনো বিদেশি শক্তির নানা দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক দল হিসাবে দেশ-বিদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা বিএনপির জন্য কঠিন হবে। এসব বিবেচনায় বিএনপি নেতাদের আত্মচৈতন্যে ফিরে আসা দরকার। মসনদের চিন্তা না করে দল টিকিয়ে রাখার চিন্তাটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবিধানিক পরিবর্তন নারীকে পুরুষ কিংবা পুরুষকে নারী করতে পারে না

মইনুল হোসেন

সম্প্রতি এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেছেন, আসন্ন সংসদীয় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে তিনি সরকারের তরফ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছেন। এখন সরকারকে সঠিক সাহায্য দেয়ার কথা বলতে হবে তাকে।

নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় সে জন্য আওয়ামী লীগের পীড়াপীড়িতে তখন বিএনপি ও অন্যান্য দল নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা যথারীতি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তড়িঘড়ি করে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে সংবিধানে এমন সংশোধনী সংযোজন করে; যেখানে ক্ষমতাসীন তথা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ সংশোধনী এতটাই বিদঘুটে যে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না।

এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো- যে আওয়ামী লীগ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অপরিহার্য বিবেচনা করেছিল, সেই আওয়ামী লীগ সংবিধানে পরিবর্তন এনে ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে চলেছে। আর তখন থেকে প্রতিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করেছে। তাই আওয়ামী লীগ আর নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন বোধ করছে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সরকারের অবস্থানগত স্ববিরোধিতার বিষয়টি তুলে ধরছেন না।

দলীয় সরকারের অধীনে আসন্ন নির্বাচনে জনগণ যে অবাধে ভোট দিতে পারবে, তার কী নিশ্চয়তা দিচ্ছে সরকার? সেটি তো প্রধান নির্বাচন কমিশনার ব্যাখ্যা করে বলছেন না। সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাচিত সরকারের অধীনে কোথাও নির্বাচন করা হয় না, এটি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অবশ্যই জানতে হবে। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে তার নিজস্ব এক ভোটের ব্যবধানে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে রায় দিয়ে বললেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনকালেও জনগণের নির্বাচিত সরকার থাকতে হবে। নির্বাচনকালে কেয়ারটেকার সরকার বৈধ নয়। অন্যান্য কোনো দেশে যে নির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় না তা বুঝতে চাইলেন না।

নির্বাচিত সরকার ও রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সরকারের মধ্যকার পার্থক্য বোঝার মতো রাজনৈতিক নেতৃত্বও আমাদের নেই। প্রতিবার নির্বাচনে বিজয় অর্জন করার এমন নিদ্রিত ভোট কারচুপির ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে জনগণ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারল কিনা সেটি বিবেচ্য বিষয় নয় এবং এ সম্পর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিছু জানারও প্রয়োজন বোধ করছেন না। এই ব্যবস্থাধীনে নির্বাচনে কারচুপি করবেন সরকারি কর্মকর্তারা আর তা দূর থেকে তদারকি করবেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এবং নির্বাচনী নাটক প্রযোজনা করবে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে কারচুপি যে সরকারি কর্মকর্তারা করবেন তাদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না, তারা তাদের কাজ করবেন দৃষ্টির আড়ালে থেকে। নির্বাচনে প্রতারণার এ মহাপরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতায় থাকা এতটা গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারের নির্বাচনী কারচুপির নীলনকশা সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা দিতে পারি মাত্র, কিন্তু নির্বাচন কমিশন পরীক্ষা করে দেখতে পারে সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে সরকারের এই বিশাল নির্বাচনী কারচুপি করার পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব কিনা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সরকারের এই নির্বাচনে কারচুপি করার গুরুত্বপূর্ণ নীলনকশা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদেরও পরিষ্কার ভাষায় কথা বলা দরকার, বিগত দু'টি সংসদীয় নির্বাচনে তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সিট ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। নির্বাচন এলে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে কোন দল সংসদে কয়টি আসন পাবে। উপরন্তু নগদ অর্থও উদারভাবে বিলি-বণ্টন করা হয়েছিল যাতে এটি পরিষ্কার হয়ে যায়, নির্বাচনকালীন সময়টা রাজনৈতিক ব্যবসায় করে অর্থ উপার্জন করার মোক্ষম সময়।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূল বাস্তব অবস্থা বিদ্যমান আছে কিনা সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে সন্তুষ্ট হতে হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কোন কাজ করতে সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছেন? নির্বাচনকালীন কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল আওয়ামী লীগের, আর আজ আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে চলেছে নির্বাচন কমিশনকে!

আরো পরিষ্কার ভাষায় বললে, আওয়ামী লীগের বিবেচনায় ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ এখন বলছে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার দরকার নেই। আওয়ামী লীগের এই স্ববিরোধিতা সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে যে অবস্থা অপরিহার্য তা সাংবিধানিক পরিবর্তন এনে বদলানো যায় না।

বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে এখানে যাতে জনগণের সমর্থনপুষ্ট সরকারের বদলে পুতুল সরকার বহাল থাকে তার জন্য গণতন্ত্র ধ্বংসের একটি গভীর ষড়যন্ত্র বলবৎ থাকে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এর ক্ষমতা অসীম। কেবল নারীকে পুরুষ ও পুরুষকে নারী করতে পারে না। একইভাবে কোনো নির্বাচন কমিশন কোনো অস্বচ্ছ নির্বাচনকে স্বচ্ছ নির্বাচন ঘোষণা করতে পারে না। গুপ্তহত্যা ও জোরপূর্বক অপহরণ করার ব্যবস্থা অনুসরণ করার কারণে আমাদের সবাইকে কাপুরুষ ও অদৃষ্টবাদী করে তুলেছে। সংবিধান আমাদের জীবন রক্ষার অধিকার দিলেও সেটিও লংঘিত হচ্ছে জাতিসংঘ ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও। জনগণের অধিকার রক্ষার বিষয়টি কোনো সরকারের নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার নয়, এটি ইউনাইটেড ন্যাশন্স কর্তৃক গৃহীত মৌলিক অধিকারের বিষয়, যার সুরক্ষা দিতে হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে।

সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার ভিসানীতি ঘোষণার বিষয়টি বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত রেখেছে। তাই আমরা যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারি তাহলে ভিসা স্যাংশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অকার্যকর হয়ে যাবে। বিষয়টি ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র মি. ম্যাথু মিলার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এই মার্কিন ভিসানীতির লক্ষ্য বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।'

বাস্তব সত্য হলো, এখনকার রাজনৈতিক নেতা যারা দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত; তাদের রাজনৈতিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নেই। তাদের আমি দোষারোপ করছি না। কারণ তারা দলীয় প্রধান হয়েছেন ব্যবসায়ী দলীয় সংসদ সদস্যদের যোগসাজশে। তারা কল্পনাও করেননি যে, তারা দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।

সরকার চলছে মূলত দেশী-বিদেশী আমলাদের ওপর নির্ভরশীল থেকে। সরকার জনবিচ্ছিন্ন বলে নির্বাচনে কারচুপির আমলা-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা চালু হয়েছে। জনগণের ভোটাধিকার অস্বীকার করার অর্থ আমার ও আপনার নাগরিকত্ব অস্বীকার করা। দেশ স্বাধীন, কিন্তু সরকার গঠনে বা পরিবর্তনে ন্যূনতম ভোটের অধিকারও আমাদের নেই। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার পরিবর্তনের ভোট থেকে জনগণকে বঞ্চিত রেখে কিভাবে কারা স্বাধীনতার পক্ষশক্তি হিসেবে দাবি করেন তা বোধগম্য নয়।

লেখক : সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

দক্ষিণ এশিয়দের আক্রান্তের হার ৫০ শতাংশ বেশী

বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা যে অপরিহার্য সে সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা হার্ট অ্যাটাকের বিভিন্ন লক্ষণ এবং কারো হার্ট অ্যাটক হলে করণীয় সম্পর্কে সবিস্তারে তুলে ধরেন। এসময় উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন 'ফেইস অব এনএইচএস' খ্যাত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত জিপি ডা. ফারজানা হক। তিনি তাঁর হার্ট অ্যাটাকের ধরণ এবং সেরে ওঠার বর্ণনা দিয়ে বলেন, মধ্য চল্লিশে হার্ট অ্যাটাক হয় তাঁর। সময় মতো চিকিৎসা তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছে। তিনি বলেন, 'কী ঘটছে তা অস্বীকার না করে চিকিৎসা নেয়া অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। হতে পারে আপনার লক্ষণগুলো খুব গুরুতর মনে হচ্ছে না। তবে বিষয়টি আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে। আমার মনে হচ্ছিল (হার্ট অ্যাটকের সময়) কনসালটেন্ট কার্ডিওলোজিস্ট অধ্যাপক রিয়াজ প্যাটেল লণ্ডনবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাব্য লক্ষণ দেখা দিলেই চিকিৎসকের সহায়তা নিতে হবে। তিনি বলেন, 'আপনার বা আপনার কাছের কারো মধ্যে যদি হার্ট অ্যাটাকের কোনো লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে প্রথমেই আপনার উচিত ৯৯৯-এ ফোন করা। চিকিৎসক হিসেবে আমরা আপনাদের দ্রুততর সময়ের মধ্যে আমাদের

হোসাইন এবং হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর সেরে ওঠার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন আসিফ হক।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে এনএইচএস ইংল্যাণ্ড প্রকাশিত এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, লণ্ডনে দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত এই সমীক্ষায় দেখা গেছে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী (৫২%) হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো চেনার ব্যাপারে খুব একটা আত্মবিশ্বাসী নন। তারা মনে করেন, লক্ষণগুলো তারা নাও চিনতে পারেন।

এছাড়াও লণ্ডনে বসবাসকারী প্রায় অর্ধেক (৪৬%) দক্ষিণ এশীয় জানিয়েছেন, তাদের বা তাদের কাছের মানুষের বুকে ব্যথা উঠলেও তারা ৯৯৯-এ ফোন করবেন না। সবাই জানে, বুকে ব্যথা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাকের সবচেয়ে পরিচিত লক্ষণ।

উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা বলেন, ব্যক্তিভেদে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে বুক চেপে আসা বা অস্বস্তি হওয়া হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে প্রায় সবাই অনুভব করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই যে এই লক্ষণগুলোই গুরুতরভাবে দেখা যাবে তা নয়। কেউ কেউ অন্য রকমও অনুভব করতে পারেন, যেমন শ্বাসকষ্ট, অসুস্থ বোধ করা এবং পিঠ বা চোয়ালে ব্যথা। এসব ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা নাও থাকতে পারে। কেউ যদি হার্ট অ্যাটাকের এসব লক্ষণ অনুভব করেন তাহলে তার অবশ্যই ৯৯৯-এ ফোন করা উচিত।

দ্রুত চিকিৎসা পেলে হার্ট অ্যাটাক থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকে বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।

তারা আরো বলেন, সাধারণত প্রতি ১০জনের মধ্যে অন্তত সাতজন হার্ট অ্যাটাক থেকে সেরে ওঠেন। এই হার প্রতি ১০জনের মধ্যে নয়জনে উন্নীত করা যেতে পারে যদি রুগীকে সময়মতো হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হার্ট অ্যাটাকের শিকার সাউথ উডফোর্ডের ইংরেজি শিক্ষক আসিফ

আমার ফুড পয়জন বা খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়েছে। ঘাড়ের ঠিক পেছনে পাকস্থলির ওপরের অংশে ব্যথা হচ্ছিল। পরবর্তী তিনদিন এই ব্যথা একই ভাবে অব্যাহত ছিল। এরপরই আমার মনে হয়, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উঠিত। ইসিজি করার পর আমি বুঝতে পারি, বিষয়টি কতটা গুরুতর। আমি যদি আরো আগে সাহায্য চাইতাম তাহলে আমার হার্ট ৩০ শতাংশ ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারত।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এনএইচএস ইংল্যাণ্ড পরিচালিত সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, হার্ট অ্যাটাক ও কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিয়েই সন্দিহান বহু মানুষ। লণ্ডনে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী দুই-তৃতীয়াংশ দক্ষিণ এশীয় এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। প্রতি চারজনে একজন (৩৮%) মনে করেন, হার্ট অ্যাটকেরই আরেক নাম কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। যা গুরুতর ভুল।

হার্টে রক্ত সরবরাহ কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হয়। এমন পরিস্থিতি হলে হার্টে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় । যা পেশিকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবে এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি জ্ঞান হারান না, তার নিশ্বাসও বন্ধ হয় না।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। হঠাৎ করে এ সংকট দেখা দেয়। কোনো ধরনের সতর্কতা ছাড়াই ওই ব্যক্তি জ্ঞান হারান। তাদের হার্ট কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তাদের পালস খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সময় কোনো চিকিৎসা দেয়া সম্ভব না হলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

তারা বলেন, অন্যদের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়া থেকে আসা মানুষের মধ্যে করোনারি হার্ট ডিজিজে আক্রান্তের হার ৫০ শতাংশ বেশী হার্ট অ্যাটাকের প্রধানতম ঝুঁকি এটি। কাজেই হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ এবং এর থেকে দ্রুত সুস্থতা পাওয়ার জন্য সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরী।

লণ্ডনের বার্টস হার্ট সেন্টার এবং ইউসিএলের

সামনে দেখতে চাই। খুব বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানা এবং সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হলে প্রাণ বাঁচানো সহজ হয়।

হার্ট অ্যাটাকের সবচেয়ে পরিচিত লক্ষণ বুকে ব্যথা । যা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। হার্ট অ্যাটাকের বাকি লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে– বুকে ব্যথা, চাপ, ভার অনুভব করা, শরীরের অন্য অংশে ব্যথা অনুভব করা (এমন মনে হতে পারে, বুক থেকে শরীরের অন্য অংশে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে) যেমন দুই হাত, কাঁধ, চোয়াল, পিঠ ও পেট, মাথা হালকা হয়ে যাওয়া বা মাথা ঘোরা, ঘাম হওয়া, শ্বাসকষ্ট, বমি বমিভাব বা বমি হওয়া, তীব্র অস্থিরতা, কফ বা কাশি।

এনএইচএস থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইংল্যাণ্ডে ২০২১/২২ সালে হার্ট অ্যাটাকের কারণে ৮৪ হাজার মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়। যা এর আগের বছরের তুলনায় ৭ হাজার বেশী। কোভিড-১৯ মহামারির ওই সময়ে অবশ্য অনেকেই হার্ট অ্যাটাকের অভিযোগ নিয়ে হাসপাতালে যেতে ভয় পেতেন।

এ ব্যাপারে আরো জানতে nhs.uk/heartattack ওয়েবসাইট ভিজিট করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এসংক্রান্ত প্রথম সার্ভেটি পরিচালনা করে সেনসাসওয়াইড। এ বছরের ৪ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত এই সমীক্ষায় ১৬ বছরের বেশি বয়সী ২ হাজার ৩ জন অংশ নেন। সেনসাসওয়াইড মার্কেট রিসার্চ সোসাইটির অধস্তন একটি সংস্থা। এটি ইসোমারের বেঁধে দেয়া নিয়মের নিরীখে চলে।

'কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের আরেক নাম হার্ট অ্যাটাক'-এ মন্তব্যের সঙ্গে যারা একমত এবং 'হার্ট অ্যাটাক ও কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের মধ্যে পার্থক্য কী'-এ প্রশ্নের জবাবে যারা 'না' বলেছে তাদের সমন্বয়ে এই সমীক্ষা তৈরী করা হয়েছে।

শহরের বাইরে যাচ্ছে বৃটিশ প্রতিষ্ঠানগুলোর অফিস

ওয়ার্কপ্লেস গ্রুপের (আইডব্লিউজি) এক গবেষণার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ৫০০ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে জরিপভিত্তিক গবেষণা চালিয়েছে আইডব্লিউজি। গবেষণা ফলাফল থেকে জানা গেছে, ৮২ শতাংশ প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যালয় স্থানান্তর করেছে।

যুক্তরাজ্যের দুটি খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান রেগাস ও স্পেস। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে অন্তত ৩০০টি কার্যালয় রয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটির ৫৪ শতাংশ অফিস এখন শহরের বাইরে। আর ৩৮ শতাংশ দ্বিতীয় অফিস রয়েছে আবাসিক শহরে।

আইডব্লিউজির প্রধান নির্বাহী মার্ক ডিক্সন বলেন, 'ব্যয়বহুল যাতায়াত থেকে মুক্তি খুঁজছে মানুষ। আর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোও বুঝতে পারছে, সমন্বিত কাজের (হাইব্রিড) মাধ্যমেই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। তাই প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীদের কাজের সুবিধার জন্য হাইব্রিড কাজের দিকে ঝুঁকছে।'

তবে দ্বিমত পোষণ করেছেন কোনও কোনও ব্যবসায়িক নেতা। তাঁরা বলেন, বাড়ি থেকে কাজ করার প্রবণতা কর্মীদের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দিতে পারে। বেশির ভাগ কর্মীই দুই তিন দিনের বেশি কাজ করতে চান না। কর্মীদের এ ধরনের প্রবণতা প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে।

আইডব্লিউজির গবেষণায় দেখা গেছে, শহর থেকে অফিস সরিয়ে ফেলার কারণে ৭৩ শতাংশ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের অফিসের জায়গা বাবদ খরচ কমেছে। লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হংকং সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি) জানিয়েছে, তারা বিশ বছরের বেশি সময় ধরে লন্ডনে অফিস চালাচ্ছিল। সম্প্রতি সেই অফিস ক্যানারি ওয়ার্ফে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ব্যয় সংকোচননীতি ও হাইব্রিড কাজের সুফল থেকে এইচএসবিসি সারা বিশ্বে তাদের ৪০ শতাংশ অফিস সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

এদিকে রিটেইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান টেসকো জানিয়েছে, তারা লন্ডনের বাইরে টুইকেনহ্যামের আশপাশের সুপারমার্কেটগুলোয় তাদের অফিস স্থাপন করার

মেয়র মুহিবের বিরুদ্ধে এমপি মোকাব্বিরের পিএস'র মামলা

গত সোমবার (২ অক্টোবর) সিলেট সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়। মামলা নং ১৯৭/২০২৩ইং। মামলা দায়েরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বাদী পক্ষের আইনজীবী জাফর ইকবাল তারেক।

মামলায় পৌর মেয়র মুহিবুর রহমানকে প্রধান অভিযুক্ত ও আরো দুইজনের নাম উল্লেখ করা'সহ ১০/১৫ জনকে (অজ্ঞাতনামা) অভিযুক্ত করা হয়েছে। মামলার নাম উল্লেখ করা অপর দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন- উপজেলার অলংকারী ইউনিয়নের টেংরা (আলীপাড়া) গ্রামের লাল মিয়ার পুত্র ও জেলা যুবলীগের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার সম্পাদক সিতাব মিয়া এবং টেংরা (আলীপাড়া) গ্রামের আলী মিয়া। এদিকে মামলাটি তদন্তের জন্য পিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত।

মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেছেন, গত ২৫ সেপ্টেম্বর উপজেলার টেংরা আলীপাড়া গ্রামের মসজিদে গিয়ে পৌর মেয়র মুহিবুর রহমান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। এতে মুহিবুর রহমান বলেন, এই প্রকল্পের কাজ হয় নাই। এই প্রকল্পের টাকা এমপির পিএ হাতিয়ে নিয়েছে। এখানে হরিলুট হয়েছে। অথচ প্রকল্পটি এখন চলমান রয়েছে। আর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজটি সম্পূর্ণ না করার এখনো তাদেরকে বিল দেওয়া হয়নি। ভিডিওতে দেওয়া মুহিবুর রহমানের বক্তব্য অসত্য, হয়রাণীমূলক, উদ্দেশ্য প্রনোদিত, মিথ্যা, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর। এতে এমপির ১০০ কোটি টাকার ও পিএ'র ১০ কোটি টাকার মানহানী হয়েছে বলে সর্বমোট ১১০ কোটি টাকার মানহানীর মামলা করা হয়।

মামলার বাদী ও এমপির ব্যক্তিগত সহকারী আহমেদ কবির আদনান বলেন, আমাদের একটি প্রকল্প জিএসআইডি-২ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর বাস্তবায়নে ৩ লক্ষ টাকার একটি কাজ দেয়া হয়েছে। এ কাজটি চলমান রয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজটি সম্পূর্ন না করায় এখনো বিলও দেয়া হয় নাই। তাহলে কেমন করে এখানে হরিলুট হলো।

এ বিষয়ে পৌর মেয়র মুহিবুর রহমান বলেন, এমপি মহোদয়ের মান মূল্য ১১০ কোটি টাকা। মানহানী হয়েছে তাও জানলাম। কিন্তু সরকারি টাকা যে আত্মসাৎ হলো সে ব্যাপারে তো তিনি কিছু বলেন নি। আমরা অনুসন্ধানী সচিত্র প্রতিবেদন দিয়েছি। যা সত্য তা পরিষ্কার উঠে এসেছে। এটা

লাফিং গ্যাস সেবনে তরুণদের সর্বনাশ

'এন২০ নো দ্য রিস্কস' হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত একটি নতুন কর্মসূচি, যার লক্ষ্য হল নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে যেমন ভিটামিন বি১২ কাজ করা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে পক্ষাঘাত ও স্নায়ুর ক্ষতি হওয়ার মত গুরুতর ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা।

এই প্রকল্পের আওতায় নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহারকারীদের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত কর্মশালার আয়োজন করার কর্মসূচি রয়েছে যা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জরিমানার বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

এই প্রোগ্রামের আওতায় বারার স্কুলসমূহ, তরুণদের গ্রুপসমূহ এবং কমিউনিটির বিভিন্ন ভবনে কম বয়সীদের জন্য নাইট্রাস অক্সাইড এর ঝুঁকির ওপর প্রতিরোধমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

উল্লেখ্য, রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে, প্রতি নয় দিনে নাইট্রাস অক্সাইড সম্পর্কিত স্নায়ুর ক্ষতির শিকার হওয়া লোকজন ভর্তি হওয়ার ঘটনা ঘটছে এবং এটি একটি উদ্ভুত জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নাইট্রাস অক্সাইড এর ব্যবহারকারীরা সব ব্যাকগ্রাউন্ডের হলেও মূলত তরুণ ও এশিয়ান পুরুষরা আক্রান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর প্রিভেন্টিভ নিউরোলজির প্রফেসর এবং বার্টস হেলথ এনএইচএস ট্রাস্টের কনসালটেন্ট নিউরোলজিস্ট অ্যালিস্টার নয়েস বলেছেন, "গত কয়েক বছর ধরে, আমি কয়েকশ রোগী দেখেছি যারা নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করছেন এবং ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন। সবচেয়ে সাধারণ জিনিস যা ঘটে তা হল তারা তাদের মেরুদণ্ডের ক্ষতি করে।

"তাদের হাঁটতে অসুবিধা হয়, তাদের হাত ও পা অনুভব করতে সমস্যা হয় এবং কখনও কখনও টয়লেটে যেতে সমস্যা হয় এবং যৌন কর্মক্ষমতা হারায়।"

অ্যালিস্টার নয়েস আরো বলেন, "আপনি যদি নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করেন এবং আপনি এই উপসর্গগুলির মধ্যে কোনটি অনুভব করেন, তবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি অবিলম্বে নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার বন্ধ করুন এবং মূল্যায়নের জন্য হাসপাতালে আসুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা শুরু করুন।"

টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা যাতে ব্যবহারকারীদের কাছে নাইট্রাস অক্সাইড এর ঝুঁকি সম্পর্কে রাস্তায় পরামর্শ প্রদান করতে পারেন, এবং যাদের লক্ষণ রয়েছে তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার আওতায় আনা এবং গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলো সম্পর্কে জানাকে আরো উন্নতি করা যায়, সেজন্য 'এন২০ নো দ্য রিস্কস' প্রোগ্রামটিতে এনফোর্সমেন্ট অফিসারদের জন্য প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার আমাদের অনেক বাসিন্দাকে প্রভাবিত করে। এটি গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, এর সাথে সম্পর্কিত অসামাজিক আচরণ এবং ক্যানিস্টার ও সিলিন্ডারে আবর্জনায় রাস্তা, ফুটপাত, পার্ক নোংরা হওয়ার কারণে, আমরা এই সমস্যা মোকাবেলায় অগ্রাধিকার দিয়েছি।

"এই প্রতিরোধমূলক কর্মশালা এবং সচেতনতা সেশনগুলি আমাদেরকে নাইট্রাস অক্সাইড এর বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে সাহায্য করবে, যা এর ব্যবহার বন্ধ করার প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাইহোক, যারা আমাদের বারায় এটি ব্যবহার করে চলেছে বা যারা এগুলো বিক্রি করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।"

কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেছেন, "আমি একটি কর্মশালায় অংশ নিয়েছি এবং দেখেছি কিভাবে এটি ইতিমধ্যে আমাদের বারার তরুণদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আমরা নিশ্চিত যে শিক্ষা এবং প্রয়োগের এই সম্মিলিত পদ্ধতি আমাদের বারায় এন২০ ব্যবহার কমিয়ে দেবে।"

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS

Legal Aid (Family, Housing & Crime)

Our contact: 07576 299951

Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সংবাদ সম্মেলন

দক্ষিণ এশিয়দের আক্রান্তের হার ৫০ শতাংশ বেশী

- লক্ষণ দেখা গেলে সাথে সাথে ৯৯৯-এ ফোন করা উচিত
- দ্রুত চিকিৎসা পেলে সেরে ওঠার সম্ভাবনা অনেক বেশী

লণ্ডন, ৬ অক্টোবর : বৃটেনে দক্ষিণ এশিয় মানুষদের মধ্যে হার্ট ডিজিজে আক্রান্তের হার অন্যদের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশী বলে বিভিন্ন সমীক্ষায় ওঠেছে এসেছে। বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটিই ব্যক্ত করেছেন চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত বিশিষজ্ঞরা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ছিলো বিশ্ব হার্ট দিবস। সারা বিশ্বের সব মানুষকে তাদের হার্টের যত্নের প্রতি মনোযোগী করতে এ দিবস পালন করা হয়। ওইদিনই লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে উক্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন এনএইচএস নর্থ লণ্ডন কার্ডিয়াক অপারেশনাল ডেলিভারি নেটওয়ার্কের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা।

এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিলো 'প্রথমেই আমাদের হার্টকে জানি'। কাকতালীয়ভাবে এনএইচএস নর্থ লণ্ডন কার্ডিয়াক অপারেশনের ডেলিভারি নেটওয়ার্কের উত্তর লণ্ডনের সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিতে এ সংক্রান্ত প্রচারাভিযানও এই সময়েই চলে আসছে। জীবন বাঁচাতে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো সম্পর্কে সচেতন করাই তাদের এই প্রচারাভিযানের মূল লক্ষ্য। দ্রুত সাহায্য পাওয়ার জন্য হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাব্য লক্ষণ এবং নিরাপদ নয় এমন পৃষ্ঠা ২৩

মেয়র মুহিবের বিরুদ্ধে এমপি মোকাব্বিরের পিএস'র মামলা

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং গণফোরাম নেতা মোকাব্বির খান সম্পর্কে 'কটুক্তি, আক্রমণাত্মক ও মানহানীকর' মন্তব্য করায় পৌর মেয়র মুহিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ১১০ কোটি টাকার মানহানীর মামলা করলেন এমপির ব্যক্তিগত সহকারী আহমেদ কবির আদনান। পৃষ্ঠা ২৩

'ওয়ার্কিং ফ্রম হোম' জনপ্রিয় হওয়ার সুবিধা

শহরের বাইরে যাচ্ছে বৃটিশ প্রতিষ্ঠানগুলোর অফিস

দেশ ডেস্ক, ০৬ অক্টোবর: যুক্তরাজ্যে অর্ধেকেরও বেশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তাদের কার্যালয় শহরের বাইরে স্থানান্তর করেছে। ব্যায় সংকোচননীতি ও করোনা ভাইরাস-পরবর্তী সময়ে 'দূরবর্তী স্থান থেকে কাজ' জনপ্রিয় হওয়ায় এ উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠাগুলো। ইন্টারন্যাশনাল পৃষ্ঠা ২৩

TANK JOWETT SOLICITORS
INCORPORATING GORDON SHINE AND COMPANY SOLICITORS

TANK JOWETT SOLICITORS

ট্যাংক জোয়েট সলিসিটর্স

সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত প্রধানসারির ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর্স ফার্ম

যেকোনো ফৌজদারী মামলায় আইনী সহায়তা দিতে আমাদের স্পেশাল লিগ্যেল টিম প্রস্তুত

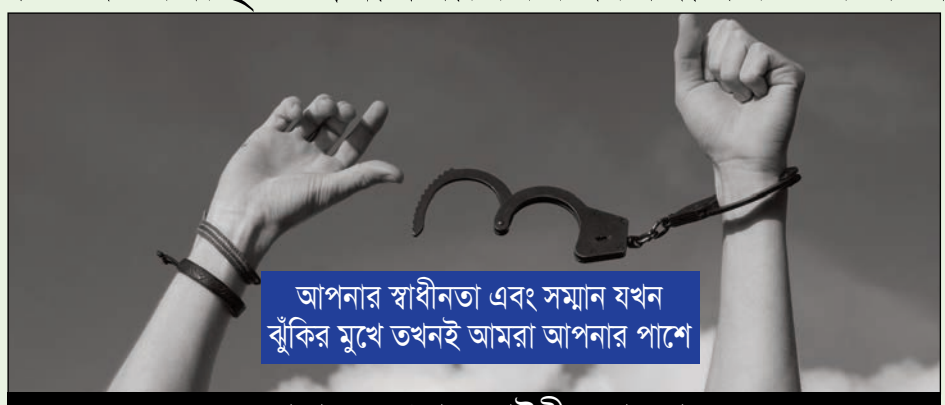

We have Legal Aid

আমাদের প্রধান আইনী সহায়তা

- পুলিশ স্টেশনে আপনার পক্ষে আইনী লড়াই
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও ক্রাউন কোর্টে রিপ্রেজেনটেশন
- মটরিং অফেন্স
- দুর্নীতি ও ঘুষ
- সন্ত্রাসবাদ
- কর্পোরেট
- গুরুতর প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ
- মানি লন্ডারী
- ট্যাক্স তদন্ত
- প্রেস এবং রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট
- যৌন অপরাধ
- প্রাইভেট প্রসিকিউশন

Rajesh Bhamm
Solicitor & Senior partner
M: 07931364820
E: r.bhamm@tankjowett.com

Jack ward
Legal Consultant
M: 07788205901
E: j.ward@tankjowett.com

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, Tel: 0207 965 7314
For 24 Hr Emergency, Tel: 0800 669 6065, Email: info@tankjowett.com

Central London Office: 107 -111 Fleet Street EC4A 2AB
West London Office: First Central 200, 2 Lakeside Drive NW10 7FQ

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk